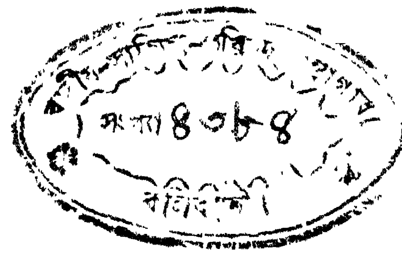
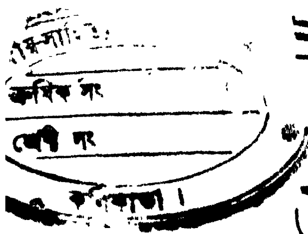

সংখ্যা ৪৩৮৪

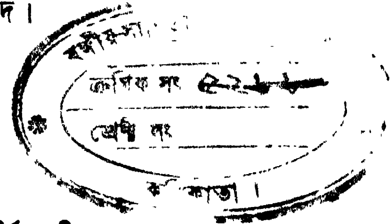


২২ বাইশ কবি।

শ্রীশ্রী৺মনসা

অর্থাৎ

পদ্মপুরাণান্তর্গত নাগমাতা পদ্মার জন্ম ও বিবাহ এবং মর্ত্ত্যভূমে
চাঁদসদাগরের সহিত বিবাদ এবং বেহুলা ও লক্ষীন্দরের
জীবন-চরিত ইত্যাদি।

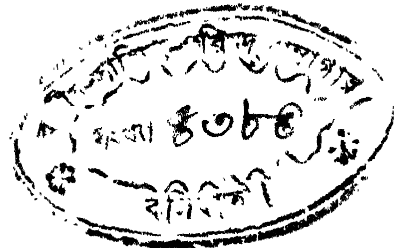


প্রথম খণ্ড।

শ্রীশ্যামাচরণ সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত

ও

প্রকাশিত।



১৩২১।

একত্রে দুই খণ্ডের মূল্য ২৲ দুই টাকা।]   প্রথম খণ্ড—১৲ এক টাকা।

ভূমিকা।

"শ্রীশ্রী৺মনসা"র প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইল। বহুকাল হইতে ৺মনসার গীত বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে পদ্মপুরাণ নামে গীত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম প্রদেশেই এই গীতের বহুল প্রচার দেখা যায়। আবার উত্তর-বঙ্গের নানাস্থানেও ইহা প্রচলিত আছে। পদ্মপুরাণ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই অতি সমাদরে গীত হইয়া থাকে। ফল কথা, বাঙ্গালার সাধারণ লোক মধ্যে ইহা বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

বাঙ্গালা দেশের কতস্থানে যে, বাঙ্গালী কবি-কীর্ত্তি কীটদষ্ট অবস্থায় লোক-লোচনের অন্ত-রালে কালের অনন্ত কবলে বিলুপ্ত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক পুরাতন পুঁথি বটতলার কৃপায় যে রক্ষা পাইয়াছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু যে কাব্যরসের অমৃতধারা কবিকুল-হৃদয় মথিত হইয়া বহির্গত হইয়াছিল, তাহা বটতলার ভাণ্ড হইতে পঙ্কিল অবস্থায় সাধারণের তৃপ্তির জন্য পরিবেশিত হইয়াছিল। সুখের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অনেক বাঙ্গালা পুরাতন পুঁথি ধ্বংস ও বিস্মৃতির গর্ভ হইতে রক্ষা করিয়া উপযুক্ত টীকা টিপ্পনী সহযোগে সু-সংস্কৃত অবস্থায় সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন, ইহা অবশ্য আমাদের পক্ষে শ্লাঘার কথা। কিন্তু ভাষা-জননীর অনন্ত রত্নভাণ্ডারের রত্নগুলির মধ্য হইতে কয়টী রত্নই বা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন? যাহা হউক, একমাত্র সাহিত্য-পরিষদের উপর সম্পূর্ণ ভার চাপাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই দেশ-জননীর ভাণ্ডার হইতে ধূলি-মলিন রত্নগুলি বাহির করিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া পরিষ্কার করিয়া জনসাধারণের নয়ন-পথে আনিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীশ্রী৺মনসা প্রকাশ করিলাম।

৺মনসার গীত নানাস্থানে বিশেষ চট্টগ্রাম প্রদেশে মুখে মুখে প্রচারিত থাকিলেও তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সু-সংস্কৃত পুস্তকাকারে প্রচারিত ছিল না। যাহা পুস্তকাকারে প্রচারিত ছিল, তাহা অশুদ্ধ মুদ্রণ-দোষ-দুষ্ট ও অনেক স্থল পরিবর্জ্জিত। আমি কয়েকখানি পুরাতন হস্ত-লিখিত পুঁথি এবং বটতলার ও অন্যস্থানের মুদ্রিত পুস্তকগুলি মিলাইয়া শ্রীশ্রী৺মনসা প্রথম খণ্ড সু-সংস্কৃত অবস্থায় পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে গণেশ-বন্দনা হইতে আরম্ভ করিয়া চাঁদের ডিঙ্গা বন্দী পর্য্যন্ত বর্ণিত

আছে। পুস্তকখানির রচয়িতা নারায়ণ দেব ইত্যাদি বাইশ জন কবি। ইহাকে বাইশ কবির-মনসা-গীতি বলে। গ্রন্থকার নারায়ণ দেব কুম্ভকারজাতীয় ছিলেন।

তিনি গ্রন্থে নিজের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন:—

নারায়ণ দেব কহে জনম মুগধ।
ব্রাহ্মণপণ্ডিত নহি ভট্ট-বিশারদ॥
শূদ্রকুলে জন্ম মম, কুম্ভকার ঘরে।
মদগল্য গোত্র মম, কন গুরুবরে॥ ইত্যাদি।

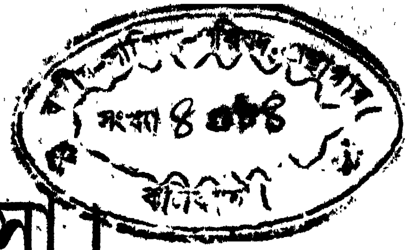
এই গ্রন্থখানি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সাধারণে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরিশেষে বক্তব্য—কবিতা-রসাস্বাদনের সহিত সীতা, সাবিত্রীর ন্যায় বেহুলার চরিত্র বাঙ্গলার ঘরে ঘরে অনুকরণীয় হউক, ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

কলিকাতা,
২রা ভাদ্র, ১৩২২ সাল।

নিবেদক—
প্রকাশক।



ভেলায় মৃতপতি ক্রোড়ে বেহুলা।



শ্রীশ্রী৺মনসা



গণেশ বন্দনা।

প্রণমহ গণপতি, বিঘ্নহন্তা মহামতি,
স্মরণে বিপদ দূরে যায়।
তাল-যন্ত্র লয়ে হাতে, সবার মঙ্গল গেতে,
তাতে প্রভু হইবা সহায়॥
প্রণমামি লম্বোদর, সিন্দুরেতে শোভাকর,
মূষিক-বাহনে গণ রায়।
চারি ভুজ এক দন্ত, মহিমা নাহিক অন্ত,
শোভা যার অপূর্ব্ব দেখায়॥
সর্ব্বদেব অগ্রে পূজা, মাতা যাঁর দশভুজা,
পিতা যাঁর ত্রিদেশ ঈশ্বর।
বসন বন্ধিয়া গলে, সেই দেব পদতলে,
দণ্ডবৎ করে বিশ্বেশ্বর॥

বিষ্ণুবন্দনা।

প্রণমহ লক্ষ্মীপতি, বৈকুণ্ঠেতে যাঁর স্থিতি,
গরুড়-বাহনে নারায়ণ।
নরসিংহ রূপ ধরি, হিরণ্যাক্ষ বধ করি,
প্রহ্লাদের করিলা সম্মান॥
বামন যে রূপ ধরি, বলিকে ছলিলা হরি,
অদিতীরে করিলা উদ্ধার।
রামচন্দ্র রূপ ধরি, দশানন বধ করি,
সৃষ্টিরক্ষা কৈলা বারবার॥
তোমার মহিমা যত, কি সাধ্য বর্ণিব তত,
দীনহীন এই অকিঞ্চন।
অকিঞ্চন দাস কয়, তুমি সর্ব্বঘটময়,
অন্তে যেন পাই শ্রীচরণ॥



সরস্বতী বন্দনা।

করিয়ে প্রণতি স্তুতি, বন্দিমাতা সরস্বতী,
শ্বেতাঙ্গিনী অয়ি বীণাপাণি।
নারায়ণ দেব সঙ্গে, অপরূপ রূপ রঙ্গে,
শ্বেতপদ্মাসনে স্থিতাবাণী॥
পরিধান শ্বেতবস্ত্র, খুঙ্গী পুঁথি মষীপাত্র,
শ্বেতবীণা হস্তেতে ধারিণী।
পৃষ্ঠে কেশগুচ্ছ ঝুলে, শ্রবণে কুণ্ডল দুলে,
অজ্ঞান তিমির বিনাশিনী॥
বীণা বাদ্য সপ্তস্বরা, যথা নারায়ণ দারা,
মৃদঙ্গবাদিনী বাক্‌দেবী।
ব্যাসাদি বাল্মীকি মুনি, বিচক্ষণ মহাজ্ঞানী,
তোমাকে স্মরিয়া হৈল কবি॥
দেবাসুর নাগ নর, পক্ষী, মৃগ, জলচর,
সর্ব্বঘটে স্থিতা বাগ্বাদিনী।
তুমি বিনে বাক্য কহে, কাহার শকতি নহে,
অজ্ঞানে সজ্ঞান সঞ্চারিণী॥

মৃদঙ্গ, মন্দিরা ধ্বনী, মিশাইয়া রাগবেণী,
কণ্ঠে এসে বল সুবচন।
রাগ, লয়, তাল, মান, কিছু মম নাহি জ্ঞান,
তব পদে নিলাম স্মরণ॥
নারায়ণ সঙ্গে যথা, এসহে ভারতী মাতা,
ত্যজ দেবী বৈকুণ্ঠ নগর।
দ্বিজ রঘুনাথে ডাকে, পদছায়া দেও তাকে,
বস মম কণ্ঠের উপর॥
ছয় ঋতু রস ভাগ, বন্দি আর ছয় রাগ,
প্রিয়া যাঁর ছত্রিশ রাগিণী।
দয়া কর দয়াময়ী, তব পদ অনুযায়ী,
তুমি বিনে অন্য নাহি জানি॥

মনসা বন্দনা।

প্রণমোহ বিষহরি, বিশ্বরূপা বিশ্বেশ্বরী,
তুমি দেবী জগতজননী।
তুমি দেবী হরসুতা, আস্তিক মুনির মাতা,
নাগমাতা ভুবনমোহিনী॥
তুমি শিবের নন্দিনী, ত্রিভুবন উদ্ধারিণী,
যোগনিদ্রা যোগসনাতনী।
অষ্টনাগ সঙ্গে লয়ে, পূজাস্থানে নাম গিয়ে,
সেবকের নিস্তারকারিণী॥
চতুর্ম্মুখে প্রজাপতি, তোমাকে করেন স্তুতি,
স্তব করে যত দেবগণ।
ভবভয় নিস্তারিণী, তুমি ত্রিতাপ-হারিণী,
আসরেতে কর অধিষ্ঠান॥
মহামুনি জরৎকারু, সাধক জনার গুরু,
সে তোমারে বিবাহ করিল।
হ'ল তব ইচ্ছা রঙ্গ, মুনি হ'ল তপ ভঙ্গ,
তোমা ত্যজি কতদূর গেল॥
মুনির চরণে ধরি, রাখিলে বিনয় করি,
পুনরপি ফিরিয়া আসিল।
মুনি তোমা দিলে বর, জন্মিলেক পুত্রবর,
আস্তিক কুমার নাম হ'ল॥
অবোধ যে সদাগরে, তব সঙ্গে বাদ করে,
অবশেষে লইল স্মরণ।
অপুত্রাকে পুত্র দেয়, নির্দ্ধনীকে ধন দেয়,
রোগ শোক কর বিমোচন॥
মনসার শ্রীচরণ, যে জন করে স্মরণ,
তার শত্রু নাশে হয় ক্ষয়।
রমাকান্ত শুদ্ধমতি, পদ্মার চরণে গতি,
অন্তে যেন রাঙ্গা পদ পায়॥

সর্ব্ব দেবদেবী বন্দনা।

পয়ার।

প্রথমেতে বন্দি আমি অনাদি চরণ।
দ্বিতীয়ে পরমব্রহ্ম অনন্ত কারণ॥
তৃতীয়ে পালন কর্ত্তা, জগতের পতি।
তাঁর দুই ভার্য্যা বন্দি লক্ষ্মী সরস্বতী॥
চতুর্থেতে হরগৌরী স্বগণ সহিতে।
অর্দ্ধ অঙ্গ শোভে গৌরী গঙ্গাধর মাথে॥
রামচন্দ্র বন্দি সহ অনুজ লক্ষ্মণ।
গণপতি বন্দি দেব গৌরীর নন্দন॥

ময়ূর বাহনে বন্দি প্রভু শক্তিধর।
দধি দুগ্ধ লবণাম্বু এ সপ্ত সাগর॥
ইন্দ্র আদি স্বর্গবাসী যত দেবগণ।
নারদাদি বন্দি যোগী ঋষির চরণ॥
দেবঋষি আদি করি অপ্সরা কিন্নরে।
সকলে করুন কৃপা এই দুরাচারে॥
চণ্ডিকার পদতলে করিয়া প্রণতি।
নাগমাতা বন্দি মাতঃ জয় পদ্মাবতী॥
জরৎকারু মুনি পত্নী আস্তিকের মাতা।
করযোড়ে বন্দি আর শিবের দুহিতা॥
সরস্বতী শ্বেতবতী সজ্ঞান দায়িনী।
কদ্রু যে বিনতা সর্প জনক-জননী॥
গঙ্গার চরণ বন্দি নিস্তার কারিণী।
হরষিতে বন্দি আমি ত্রিপথ গামিনী॥
বন্দি দেব নারায়ণ সংসারের সার।
আদি অন্ত মধ্য যেন সব নিরাকার॥
পুনঃ পুনঃ প্রণমামি আস্তিক জননী।
করযোড়ে স্তুতি করি জগততারিণী॥
নারায়ণ কবি দেব কণ্ঠে সরস্বতী।
সভায় আসিয়া বর দেয় পদ্মাবতী॥

দশাবতার বন্দনা।

বন্দি দেব নারায়ণ, তুমি অনাদি কারণ,
দশ রূপে দশ অবতার।
প্রলয় কালেতে হরি, মীনরূপ মায়া করি,
চারি বেদ করিলা উদ্ধার॥
কূর্ম্ম রূপ অবতার, পৃষ্ঠেতে ধরিলা ভার,
মায়া করি কহিলা অনন্তে।
বরাহ যে রূপ ধরি, পাতালে প্রবেশ করি,
বসুমতী উদ্ধারিলা দন্তে॥
নরসিংহ রূপ ধরি, হিরণ্যাক্ষ বধ করি,
মহিমা রাখিলা নারায়ণ।
বামন যে রূপ ধরি, বলিকে ছলিলা হরি,
পাতালেতে করিলা স্থাপন॥
পরশুরামাবতার, হাতে লইয়ে কুঠার,
নিক্ষত্রিল তিনসপ্তবার।
পর্ব্বত পাথর কাটি, তীর্থ কৈল কোটি কোটি,
ব্রহ্মপুত্র করিল উদ্ধার॥
শ্রীরাম যে রূপ ধরি, ধনুক ভাঙ্গিলা হরি,
জনক দুহিতা পরিণয়ে।
কোটি কোটি রক্ষগণে, বধিয়ে রাবণ সনে,
যশ রাখ সীতা উদ্ধারিয়ে॥
হল রূপে নারায়ণ, বধিলা অসুরগণ,
কালিন্দী ভেদিলা হল বাণে।
শ্রীকৃষ্ণ যে রূপ ধরি, কংশকে বধিলা হরি,
কালিয় দমিলা ফণী সনে॥
বুদ্ধ রূপ অবতার, বিমোহিলা ত্রিসংসার,
কলিকালে কল্কি অবতার।
বিপ্র জগন্নাথে কহে, হরি বিনে কেহ নহে,
একব্রহ্ম জগতে বিস্তার॥

গ্রন্থকারের পরিচয়।

ধুয়া।

আজ স্বপনে দেখিনু যদুমণি।

পয়ার।

নারায়ণ দেব কহে জনম মুগদ।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহি ভট্ট বিশারদ॥
শূদ্রকূলে জন্ম মম, কুম্ভকার ঘরে।
মদগল্য গোত্র মম কন গুরুবরে॥
বার বর্ষ কালে আমি দেখিনু স্বপন।
মহাজন সনে মম হল দরশন॥
শিশুরূপে মম পাশে হাতে নিয়ে বাঁশী।
আলিঙ্গন দিল আমা আর মুখে হাসি॥
অবশেষে পদ্মারূপ দেখিনু স্বপনে।
কবিতা রচনা আশা করি সে কারণে॥
নির্গুণীর গুণপনা সহ মহাজ্ঞানী।
কোকিল সম্মুখে যেন কাকে করে ধ্বনী।
শঙ্খের নিকটে যেন শম্বুকের কথা।
সুমেরু নিকটে হাস্য, পায় উলি লতা॥
ক্ষীরোদ নিকটে কিবা ঘোলের তুলন।
দিবাকর সন্নিকটে যথা তারাগণ॥
অমৃত নিকটে যেন ইক্ষু রস নাই।
সমুদ্র নিকটে যথা, নাহি শোভে খাই॥
সরস পাঁচালী কহে, দেব নারায়ণ।
পয়ার প্রবন্ধে এক লাচাড়ী রচন॥

হরগৌরী রূপ বর্ণন।

লাচাড়ী—ত্রিপদী—রাগ পটমঞ্জরী।

ভাঙ্গ ধুতুরা খাইয়ে, নাচে শিব মত্ত হয়ে,
ক্ষণে ক্ষণে ডম্বুরু বাজায়।
সকল দেবতাগণ, হয়ে হরষিত মন,
শিব নৃত্য চক্ষু মেলি চায়॥
ছাড়িয়া দেবতাগণ, চলিলেন ত্রিলোচন,
বৃষেতে করিয়া আরোহণ।
সহস্র প্রণাম করি, দেবগণ বলে হরি,
তুমি সে পুরুষ সনাতন॥

জোরলাচাড়ী—ত্রিপদী।

প্রণমোহ শঙ্কর ভবানী।
পুরুষ প্রকৃতি ময়, যোগাসনে সদা রয়,
সর্ব্ব লোক জনক জননী।
অর্দ্ধেক শরীর হর- গৌরী অর্দ্ধকলেবর,
কোন্ বিধি করিল নির্ম্মাণ॥
রজত কাঞ্চন যেন, কিবা চন্দ্র সুশোভন,
অলক্ষিতে করি সে সন্ধান॥
বামপাশে শোভে গৌরী, দক্ষিণেতে ত্রিপুরারী
শিরে শোভে গঙ্গা সুরেশ্বরী।
পিঙ্গল জটার মাঝে, বেড়িয়ে ভুজঙ্গ রাজে,
এ কি অপরূপ রূপ হেরি॥
বামভাগ মুক্তাহারে, ঢাকিয়াছে পয়োধরে,
দক্ষিণে ভূষিত অস্থিমালা।
বিচিত্র ব্যাঘ্রের ছড়ি, দক্ষিণকোটীতে বেড়ী,
বাম ভাগে সুরঙ্গ পাটলা॥

কস্তুরী চন্দন রেণু, লেপিয়াছে অর্দ্ধতনু,
অর্দ্ধ অঙ্গে বিভূতিভূষণ।
শিঙ্গা যে ডম্বুরু বাজে, গৌরী অর্দ্ধ অঙ্গে সাজে
বাম ভাগে কেয়ুর কঙ্কন ॥
বৃষ শোভে অর্দ্ধ কাজে, কেশরী অর্দ্ধে বিরাজে
দুই মিলি একই বাহন।
দক্ষিণে নন্দীকে রাখি, বামেতে বিজয়া সখী,
অপরূপ হল দরশন ॥
জগতের মাতা পিতা, পরম নির্ম্মাতা ধাতা,
ভজ লোক উমা মহেশ্বর।
দ্বিজ বংশী দাস বলে, অভয়া চরণ তলে,
যুগে যুগে রাখহ কিঙ্কর ॥

গ্রন্থারম্ভ।

ধুয়া।
জানকীজীবন রাম কবে দেখা হবে।
পয়ার।
পদে পদে পূণ্যকথা শুন সাধুজন।
মুনি মুখে শুনি কিছু সৃষ্টির কথন ॥
বাল্মীকি বশিষ্ঠ ব্যাস, মার্কণ্ডাদি ঋষি।
সনক লোমশ আর, নারদ দেবর্ষি ॥
হরষিত হইয়া যতেক দেবগণ।
মহাযজ্ঞা আরম্ভিল নিয়ম কারণ ॥
লোমশ কহিল কথা সনকের ঠাই।
পদ্মপুরাণের কিছু বলুন গোসাঞি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হইল যেন মতে।
সত রজঃ তমঃ গুণ হল যাহা হতে ॥
কি কারণে হ'ল বল সমুদ্র-মন্থন।
বল কি কারণে ভস্ম হইল মদন ॥
কি কারণে যোগভঙ্গ হ'ল মহেশ্বর।
চণ্ডী জন্মিলেন কেন, হিমালয় ঘর ॥
কি কারণে পুষ্পধারী হ'ল ত্রিপুরারী।
জন্মিলেন কি কারণে জয় বিষহরী ॥
সনক শুনিয়া বলে, লোমশ সদন।
ভাল পূণ্য কথা তুমি করেছ স্মরণ ॥
যে কথা শুনিলে হয়, পাপের বিনাশ।
রাহুগ্রাস পরে যেন চন্দ্রের প্রকাশ ॥
ক্রমে ক্রমে যত কথা, জিজ্ঞাসিলে তাই।
আদ্যোপান্ত সব কথা বলি তব ঠাঁই ॥
সুকবিবল্লভ নাম দেব নারায়ণ।
একটা লাচাড়ী কহি অনাদি চরণ ॥

লাচাড়ী ত্রিপদী। রাগ পঠমঞ্জরী।

শুনিয়ে লোমশ বাণী, বলেন সনক মুনি,
সর্ব্বকথা কহি শুন তত্ত্বে।
যেই রূপে নিরঞ্জন, করিলা সৃষ্টিরচন,
কহি তাহা শুন একচিতে।
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল, অগাধ অতল তল,
নাহি ছিল পবনের গতি।
তান আদি অন্তে নাই, শূন্যে উপজিল ঠাঁই
কহি শুন নিরঞ্জন স্থিতি ॥

জ্যোতি হ'তে ধ্যান মন, জ্ঞানকলা নিরঞ্জন,
পরমপুরুষ তাতে স্থিতি।
পঞ্চভূত এক হ'য়া গঠিল আপন কায়া,
নিরঞ্জন হইল উৎপত্তি॥
একেশ্বর নিরঞ্জন, নাহি ছিল অন্য জন,
সৃষ্টি সৃজিতে হল আশ।
নারায়ণ দেব কহে, সুকবি বল্লভ হয়ে,
যাহাকে স্মরণে পাপ নাশ॥

ধূয়া।

প্রভু রঘুনাথ হে করুণা যে ময়।
হৃদয় কপঠে নাহি দেয় পরিচয়॥

পয়ার।

তাঁহান অর্দ্ধেক করি এক গোটা কায়া।
বাম পাশে উপজিল দেবী নামে ছায়া॥
ছায়ারূপ দেখি দেব হুঙ্কার পুরিল।
নপুংসক বেশে তবে কৌতুক জন্মিল॥
ধরিবারে যায় তারে পীড়িত মদনে।
চতুর্দ্দিক হ'ল তান মুখের বচনে॥
হস্তেতে ধরিয়া তারে বসাইল উরে।
নহে স্ত্রী পুরুষ নহে অক্ষত শরীরে॥
অধভাগে গুপ্ত দ্বার বিদারিয়া নখে।
কেলিকলা কুতূহলে বঞ্চিলেন সুখে॥
রাত্রি হতে দিবা হয় বৃক্ষ হতে ফল।
সত রজঃ তমঃ তিনে দেব জনমিল॥
সত গুণে হল ব্রহ্মা বিষ্ণু রজঃ গুণে।
তমঃ গুণে মহেশ্বর বিদিত ভুবনে॥
সত গুণে নাভি রজঃ গুণেতে হৃদয়।
তমঃ গুণে ভ্রূমধ্যে জানহ নিশ্চয়॥
ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি বিষ্ণুরূপেতে পালন।
শিবরূপে সংহার করেন ত্রিভুবন॥
সনকে কহিল কথা লোমশ সদনে।
সত রজঃ তমঃ গুণ হল একস্থানে॥
পুনশ্চ লোমশ মুনি বলিলেন বাণী।
কিরূপে হইল জল মধ্যেতে মেদিনী॥
সনক কহিল কথা লোমশ গোচর।
যেরূপে মেদিনী হ'ল অবধান কর॥
দেবীকে অর্পণ কলা মহাদেব ঠাঁই।
পুনরপিনিরাকার অনাদি গোসাঞি॥
বট পত্রে বিষ্ণু তবে করিলা শয়ন।
যোগনিদ্রা আরম্ভিলা হয়ে অচেতন॥
অনেক অনন্ত যুগ জলেতে ভাসিতে।
মধু কৈটবের জন্ম, হল কর্ণ হতে॥
কর্ণমূল হইতে অসুর জন্মিল।
তার ভয়ে ব্রহ্মা হর নাভিতে লুকাল॥
অসুরের ভয়েতে চিন্তিত প্রজাপতি।
করযোড়ে ব্রহ্মায় বিষ্ণুকে করে স্তুতি॥
যোগনিদ্রা যায় দেব হয়ে অচেতন।
নিদ্রারূপী চণ্ডীকারে করেন স্তবন॥
সৃষ্টি সংহারিণী নিদ্রারূপ জ্যোতির্ম্ময়।
হরির চক্ষুতে তুমি করেছ আলয়॥
যজ্ঞমন্ত্রময়ী তুমি সত্য মন্ত্র ময়।
তোমার নামেতে যতাসুর ভস্ম হয়॥
চারিবেদ আদ্য তুমি, অনাদি শকতি।
সুর ময়ী ব্রহ্মময়ী, নিত্য ভগবতী॥
আকারে ওকারে আর মকারে পূরিয়া।
ব্রহ্মমন্ত্র তোমার যে কে পায় জপিয়া।
তুমি ত্রিজগত ধর, সৃজন তোমার।
তুমিই পালন কর, এতিন সংসার॥

সকল সংসার সংহারিবা অন্তকালে।
প্রণাম করিয়ে মাতা’ চরণ যুগলে ॥
সৃজনেতে সৃষ্টিরূপ. স্বরূপ হইলে।
তোমা হ’তে সৃষ্টি হ’ল সর্ব্বলোকে বলে॥
পালনেতে স্তুতিরূপা, তোমাকেই সেবি।
সংহারেতে সংহারিণী তুমি মহা দেবী ॥
আমাকে হরিকে হরে, সৃজিলা আপনি।
তুমি হরি হর ব্রহ্মা, তিনের জননী ॥
কা’হ’তে জন্মিলা তুমি কেবা জানে সুদ্ধি।
চৈতন্যরূপিণী হর অসুরের বুদ্ধি ॥
যোগ নিদ্রা যাও তুমি হয়ে অচেতন।
তুমি বিনে দেবের নাহিক অন্যজন ॥
এই সে কারণে স্তুতি, করি যে তোমারে।
দৈত্য মধু-কৈটবের সংহারের তরে ॥
ত্যজহ হৃদয় কূট জগতের মাও।
অসুর বধিতে দেবী প্রভুকে জাগাও ॥
নিদ্রালস্য নাসিকা যে. আর ভ্রূ হইতে।
বাহির হইয়া বসে. ব্রহ্মার সাক্ষাতে ॥
নিদ্রা হ’তে নারায়ণ. চৈতন্য পাইল।
দৈত্য মধুকৈটভেরে সাক্ষাতে দেখিল ॥
অসুর দেখিয়া নারায়ণ ক্রোধ হ’লা।
সমর করিতে হাতে ধনুশর নিলা ॥
হরষিতে নারায়ণ. অসুর ধরিয়া।
পাক দিয়া ফেলিলেন আকাশে তুলিয়া ॥
অসুরেরে উড়াইয়া, ফেলিলেন দূরে।
স্তব্ধ হইয়া আকাশেতে পক্ষী হেন উড়ে ॥
কুপিল অসুরদ্বয় নারায়ণে দেখি।
হাতে হাতে ধরা ধরি মুটুকা মুটুকি ॥
চোপড় চাপড় খেয়ে করে ধড়ফড়ি।
মাথেণভিড়া ভিড়ি করে, করে ধরাধরি ॥
হাতা হাতি বাহু যুদ্ধ করে জড়াজড়ি ॥
কুম্ভকার চক্র যেন, ফিরে ঘুরে ঘুরি।
বাহু যুদ্ধ করে পঞ্চ সহস্র বৎসর।
কেহ কা’কে নাহি জিনে একই সোসর ॥
দৈত্য দুই জন যুঝে হরি একেশ্বর।
দেখি প্রবেশিলা দেবী দৈত্য কলেবর ॥
রণে মধু-কৈটবেরে, মোহিলা ভবানী।
যুদ্ধ ত্যজি দুই দৈত্য বলিলেক বাণী ॥
বলে মধু-কৈটভ যে শুন দামোদর।
তুষ্ট হ’নু তোমাকে মাগিয়া লও বর ॥
আমা দুইজন সঙ্গে, না করিবে রণ।
দিলাম তোমাকে বর. না হয়ে খণ্ডন ॥
অসুরের বচন. শুনিয়া নারায়ণ।
আমার হস্তেতে হো’ক তোদের মরণ ॥
নরায়ণ বচন শুনিয়া দুইজন।
আমাদের মরণের শুনহ কারণ ॥
পুনরপি বলিল অসুর দুইজন।
একখানি বর মাগি, শুন নারায়ণ ॥
দৈত্য বলে শুন প্রভু জল নাহি যথা।
আমা দোহাকার প্রাণ লও গিয়া তথা ॥
হাসে নারায়ণ, মধু-কৈটভের বোলে।
শীঘ্র করি সাপটীয়া লইলেন কোলে ॥
চক্র দিয়া নারায়ণ উরুর উপর।
দোহার মস্তক কাটি নিলা যম ঘর ॥
যেমতে মরিল মধু-কৈটভ অসুর।
সেই মতে সভার যে শত্রু হ’ক দূর ॥
তাহাদের মাংস হ’তে হইল মেদিনী।
সৃষ্টি সৃজিতে বলে দেব চক্রপাণি ॥
কবি নারায়ণ কহে, সরস প্রবন্ধ।
লাচাড়ী রচিব এক বিবিধ যে ছন্দ ॥

ত্রিপদী।

সৃষ্টি করিবারে মতি, করিলেন প্রজাপতি,
ধ্যান করি বসিলা আসন।
তিলেক ভাবিয়া চিতে, মনে ক'লা আচম্বিতে
সৃজিবারে এ চৌদ্দ ভুবন॥
গঠিলা সুমেরু গিরি, সপ্তখান শৃঙ্গ করি,
ত্রিভুবন ভার ধরিবারে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত, তাহা বা বলিব কত,
একে একে সৃজেন সবারে॥
চন্দ্র হইল স্তবনে, সূর্য্য হইল নয়নে,
নিশ্বাসেতে জন্মিল পবন।
দেবগণে বলে হরি, সদা এই মনে করি,
তুমি সে পুরুষ সনাতন॥
মনসার শ্রীচরণে, শিরেতে করি বন্দন,
সৃজিলেন দশ দিকগণ।
ভুত, প্রেত, যক্ষগণ, সবাকে ক'লা সৃজন
নারায়ণ দেবে সুরচন॥

পয়ার।

পুনশ্চ লোমশ বলে সনকের স্থানে।
দেব দৈত্য নাগ পক্ষী হইল কেমনে॥
সনক বলেন শুন হয়ে এক মতি।
ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র দক্ষ প্রজাপতি॥
তান দশ কন্যা কশ্যপেরে কলে দান।
তার মধ্যে চারি কন্যা সবার প্রধান॥
দিতি যে অদিতী আর কদ্রু যে বিনতা।
চারি কন্যা হতে, সৃষ্টি শুন তার কথা॥
ইন্দ্র আদি দেব হ'ল, অদিতীর ঘরে।
যত সব দৈত্য জন্মে দিতির উদরে॥
অরুণ গরুড় হ'ল বিনতার ঘরে।
জন্মিলেক যত নাগ কদ্রুর উদরে॥
পুনশ্চ লোমশ মুনি বলিলা বচন।
কহ অরুণের অঙ্গ হীন কি কারণ॥
গরুড়ের জন্ম কথা কহত সত্বর।
কার সাপে তার স্থানে হারে পুরন্দর॥
সনক কহিল এক আছিল প্রমাদ।
কদ্রু বিনতাতে পূর্ব্বে ছিল বিসম্বাদ॥
কদ্রু বিনতার স্থানে লাগে বলিবারে।
কহ দেব রাজ ঘোড়া কোন রূপ ধরে॥
বিনতা বলেন ঘোড়া উত্তম ধবল।
জল মধ্যে শোভে যেন শ্বেত শতদল॥
কদ্রু বলিলেন তত্ত্ব নাহি জান তুমি।
যেই রূপ ঘোড়া বর্ণ কহি শুন আমি॥
নীল বর্ণ হয় ঘোড়া না হয় ধবল।
জল মধ্যে শোভে যেন নীল শতদল॥
তাহা শুনি বিনতায়, বলিলেন হাসি।
যদি ঘোড়া নীল হয় হব তব দাসী॥
যদ্যপি ইন্দ্রের ঘোড়া, শ্বেতবর্ণ হয়।
আমার দাসীত্ব তুমি করিবা নিশ্চয়॥
হাস্য পরিহাসে দোহে করিলেন সত্য।
কেহ কাকে নাহি টুটে আপনা মহত্ব॥
বাসুকি যে আদি করি, যত বিষধর।
সন্ধ্যাকালে আসিলেক, মায়ের গোচর॥
কদ্রু বাসুকির স্থানে, লাগে বলিবারে।
কহ ইন্দ্রদেব ঘোড়া, কোন রূপ ধরে॥
উত্তম ধবল ঘোড়া, বলেন বাসুকি।
শ্বেত হংস জিনিয়া যাহার রূপ দেখি॥
কদ্রু বলে শুন বাপু পড়িনু প্রমাদে।
সতিনীর হাতে, আমি হারিলাম বাদে॥

নীলবর্ণ ঘোড়া গোটা যেন মতে হয়।
তার প্রতিকার বাপু, চিন্তহ নিশ্চয়॥
বাসুকি বলেন মাতা চিন্তা পরিহর।
নীলবর্ণ ঘোড়া গোটা, করিব সত্বর॥
চলিলেন বিষধর, মাতার বচনে।
মিলিল বাসুকি গিয়ে উচ্চৈশ্রবা স্থানে॥
কাল সর্পে ঘোড়া গোটা, রহিল জড়িয়া।
নীলবর্ণ হল কাল বিষাচ্ছন্ন হৈয়া॥
এক সর্পে আসি বলে বিনতার ঠাঁই।
নীলবর্ণ ঘোড়া গোটা, দেখহ সতাই॥
তা শুনিয়া বিনতা হইল আগুসার।
নীলবর্ণ দেখি ঘোড়া, লাগে কান্দিবার॥
সরস পাঁচালী ভণে, দেব নারায়ণে।
গাইব লাচাড়ী এক বিনতা করুণে॥

বিনতার বিলাপ।

লাচাড়ী ভাগ—করুণ ভাটিয়াল।

কাঁদেন বিনতা, রামা ভূমিতলে বসি।
বিধাতা করিল মোরে, সতিনীর দাসী॥
উচ্চৈশ্রবা ঘোড়া হয় উত্তম ধবল।
ইন্দ্র যম কুবেরাদি জানেন সকল॥
কি কারণে হেন ঘোড়া নীলবর্ণ হয়।
বিধি মোরে বিড়ম্বিল জানিনু নিশ্চয়॥
ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র, পিতা দক্ষপতি।
বিবাহ করিল শিব, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সতী॥
হেন বংশে জনমিয়া রাখিনু খাঁখার।
সতিনীর দাসী হই জগতে প্রচার॥
সখী বলে বিনতা হে, না কর ক্রন্দন।
সহস্র বৎসরে হ'বে দাসীত্ব মোচন॥
অরুণ গরুড় যদি তব গর্ভে হয়।
তাহারা করিবে তব প্রসন্ন হৃদয়॥
সতিনীর দাসী হ'লে করি বিসম্বাদ।
পুত্র জনমিলে তব ঘুচিবে প্রমাদ॥
বিধাতার লিপি কভু না হয় খণ্ডন।
মনসা চরণে কহে দেব নারায়ণ॥

অরুণ গরুড়ের জন্ম-বিবরণ।

ধুয়া।

মরি কি দোষেতে হরি আমায় ত্যজিল।

পয়ার।

কদ্রুর যে দাসী যবে হইল বিনতা।
নিজ কন্ম ছাড়ি করে কশ্যপের চিন্তা॥
কশ্যপ বলেন শুন বিনতাসুন্দরী।
কি কারণে চিন্ত মোরে কহ শীঘ্র করি॥
বিনতা বলেন শুন, প্রভু মহাঋষি।
বাদে হারি হইলাম, সতিনীর দাসী॥
বর্ত্তমান ভবিষ্যত জানে মুনিবর।
বিনতার বাক্য শুনি না দিল উত্তর॥
বিনতার যত কথা রহিল এমতে।
অরুণ গরুড় জন্ম, শুন একচিতে॥
বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রমাণ যে, মুনি দুইজন।
বালিখিল্য নাম তার ব্রাহ্মণ নন্দন॥
বটপত্র টোপ মুনি ধরে দুই করে।
দুই মুনি ভার করি নিয়ে যায় ঘরে॥
দৈবে গোস্পদের জলে দুই মুনি ভাসে।
তাহা দেখি পুরন্দর অলক্ষেতে হাসে॥
মুনিগণ বলে ইন্দ্র করে উপহাস।
হেন যজ্ঞ করি যা'তে ইন্দ্র হয় নাশ॥

সাঁতারিয়া দুই মুনি উঠে বৃক্ষ গোড়ে।
মহাযজ্ঞ আরম্ভিল ইন্দ্রে নাশিবারে ॥
মুনিরা কুপিছে ইন্দ্রে, শুনি প্রজাপতি।
দেবগণ সহ ব্রহ্মা এল শীঘ্রগতি ॥
সরস পাঁচালী কহে দেব নারায়ণ।
পয়ার প্রবন্ধে এক লাচাড়ী রচন ॥

লাচাড়ী ত্রিপদী—বরারি রাগ।

চারি দিকে বেদধ্বনি, শুনে বালখিল্য মুনি,
ব্রহ্মা যে লাগিল বলিবারে।
দোষ ক'ল পুরন্দরে, শাপ নাহি দিব তাঁরে,
যদি দয়া করহ আমারে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যম, শনি, পুরন্দর,
কুবের বরুণ যত ইতি।
জোড় করি দুই কর, মুনি ক্রোধ খণ্ডাবার,
সকলে মিলিয়া করে স্তুতি ॥
ক্রোধ করিয়াছে মুনি, না শুনে কাহার বাণী,
যজ্ঞ করে অতিশয় রোষে।
বেদমন্ত্র পড়ে চোটে, যজ্ঞ হতে ডিম্ব উঠে,
কোপ ত্যজিলেক অবশেষে ॥
বলে বালখিল্য মুনি, ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপাণি,
মম বাক্য কভু মিথ্যা নহে।
রক্ষা করে পুরন্দরে, ডিম্ব দিল কশ্যপেরে,
কবি সীতাপতি দেব কহে ॥

ধুয়া।

মোর হরি পাগল ক'ল রাধা গোপের মেয়ে।

পয়ার।

দেবগণ মুনিগণ গেল নিজ ঘর।
কশ্যপ চলিল তবে বিনতা গোচর ॥
কশ্যপ বিনতা স্থানে লাগে বলিবারে।
সকলের পুত্র আছে নাহি তব ঘরে ॥
এই দুই ডিম্ব তাও দেও ভাল মতে।
মনের বাঞ্ছিত পুত্র পাবে ডিম্ব হ'তে ॥
বিনতা নিলেক ডিম্ব আনন্দিত মনে।
নব শত বর্ষ তাও দিল রাত্রি দিনে ॥
দ্বিপ্রহর কার্য্য করে কদ্রুর যে ঘরে।
আর দুই প্রহর কশ্যপ সেবা করে ॥
কর্ম্ম সম্বরিতে রামা উদ্বেগ পাইয়া।
এক গোটা ডিম্ব তবে চাহিল ভাঙ্গিয়া ॥
দেখিলেক এক পাখী তাহার ভিতরে।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কিন্তু ঊরঃ নাহি পূরে ॥
বলিতে লাগিল পাখী কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
অকালেতে কেন মাতঃ চাহিলে ভাঙ্গিয়া।
তাও যদি দিতে আর শতেক বৎসর।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হত মম কলেবর ॥
শীতে দুঃখ পাই মাতঃ না সহে পরাণে।
কি কর্ম্ম করিব মাতঃ বল পরিত্রাণে ॥
বিনতা বলেন তবে, কশ্যপ যে পিতা।
তার স্থানে কহ যেয়ে এসব বারতা ॥
মায়ের বচনে গেল, বাপ সন্নিধানে।
কহিলেক শীত ভীত আছে যে কারণে।
ঊরঃ নাহি পূরে হেন কশ্যপ দেখিল।
অরুণ বলিয়া নাম, পুত্রের রাখিল ॥
কশ্যপ বলেন পুত্র, শুনহ উত্তর।
সূর্য্যের ঘোটক তুমি, ধরহ সত্বর ॥
তাঁহার নিকট হ'লে, খণ্ডিবেক শীত।
বিলম্ব না কর পুত্র, চলহ ত্বরিত ॥
বাপের বচনে পক্ষী সত্বরে চলিল।
সূর্য্যের যে রথ খান, আগোণে ধরিল ॥

হইয়া সূর্য্যের সঙ্গ, পক্ষী সানন্দিত।
সুখে রহিলেক তথা, খণ্ডিলেক শীত ॥
অরুণের যত কথা, রহিল এমতে।
গরুড়ের জন্ম কথা, শুন এক চিতে ॥
দ্বিতীয় যে ডিম্ব তবে, বিনতা সুন্দরী।
আর শত বর্ষ তাও দিল যত্ন করি ॥
সম্পূর্ণ হইল যদি, সহস্র বৎসর।
গরুড় জন্মিল হ'য়ে, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
জন্মিয়া গরুড় গেল, কশ্যপের পাশে।
পর্ব্বত গিলিতে চাহে, ক্ষুধার তরাসে ॥
কশ্যপ বলেন পুত্র, যাও সাম্য পুরী।
তথা যত লোক দেখ খাও পেট পুরি ॥
পিতার বচনে পক্ষী, চলিল সত্বর।
দক্ষিণ পুরির লোক ভক্ষিল বিস্তর ॥
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ এক ছিল সেই মেলে।
প্রস্থ হয়ে ঠেকে বিপ্র গরুড়ের গলে ॥
পিতার নিকটে পক্ষী কহে বিবরণ।
মুনিবলে গিলিযাছ, কি মতে ব্রাহ্মণ ॥
তাঁহাকে উদ্গারি বাপু করহ সত্বর।
তবে সে কুশল পুত্র হইবে তোমার ॥
পিতার বচনে পক্ষী শুনিয়া সত্বরে।
উদ্গারি ব্রাহ্মণ রাখে ভূমির উপরে ॥
কতক্ষণ পরে বিপ্র চৈতন্য পাইয়া।
চলিল আপন ঘরে হরষিত হইয়া ॥
পুনঃ মুনি স্থানে পক্ষী লাগে বলিবার।
এত জীব খেয়ে তৃপ্তি না হ'ল আমার ॥
কশ্যপ বলেন যাও, সাগরের কুলে।
যুদ্ধ করে গজ আর কচ্ছপেতে মিলে ॥
দোহাকারে ধরি তুমি করহ ভক্ষণ।
খণ্ডিবেক ক্ষুধা হবে হরষিত মন ॥
গরুড় বলেন পিতঃ, নিবেদি চরণ।
গজকচ্ছপেতে যুদ্ধ হ'ল কি কারণ ॥
সীতাপতি দেব কহে পাঁচালীর ছন্দ।
কশ্যপ সংবাদে এক লাচাড়ী প্রবন্ধ ॥

গজকচ্ছপের যুদ্ধ বিবরণ।

লাচাড়ী ত্রিপদী—রাগ—পটমঞ্জুরী।

গরুড়ের বাক্য শুনি, বলেন কশ্যপ মুনি,
শুন বাপু আমার বচন।
গজকচ্ছপ কাহিনী, অপূর্ব্ব রহস্য বাণী,
নিত্য যুদ্ধ হয় যে কারণ ॥
কশ্যপ বলেন পুত্র, শুন তার আদ্য সূত্র,
পূর্ব্বে তারা আছিল ব্রাহ্মণ।
ছোট বড় দুই ভাই, পরস্পরে প্রীতি নাই,
জ্যেষ্ঠ হরে কনিষ্ঠের ধন ॥
কনিষ্ঠ বলেন ভাই, তোমার যে জ্ঞান নাই,
বহু ধন নিলে মম হরি।
যদি বিপ্র হই আমি, শাপিলাম শুন তুমি,
বনে থাক গজ রূপ ধরি ॥
কনিষ্ঠের শাপ শুনি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে পুনি,
কি কারণে মোরে শাপ দিলে।
তোমাতে আমাতে রণ, অবিশ্রাম হয় যেন,
কূর্ম্ম হ'য়ে জন্ম গিয়ে জলে ॥
উভয়েতে শাপ পে'য়ে, থাকে গজ কূর্ম্ম হ'য়ে
আছে মুক্ত হইতে কারণ।
কহে দেব নারায়ণ, গজ কচ্ছপ মোচন,
গরুড়েতে করিলে ভক্ষণ ॥

গজকচ্ছপ লইয়া, গরুড়ের বিষ্ণুর নিকট গমন, গজকচ্ছপ এবং বিষ্ণুর বাহুমাংস খাইয়া গরুড়ের ক্ষুধা তৃপ্তি ও বিনতার দাসীত্ব বিবরণ।

ধুয়া।

ভরসা গোবিন্দ মোরে রাখ রাঙ্গা পায়।

পয়ার।

বাপের বচন শুনি আনন্দিত হ'য়া।
সমুদ্রের তীরে পক্ষী গেলেন চলিয়া॥
উড়িয়া পড়িল পক্ষী সাগরের কাছে।
দেখিলেন গজে কূর্ম্মে যুদ্ধ বাধিয়াছে॥
থাবা দিয়া গজকূর্ম্ম দুজনে ধরিয়া।
এক বট বৃক্ষে পক্ষী বসিল উড়িয়া॥
বট বৃক্ষ ভাঙ্গি পড়ে গরুড়ের ভরে।
সেই বৃক্ষতলে মুনিগণ তপকরে॥
একপায়ে গজধরে কূর্ম্ম আর পায়ে।
ঠোঁঠে ধরে বট ডাল; ব্রহ্মবধ ভয়ে॥
ভ্রময়ে উড়িয়া পক্ষী বসিতে না পারে।
পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গে গরুড়ের ভরে॥
পুনরপি পক্ষীরাজ অন্তরীক্ষ দিয়া।
উড়িয়া কশ্যপ স্থানে বলিল ডাকিয়া॥
গজকূর্ম্ম খেতে আজ্ঞা, হ'য়েছে তোমার।
মর্ত্ত্য নাহি সহে ভার, বসি খাইবার॥
কশ্যপ বলেন বাপু, ভ্রম কতদূর।
বিষ্ণু সঙ্গে দেখা তব হ'বে মধুপুর॥
ভকত বৎসল প্রভু দেব নারায়ণ।
তাঁর ভুজে বসি তুমি, করহ ভক্ষণ॥
বাপের বচনে পক্ষী, করিল গমন।
বিষ্ণু অন্বেষণে তবে গেল মধুবন॥
মধুপুরে উপনীত, হ'লে খগপতি।
ছাওয়ালের রূপে দেখা দিল যদুপতি॥
সেবকের দুঃখ দেখি, প্রভু নারায়ণ।
বলে মম ভুজে বসি করহ ভক্ষণ॥
শিশুর বচনে হ'ল, গরুড়ের হাস।
শিশু বুদ্ধি তুমি মোরে, কর উপহাস॥
দেউল পর্ব্বত মোর নাহি সহে ভার।
মম ভার সহে হেন শকতি কাহার॥
ছাওয়াল বলেন পক্ষী, কহ বড় কথা।
প্রাণ শক্তি আ'স তুমি না কর অন্যথা॥
তোর ভর যদি পক্ষী, সহিতে না পারি।
তবে গদাধর নাম, বৃথা আমি ধরি॥
যত শক্তি আছে তোর, পড় ভুজোপরে।
ছাওয়ালের বচনে, গরুড়ের ক্রোধ বাড়ে॥
দুই পায়ে ভার দিয়া, পড়িল হুঙ্কারে।
তিলমাত্র বাহু তাঁর লাড়িতে না পারে॥
শিশু বলে মম, বাহু বজ্রের সমান।
সুখেতে আহার কর, নাহি কর আন॥
শিশুর বচনে পক্ষী, লজ্জিত হইয়া।
গজকূর্ম্ম খাইলেক, বাহুতে বসিয়া॥
গজকূর্ম্ম খাইয়া সন্তোষ নহে মন।
শিশু পানে পক্ষীরাজ, চাহে ঘন ঘন॥
গরুড় বলেন শিশু বুদ্ধিমান হও।
কিরূপে যাইবে ক্ষুধা উপদেশ দেও॥
গরুড়ের বুদ্ধি পরীক্ষিতে নারায়ণ।
বলে, মোরে খেয়ে ক্ষুধা কর নিবারণ॥
গরুড় বলেন শুন, শিশু অল্পমতি।
তোমাকে খাইলে মম হইবে অখ্যাতি॥
তব পিতা মাতা গালি, দিবে নিরন্তরে।
ভাল উপদেশ তুমি, দিয়াছ আমারে॥

ছাওয়াল বলেন পক্ষী, মম বাক্য ধর।
মম বাহু মাংস খেয়ে, পুরাও উদর॥
বাহু মেলি দেই আমি তোমার গোচর।
যত ইচ্ছা খাও মাংস পুরিয়া উদর।
বাপ মম বসুদেব দৈবকী জননী।
তুমি মাংস খেতে না লাড়িব দেহখানি॥
ক্ষুধাতুর গরুড় যে, না করি বিচার।
টানি টানি বাহু মাংস লাগে খাইবার॥
খাইতে খাইতে পক্ষী ভরিল উদর।
ক্ষুধা দূরে গেল হ'ল সন্তোষ অন্তর॥
একমনে গরুড় যে চাহে নেহারিয়া।
অক্ষত শরীর দেখে বিস্মিত হইয়া॥
সন্তুষ্ট হইয়া পক্ষী, বহু স্তব করে।
সেবকের স্তবে প্রভু নিজ রূপ ধরে॥
তুষ্ট হ'য়ে পক্ষীবরে লাগে বলিবারে।
মনের বাঞ্ছিত বর মাগহ সত্বরে॥
হাসিয়া বলেন তবে, দেব নারায়ণ।
যুগে যুগে থাক হ'য়ে, আমার বাহন॥
গরুড় বলেন প্রভু, দেব নারায়ণ।
যুগে যুগে মম পৃষ্ঠে কর আরোহণ॥
অতঃপর বন্দি পক্ষী শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
সন্তোষ হইয়া গেল আপন, ভবন॥
গরুড় বলেন তবে মাতা বিদ্যমানে।
সতিনীর দাসীত্ব, করহ কি কারণে॥
পুত্রকে কহিল দেবী, চক্ষুজলে ভাসি।
বাদে হারি হইয়াছি, সতিনীর দাসী॥
আদি অন্ত কহিলেন, যত বিবরণ।
শুনিয়া গরুড় চলে, কদ্রুর সদন॥
বলিলেন পক্ষীবর কদ্রুর যে ঠাঁই।
কত দিনে মায়ে মুক্ত, করিবে সতাই॥
কদ্রু বলে গরুড়, অমৃত আন তুমি।
মায়ের দাসীত্ব তব, মুক্ত করি আমি॥
শুনিয়া গরুড় সাক্ষী, করে দেবগণ।
অমৃত আনিতে তবে, করিল গমন॥
নারায়ণ দেব কহে, ভাবি বিষহরী।
অমৃত হরণে শুন, একটী লাচাড়ী॥

গরুড় কর্ত্তৃক অমৃত হরণ প্রসঙ্গে
ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ॥

লাচাড়ী, ত্রিপদী।

অমৃত আনিতে হরি, গরুড় চলিল উড়ি,
শূন্যপথে অমরাবতাতে।
দেখিয়া নারদ মুনি, ইন্দ্র স্থানে কহে বাণী,
পক্ষী আসে অমৃত হরিতে॥
চন্দ্র সূর্য্য আচ্ছাদিয়ে, গরুড় আসিল ধেয়ে,
সুরপুরে হ'ল উপনীত।
চরে দেখি পক্ষীবরে, সংবাদ দিল ইন্দ্রেরে,
সুরপতি শুনিয়া কম্পিত॥
করি মহা বীরপণা, চলিলেক মেঘ সেনা,
আর চলে বজ্র উল্কাপাত।
চলিল বিজলী ছটা, গিরি সম শিল গোটা,
লক্ষ লক্ষ চলিল নির্ঘাৎ॥
বাজায় দুন্দুভি বেণী, জয়ঢক্কা শঙ্খধ্বনি,
বাদ্য শব্দে লাগে চমৎকার।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরি, গরুড় মুখ বিস্তারি,
পুরন্দরে চাহে গিলিবার॥
ভয় পেয়ে পুরন্দর, যুদ্ধ ত্যজি দিল লড়,
মুনি বাক্য ফলিল প্রত্যক্ষে।
নারায়ণ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
সুধা হরি আনিল কৌতুকে॥

বিনতার দাসীত্ব মোচন,

এবং

গরুড় ও সর্পের দ্বন্দ্ব।

রাগ।

চলহ শ্রীদাম সখা, সুদাম যে ভাই,
গোচারণ করিবারে বৃন্দাবনে যাই।

পয়ার।

বজ্রপাট ভাঙ্গে পক্ষী পাকশাট মারি।
বিষ্ণুচক্র পার হয়, সূক্ষ্ম রূপ ধরি॥
হরষিতে চলে পক্ষী, অমৃত লইয়া।
দেবতা গন্ধর্ব্ব দেখে চমকিত হৈয়া॥
হেনকালে আসিলেন, দেব চক্রপাণি।
গরুড়ের ঠাঁই তবে, বলে স্তুতি বাণী॥
আমার দ্বিতীয় তনু, হও খগপতি।
তোমাকে জিনিতে পারে কাহার শকতি॥
নারায়ণ স্তুতি বাণী, শুনিয়া গরুড়।
করযোড়ে স্তুতি বাক্য, বলেন মধুর॥
স্তুতি শুনি নারায়ণ লাগে বলিবার।
আজি হ'তে হ'লে তুমি বাহন আমার॥
গরুড় বলেন শুন ত্রিজগত পতি।
তব ভার সহ্য করে কাহার শকতি॥
যাবত গোসাঞি আমি, কণ্ঠে প্রাণ ধরি।
তাবত পৃষ্ঠেতে করি, বহিব শ্রীহরি॥
বিষ্ণু বলে পক্ষীরাজ, তুষ্ট হই আমি।
বর এক মম স্থানে, মাগি লও তুমি॥
গরুড় বলেন শুন, দেব লক্ষ্মীপতি।
জন্মে জন্মে তব পদে, থাকে যেন মতি॥
চলিলেন নারায়ণ, আপন ভবনে।
গরুড়ের সঙ্গে ইন্দ্র, বসিল আসনে॥
ইন্দ্র বলে শুন পক্ষী আমার বচন।
অমৃত হরিয়া লও, কিসের কারণ॥
গরুড় বলেন ইন্দ্র, ক'তে লজ্জা বাসি।
বাদে হারি মাতা মম, সতিনীর দাসী॥
সুধা নিয়ে দিলে নাগ করিবে ভক্ষণ।
মাতার দাসীত্ব তবে, করিবে মোচন॥
সৃষ্টি নাশ হইবেক, বলে পুরন্দর।
অমৃত খাইলে নাগ, হইবে অমর॥
নাগেরে না দিয়ে সুধা, রাখিবে কুশাতে।
দেবগণ হরি পুনঃ আনিবে স্বর্গেতে॥
এই মতে ইন্দ্র সনে, সন্তোষ করিয়া।
গরুড় চলিয়া গেল, অমৃত লইয়া॥
কদ্রুর নিকটে গিয়া বলিল বচন।
সুধা আনিয়াছি মায়ে করহ মোচন॥
কদ্রু বলে তব মাতৃ দাসীত্ব ঘুচিল।
দেবগণে পক্ষীরাজ সাক্ষী যে করিল॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে যত নাগ ব'সে।
কদ্রুর নিকটে গেল অমৃতের আশে॥
অমৃত খাইতে নাগ আ'ল বরাবরি।
চারি পাশে নাগগণ রহিলেক বেড়ি॥
চারিভিতে রহে নাগ পাটোয়ার দিয়া।
অন্তর হইল পক্ষী কুশে সুধা থু'য়া॥
মন্ত্রণা করিয়া তবে যত দেবগণ।
অলক্ষেতে সুধা হরি করিল গমন॥
অমৃত খাইতে নাগ হইল অস্থির।
কুশধারে লাগি জিহ্বা হইলেক চির॥
কোপে পক্ষী নাগ পানে চাহে ঘনে ঘন।
এই সব নাগে করে মায়ে বিড়ম্বন॥
খগপতি বলে কাল না পাইব আর।
এ সময় মাতৃ বৈরী করিব সংহার॥

ত্রিভুবনে যত নাগ আছে এক ঠাঁই।
এমন সুযোগ আমি কদাচ না পাই ॥
মাতৃশত্রু আসিয়াছে যত নাগগণ।
কশ্যপে স্মরিয়া শত্রু করিব ভক্ষণ ॥
দুই ঠোঁট বিস্তারিয়া হাঁ করিয়া বসে।
শতে শতে নাগগণ ধরিয়া গরাসে ॥
শুক্‌না কাষ্ঠেতে যেন লাগিল আগুণি।
পলাইলা নাগগণ লইয়া পরাণী ॥
আউলা'য়া ঠোকর মারে নাগের উপরে।
নাগগণ পলাইতে ধরিল সত্বরে ॥
নাগগণ ঠোঁটে ধরি পূরয়ে উদরে।
যে নাগ পলাতে চাহে পাকশাট মারে।
সর্পঘায়ে গরুড়ে অধিক ক্রোধ বাড়ে।
ছোট বড় যত পায় গিলে পেট ভরে ॥
নাগের দুর্গতি যদি বাসুকি দেখিল।
কদ্রুর দোহাই দিয়া নাগেরে রাখিল ॥
নাগগণ রহিলেক দোহা শুনিয়া।
সঙ্গে করি বাসুকি যে গেলেন চলিয়া ॥
আপনি বাসুকি হ'য়া নাগের সর্দ্দার।
গরুড় সাক্ষাতে যায় করি মহামার ॥
বড় বড় নাগ যত একত্র হইয়া।
গিরি হেন ফণা ধরি যায় হাঁ করিয়া ॥
লক্ষ লক্ষ নাগগণ বেড়ি চারি পাশে।
গরুড়ে কামড় দেয় হাঁ করিয়া রোষে ॥
লাফ দিয়া বাসুকি গরুড় পৃষ্ঠে পড়ে।
তাহা দেখি নাগের অধিক বল বাড়ে ॥
আশে পাশে বুকে পৃষ্ঠে লাগে কামড়া'তে।
গাছ যে পাথর ভাঙ্গে লেজের আঘাতে ॥
ডানে বামে খগপতি ঠোঁটাঘাত করি।
কার মুণ্ড লেজ ভাঙ্গি যায় গড়াগড়ি ॥

শ্রীবিষ্ণু স্মরিয়া বীর দিল অঙ্গ ঝাড়া।
ভূমিতে পড়িল যত নাগ গড়াগড়া ॥
অগ্নি হেন জ্বলে পক্ষী অতিশয় রোষে।
গিলিল অযুত নাগ চক্ষুর নিমিষে ॥
নবম সহস্র খায় হ'তে বাম পাশ।
গরুড় বিক্রমে নাগ পাইল তরাশে ॥
ভঙ্গ দিয়া নাগগণ ধায় প্রাণ ল'য়া।
কেহ বা রাখিল প্রাণ গর্ত্তে প্রবেশিয়া ॥
পর্ব্বত গুহাতে কেহ কেহ রসাতলে।
কেহ অন্তরীক্ষে ধায় কেহ বা পাতালে ॥
পলাইল নাগগণ উপায় না দেখি।
নাগ খেয়ে খগপতি পরম কৌতুকী ॥
গরুড় বলেন দুঃখ রহিল শরীরে।
মাতৃশত্রু বাসুকিরে নারি খাইবারে ॥
যেই দিন বাসুকিরে করিব ভক্ষণ।
সেই দিন গরুড়ের সাফল্য জীবন ॥
বাসুকি পলায়ে যায় বিপত্তি দেখিয়া।
গুপ্ত স্থান পাইয়া রহিল পলাইয়া ॥
বিপ্র রূপ ধরিয়া যে বাসুকি রহিলা।
শিশু সব পড়ায় করিয়া পাঠশালা ॥
সেই ছাত্রশালায় গরুড় গিয়া পড়ে।
দুই জনে কেহ কারে চিনিতে না পারে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
কত দিনে পরিচয় হইল দুইজন ॥
আচম্বিতে একদিন ব্রাহ্মণ হাসিতে।
দুইখান জিহ্বা তাঁর দেখিল মুখেতে ॥
পক্ষী বলে শুন বিপ্র আমার বচন।
দুই জিহ্বা তোমার হইল কি কারণ ॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র হইল স্তব্ধ।
মাথা নোয়াইয়া রহে হইয়া নিঃশব্দ ॥

বিপ্র বলে তুই জিহ্বা জনম অবধি।
গরুড় ভাড়িতে চাহে করি নানা বুদ্ধি ॥
গরুড় বলেন মিথ্যা না বল পণ্ডিত।
তুমি যেই জন হও আমার বিদিত ॥
মম মাতৃ বৈরী তুমি চনেছি বাসুকি।
তোমাকে খাইব আজি দৈবেও না রাখি ॥
বাসুকি বলেন মোরে পাইলেক কালে।
যদি মোরে খাবে চল সমুদ্রের কূলে ॥
বাসুকি কপট করি গরুড়ে লইয়া।
নদী তীরে হ্রদ পারে উত্তরিল গিয়া ॥
হেঁট মাথা হইয়া বসিল কৌতূহলে।
সেই হ্রদে বাসুকি যে প্রবেশে পাতালে ॥
পুনরপি লোমশ লাগিল বলিবারে।
শুনেছি লক্ষ্মীর জন্ম হয় গুরু ঘরে ॥
পুনরপি হ'ল কেন সমুদ্র মন্থন।
কহ কহ মুনিবর শুনি বিবরণ ॥
সরস পাঁচালী কহে দেব নারায়ণ।
পয়ার প্রবন্ধ এক লাচাড়ী রচন ॥

লাচাড়ী ত্রিপদী—কর্ণাট রাগ।

সনক বচন শুনি, হরিষে লোমশ মুনি,
বলিবারে লাগিল বচন।
অরুণ গরুড় বাণী, শুনিলাম মহামুনি,
কহ লক্ষ্মী জনম কথন ॥
তোমার মুখের বাণী, অমৃত সমান জানি,
পূর্ব্বাপর কহ বিবরণ।
যাঁকে ভাবি পাপ ক্ষয়, ভক্তি মুক্তি উপজয়,
পুণ্য ফলে তব দরশন ॥
ব্যাপিত এ ত্রিসংসারে, লক্ষ্মী জন্ম গু ঘরে,
বিনাশ হইল কি কারণে।
পুনরপি কহ শুনি, লক্ষ্মীর জনম পুনি,
কেন হ'ল সমুদ্র মথনে ॥
সনক কহিল হাসি, দুর্ব্বাসা যে মহাঋষি,
ইন্দ্রকে শাপিল কোপ মনে।
রমাকান্ত দাস কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
লক্ষ্মী জন্ম হ'ল যে কারণে ॥

দুর্ব্বাসা মুনি কর্ত্তৃক লক্ষ্মীনাশ হইতে
ইন্দ্রের প্রতি শাপ ও সমুদ্র-মন্থন।

পয়ার।

অরুণ গরুড় জন্ম, সংক্ষেপে কহিয়া।
সমুদ্র মন্থন কথা, শুন মন দিয়া ॥
ভুবন মোহন হয়, কুবেরের পুরী।
তথায় বসতি করে, কামবতী নারী ॥
বেশ করি বিদ্যাধরী, যায় সুরপুরী।
মোহিল ইন্দ্রের মন, শুদ্ধ নৃত্য করি ॥
নৃত্য দেখি সুরপতি সন্তুষ্ট হইল।
পারিজাত মালা তারে, উপহার দিল ॥
নর্ত্তকী বিদায় হ'য়ে, যায় নিজ স্থান।
পথে দুর্ব্বাসাকে দেখি, মালা কৈল দান ॥
মালা লয়ে মুনিবর, করিল গমন।
পুনরপি ইন্দ্র সনে, পথে দরশন ॥
মুনি দেখি দেব রাজ, প্রণাম করিল।
তুষ্ট হ'য়ে সেই মালা, ইন্দ্র গলে দিল ॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি, চলিল সত্বর।
মালা হস্তে করি তবে যায় পুরন্দর ॥
সম্ভাষিত মালা জানি, দেব পুরন্দরে।
শ্রদ্ধা করি দিল মালা, ঐরাবত শিরে ॥

মত্ত করিবর মালা শুণ্ডে জড়াইয়া।
ফেলাইল সেই মালা, ভূমে আছাড়িয়া॥
পুনশ্চ দুর্ব্বাসা মুনি, সে পথে যাইতে।
পারিজাত মালা ভূমে, পাইল দেখিতে॥
মালা চিনি মুনি বর, মনে পায় তাপ।
লক্ষ্মী নাশ হ'ক বলি ইন্দ্রে দিল শাপ॥
মুনি শাপে লক্ষ্মী নাশ, হ'ল ত্রিভুবন।
চলিল সকল দেব, ব্রহ্মার সদন॥
ক্ষীরোদ সমুদ্রে যথা, আছে নারায়ণ।
স্তুতি করে প্রজাপতি ল'য়া দেবগণ॥
শোণিয়া ব্রহ্মার স্তুতি, দেব নারায়ণ।
বলেন আমাকে স্তুতি, কর কি কারণ॥
ব্রহ্মা বলে শুন প্রভু, দেব গদাধর।
মুনি শাপে লক্ষ্মী নাশ, হ'ল পুরন্দর॥
নারায়ণ বলে ব্রহ্মা, শুনহ বচন।
দেবগণ ল'য়ে কর, সমুদ্র মন্থন॥
সুমেরু মথন-দণ্ড টান দেব-দৈত্যে।
অমৃতাদি করি লক্ষ্মী, পাইবে তাহাতে॥
তবে পুনরপি হবে, সৃষ্টির পত্তন।
কহিলাম তোমাকে সমস্ত বিবরণ॥
এত শুনি দেবগণ, সত্বরে চলিল।
ক্ষীরোদ সমুদ্র তীরে, উপনীত হ'ল॥
বাসুকী যে নাগেরে, মথন দড়ি ক'ল।
দেব দৈত্য মিলিয়া মথন আরম্ভিল॥
আকিঞ্চন দাস কহে, ভাবি বিষহরি।
সমুদ্র মথনে বলি, একটি লাচাড়ী॥

লাচাড়ী, ত্রিপদী।

সৃষ্টি রাখিবার তরে, চলিল ক্ষীরোদ তীরে,
সমুদ্র মথনে দেবগণ।
কূর্ম্মরূপ ধরি হরি, মেদিনী তুলিলা ধরি,
মথে যত দেব দৈত্যগণ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যম শনি পুরন্দর
কুবের বরুণ আদি করি।
অনল আর পবন, যত ইতি দেবগণ,
মন্দার করি মথনের লড়ি॥
বাসুকি ছাঁদন দড়ি, দৈত্যগণ টানে ধরি,
পর্ব্বত লইল ঘন পাক।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে, পর্ব্বত কন্দর টলে,
শুনি যেন বজ্র সম ডাক॥
দৈত্যগণ টানে চোটে, পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া উঠে,
দেবগণ রাখিতে না পারে।
শক্তি সঞ্চারিলা হরি, দেবগণ ধরে জড়ি,
সমানে লাগিল ফিরিবারে॥
নানারত্ন উঠে যত, তাহা বা কহিব কত,
নারীরত্ন উঠিলেন লক্ষ্মী।
বিমল কমল মুখী, কুরঙ্গ জিনিয়া আঁখি,
বিষ্ণু তাঁরে আগ্রহিল দেখি॥
বিমল কজ্জল উঠে, যার তেজ নাহি টুটে,
সুরভি উঠিল শশধর।
মন্দার কৌস্তুভ মণি, উচ্চৈশ্রবা উঠে পুনি,
যাহাকে পাইল পুরন্দর॥
অমৃত হস্তেতে করি, উঠিলেন ধন্বন্তরি,
সুধা নিতে চাহে দৈত্যগণ।
মায়া করি নারায়ণ, মোহিলা দৈত্যের মন,
অমৃত পাইল দেবগণ॥

হ'য়ে হরষিত মন, সুধা নিল দেবগণ,
দশদিক হইল প্রকাশ।
নারায়ণ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
শেষে উঠে কাল কুট বিষ ॥

বিষভক্ষণে শিবের মোহ ও
দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুতি।

পয়ার।

বিষ দেখি দেবগণ, হইল কাতর।
সকলে মিলিয়া বলে, শিবের গোচর ॥
তুমি সে দেবের দেব, জগত ঈশ্বর।
আপনি সৃজিলা বিষ, আপনি সংহার ॥
দেবগণ বচন, শুনিয়া ত্রিলোচন।
বাটীয়া অর্দ্ধেক বিষ, করিলা ভক্ষণ ॥
আর অর্দ্ধ বিষ শিব কণ্ঠেতে রাখিল।
বিষ জ্বালে মহাদেব, ঢলিয়া পড়িল ॥
তাহা দেখি দেবগণ, চিন্তাযুক্ত মন।
করযোড়ে শিব আগে, করেন স্তবন ॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর।
তুমি জল, তুমি স্থল, তুমি পুরন্দর ॥
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য, তুমিই পতাল।
তুমি রাত্রি, তুমি দিবা, তুমি কালাকাল ॥
তুমি পশু, তুমি পক্ষী, জীবের জীবন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যে তোমার কারণ ॥
তোমার কারণে হ'ল জগত প্রকাশ।
তোমার মরণে সৃষ্টি, হইবে বিনাশ ॥
যোগরূপ হও তুমি সবার মনেতে।
জীবরূপে চরাচর হ'ল তোমা হ'তে ॥
তুমি অগ্নি, তুমি জল, তুমি বিষধর।
আপনা না জেনে প্রভু, হয়েছ কাতর ॥
দেবগণ বচন শুনিয়া ত্রিপুরারি।
উঠিয়া বলেন শিব, মোহ পরিহরি ॥
কণ্ঠ হতে বিষ ল'য়ে দক্ষিণ করেতে।
অর্দ্ধ বিষ বাঁটিয়া দিলেন পৃথিবীতে ॥
আর অর্দ্ধ বিষ শিব, লইয়া করেতে।
সমর্পণ করিলেন বাসুকির হাতে ॥
যত্ন করি রাখ বিষ, দিন দুই চারি।
যাবত না জন্মিবেন জয় বিষহরি ॥
নীলকণ্ঠ নাম হ'ল, কণ্ঠে বিষধরি।
আর নাম বিশ্বাম্বর, দেব ত্রিপুরারি ॥
সমুদ্র মন্থন কথা, সংক্ষেপে কহিয়া।
সতীর মরণ কথা, কহি বুঝাইয়া ॥
পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি দক্ষ প্রজাপতি।
বিবাহ করিল শিব, তার কন্যা সতী ॥
যজ্ঞ করে দক্ষ ল'য়ে জামাতা সকল।
পাগল বলিয়া শিবে, নাহি নিমন্ত্রিল ॥
আসিলেন সতী কন্যা বিনা নিমন্ত্রণে।
কোপ করি বলিতে লাগিল দক্ষ স্থানে ॥
জাতি হীন কপালী যে তোমার জামাই।
জেনে, কেন বিভা মোরে দিলে তাঁর ঠাই ॥
অপমানে প্রাণ দিব হইব বিনাশ।
ধনে জনে যজ্ঞ তব হইবেক নাশ ॥
জগন্নাথ বিপ্র কহে ভাবি বিষহরী।
সতীর মরণে শুন একটা লাচাড়ী ॥

সতীর দেহত্যাগ।

লাচাড়ী, ভাগ।

অপমানে কান্দে সতী দক্ষের নন্দিনী।
জেনে কেন পিতা মোরে ক'লে অপমানী
বলিতে লাগিল সতী দক্ষ বিদ্যমানে।
তব সর্ব্বনাশ হেতু মরিব পরাণে॥
কোপ করি সতী তবে লাগে বলিবারে।
যজ্ঞকালে কেন পিতা না ডাকিলা হরে॥
দেব-দেব মহাদেব পরম দেবতা।
তাঁর নিন্দা কর তুমি, বিমুখ বিধাতা॥
এ বলিয়া সতী, যোগে ছাড়িলেন প্রাণ।
হাহাকার শব্দ হ'ল সভা বিদ্যমান॥
সেইক্ষণে বার্ত্তা গেল কৈলাস ভুবন।
আচম্বীতে শুনি শিব সতীর মরণ॥
দূত মুখে শুনি শিব আসিল ত্বরিত।
দক্ষপুরে আসি শিব হ'ল উপনীত॥
দেখে সতী ত্যজিয়াছে, আপনা জীবন।
জুড়িয়া দক্ষের পুরি উঠেছে ক্রন্দন॥
দেহে প্রাণ নাহি, সতী দেখি মহেশ্বর।
ভূতে প্রেতে আদেশিল যজ্ঞ নাশ কর॥
দক্ষ যজ্ঞ নাশ করি দেব মহেশ্বর।
সতী দেহ মাথে করি চলে দেশান্তর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আসিলেন দেব চক্রপাণি।
ইন্দ্র আদি যত দেব নারদাদি মুনি॥
সবে বলে শুন শিব শান্ত কর মন।
দুর্গা নামে পত্নী পাবে বলে নারায়ণ॥
বংশী দাস দ্বিজ কয় মনসার দাস।
ভক্ত সেবকের বিঘ্ন করহ বিনাশ॥

চণ্ডীর জন্মবিবরণ।

পয়ার।

দেবগণ বাক্য শিব, নাহি শুনে কাণে।
সতী দেহ মাথে করি, ভ্রমে ত্রিভুবনে॥
চক্র করি চক্রপাণি, সুদর্শন দিয়া।
একান্ন খণ্ডেতে দেহ ফেলিল কাটিয়া॥
সতী দেহ নাহি দেখে মস্তক উপর।
মহাযোগ আরম্ভিল, দেব মহেশ্বর॥
ব্রহ্মার বরেতে দৈত্য জিনে ত্রিভুবন।
দেখাইয়া দিল স্বর্গ হ'তে দেবগণ॥
যথাপায় দৈত্যগণ প্রহারে অমরে।
দেবের দুর্গতি ইন্দ্র, সহিতে না পারে॥
যত দেবগণ লয়ে, চলিল সত্বর।
কহিতে লাগিল, কথা ব্রহ্মার গোচর॥
ইন্দ্র বলে মম বাক্য, শুন প্রজাপতি।
কি কারণে সহি সবে, এসব দুর্গতি॥
দৈত্য ভয়ে দেবগণ, রহিতে না পারে।
মনুষ্য হইয়া সবে, ভ্রময়ে সংসারে॥
দেবের দেবত্ব নাহি, ইন্দ্রের প্রভুতা।
ঋষিগণ যজ্ঞহীন, শুন সার কথা॥
দেব ঋষি পে'লে দৈত্য, মারে যথাতথা।
অপমানে অবনীতে, ভ্রমেণ দেবতা॥
কোন মতে মরিবেক, অসুর দুর্ম্মতি।
তার প্রতিকার চিন্তা কর, প্রজাপতি॥
ব্রহ্মা বলে দেবগণ আছে প্রতিকার।
হর গৌরী পুত্র হস্তে, অসুর সংহার॥
যেই মতে জন্মিবেক, হরের নন্দন।
তাহার উপায় চিন্তা, কর দেবগণ॥
শুনি দেবগণ চলে ক্ষীরোদের কূলে।
চণ্ডীকারে করে স্তুতি কনক কমলে॥

তুমি শান্তি, তুমি কান্তি ক্ষমা শক্তিরূপা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিদ্রা তুমি, ব্রহ্মাণী স্বরূপা ॥
তুমি ত্রিজগত্ মাতা, প্রকাশ সংসারে।
তুমিই পালন কর্ত্তা, ব্যাপ্ত চরাচরে ॥
ভক্তের জননী, সর্ব্বলোকের জননী।
দেবের জননী মাতা, হরের ঘরিণী ॥
যদ্যপি তোমার ঘরে, জন্মেন কুমার।
তবে পারি সকল অসুর মারিবার ॥
চণ্ডিকা শুনিয়া সব দেবতার বাণী।
স্বর্গ হ'তে উপজিল গম্ভীর ধ্বনি ॥
কমল বনেতে যেন, ভ্রমর গুঞ্জরে।
সে মতে চণ্ডিকা দেবে লাগে বলিবারে ॥
চণ্ডী বলে দেবগণ, চলহ সত্বরে।
দুর্গারূপে জন্ম নিব হিমালয় ঘরে ॥
তাহা শুনি হরষিতে, যত দেবগণ।
হিমালয় নিকটেতে করিল গমন ॥
দেব দেখি হিমালয় আনন্দিত মন।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া দেব, করেন স্তবন ॥
কর যোড়ে হিমালয় লাগে বলিবারে।
কোন কার্য্যে আগমন হ'ল মম পুরে ॥
তাহা শুনি বলিলেন, দেব পুরন্দর।
পার্ব্বতী সমান কন্যা, হ'ক তব ঘর ॥
ঋষিকুল দেবকুল হউক উদ্ধার।
শঙ্কর মোহন রূপ হউক তাহার ॥
বর দিয়া চলিলেন যতেক দেবতা।
হিমালয় স্থানে ইন্দ্র কহে গুপ্ত কথা ॥
পুরন্দর বলে তবে হিমালয় কাণে।
ঋতু রক্ষা কর তুমি মাহেন্দ্র যে ক্ষণে ॥
ঋতুমতী হইল মেনকা যেই কালে।
সে সময়ে আসিয়া মাহেন্দ্রযোগ মিলে ॥
অগুরু চন্দন নিলা আর আমলকা।
ঋতুস্নান করে রাণী লয়ে সর্ব্ব সখী ॥
স্নান করি মেনকা আসিল সেই কালে।
অষ্ট ফল দান করে ব্রাহ্মণ সকলে ॥
ষোড়শ দিবস মধ্যে শুভক্ষণ পেয়ে।
ঋতু রক্ষা করে রাজা মাহেন্দ্র সময়ে ॥
ক্রমে সাত মাস গর্ভ মেনকার হ'ল।
অষ্ট মাস অষ্ট দিনে গর্ভ সাধ দিল ॥
তাহা শুনি হরষিত দেব পুরন্দর।
অমৃত পাঠায়ে তব দিলেন সত্বর ॥
আসিল বিষ্ণুর রমা লক্ষ্মী সরস্বতী।
ইন্দ্রাণী রোহিণী আর কাম দেব রতি ॥
হরষিতে আসিল যত দেব নারী।
কিন্নর আসিল আর যত বিদ্যাধরী ॥
তার শেষে আসিল সকল দেবগণ।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা আইল সানন্দিত মন ॥
মেনকার দাসী হ'য়ে আসিল বিজয়া।
প্রসব করাতে যায় পঞ্চ সখী ল'য়া ॥
চারি পাশে বেড়িলেক যতেক সুন্দরী।
প্রসব করাতে যায় মেনকায় ধরি ॥
হেন কালে মাহেন্দ্র সময় উপস্থিত।
শুভ দৃষ্টি গ্রহগণ করিল ত্বরিত ॥
মাহেন্দ্র সময় চণ্ডী ভূমিতে পড়িল।
সপ্ত দ্বীপ পৃথিবী যে কম্পমান হ'ল ॥
মহা কোলাহল ধ্বনি সংসার ভিতর।
দেবগণ সঙ্গে করি নাচে বিদ্যাধর ॥
গাও রাধাকৃষ্ণ দেব ভাবে বিষহরী।
চণ্ডীর জনমে বলে একটা লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী—ত্রিপদা।

কন্যা হ'ল হিমালয় ঘরে।
পর্ব্বতজাত পার্ব্বতী, হিমালয়ে উৎপত্তি,
দেব লয়ে নাচে পুরন্দরে॥
গন্ধর্ব্বেতে তাল ধরে, বিদ্যাধরী নৃত্য করে,
দেবলোকে আনন্দ অপার।
ইন্দ্রাণী রোহিণী রতি, সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী,
নাভিচ্ছেদে দেয় জয়কার॥
নারদাদি মুনি তত্র, আনিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্র,
লগ্নস্থানে বসে সুরগুরু।
চন্দ্রসূর্য্য আদি করি, কার দোষ নাহি হেরি,
সংসারে হইল কল্পতরু॥
দিনে দিনে বাড়ে উমা, রূপের নাহিক সীমা,
ছয় মাসে অন্ন খাওয়াইল।
ত্রিদেশের দেববরে, চন্দ্রের সমান বাড়ে,
পঞ্চম বৎসরে খড়ি দিল॥
স্তব করেন পার্ব্বতী, শঙ্কর হইতে পতি,
দেবগণ সানন্দিত মন।
রাধাকৃষ্ণ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
পূজে চণ্ডী শিবের চরণ।

কামদেব কর্ত্তৃক শিবের যোগভঙ্গ ও
কামদেব ভস্ম।

পয়ার।

যোগ-চিন্তি মহাদেব আছে যোগ ধ্যানে।
দেবগণ নিল চণ্ডী শিব বিদ্যমানে॥
শিব সেবা পার্ব্বতী করেন নিত্য নিত্য।
যোগভঙ্গ নাহি হয় দেবতা চিন্তিত॥
দেবগণ মিলি বলে শুন পুরন্দর।
কোন মতে যোগভঙ্গ হবে মহেশ্বর॥
ইন্দ্র বলে দেবগণ শুনহ নিশ্চয়।
কামদেব হ'তে শিব যোগ ভঙ্গ হয়॥
দেবগণ বলে বাক্য শুনহ মদন।
যোগভঙ্গ কর শিব হউক চেতন॥
কামদেব বলে বাক্য শুন যত দেব।
যোগ ভঙ্গে শিব কোপানলে ভস্ম হব॥
ইন্দ্র বলে আমি তার চিন্তিব প্রকার।
যদি ভস্ম হও পাছে করিব উদ্ধার॥
কামদেব শুনি সর্ব্ব দেবের বচন।
অকালে বসন্ত রূপ করিল সৃজন॥
বহিল শীতল বায়ু কোকিল কুহরে।
চাঁপা নাগেশ্বর পুষ্প ফুটে থরে থরে॥
অশোক কিংশুক বক আর যাতী যূথী।
গোলাপ কদম্ব ফুটে সেফালা মালতী॥
অলি কোলাহল করি মধু করে পান।
মদন হানিল শিবে যুড়ি পঞ্চবাণ॥
কাম-বাণ ফুটি শিব হইল মোহিত।
যোগ ভঙ্গ হয়ে শিব দেখে চারি ভিত॥
দেখিতে পাইল শিব দক্ষিণ দিকেতে।
মদন আছেন পুষ্প ধনু শর হাতে॥
কোপে কামদেব দৃষ্টি করে ত্রিলোচন।
কোপানলে ভস্মসাৎ হইল মদন॥
কামদেব নারী নাম রতি রূপবতী।
শিবের চরণে ধরি করেন প্রণতি॥
কবি আকিঞ্চন দাস ভাবি বিষহরি॥
রতির ক্রন্দনে বলে একটা লাচাড়ী॥

রতির বিলাপ।

লাচাড়ী ত্রিপদী—করুণ ভাটিয়াল।

কান্দে রতি ভূমিতলে পড়ি।
কোন্ দোষে প্রভু মোর, ভস্ম কৈল মহেশ্বর,
বড়ই নিষ্ঠুর ত্রিপুরারি॥
ভুবনমোহন তনু, হস্তেতে পুষ্পের ধনু,
হেন প্রভু না দেখিব আর।
কেলি ক'লা কুতূহলে, না ভুঞ্জিব কোন কালে,
নিষ্ফল যে জীবন আমার॥
উপাড়ে মাথার কেশ, ঘুচায়ে গায়ের বেশ,
কান্দে রতি শিব বিদ্যমান।
কেশ দুইভাগ করি, শিবের চরণে ধরি,
বলে মোরে প্রভু কর দান॥
রতির করুণা শুনি, দেবগণ যোড় পাণি,
শিব অগ্রে করে নিবেদন।
কামেরে করিলা ভস্ম, সংসারেতে অপযশ,
নারায়ণ দেব সুরচণ।

যোড় লাচাড়ী।

এ তিন ভুবন জয় করি।
নানা রস অভিলাষা, তোমার প্রেমের দাসী,
কান্দে রতি দক্ষের কুমারী॥
প্রভু মম যায় চলি, দু'পায় ধরিয়া বলি,
না শুনিলে আমার বচন।
তুমি গেলে যম ঘরে, উত্তর না দিলে মোরে,
অকারণে হারা'লে জীবন॥
প্রভু প্রভু করি রাও, হৃদয়ে হানিয়ে যাও,
মূর্চ্ছা হ'য়ে ভূমিতে পড়িল।
দেখে রতি অচেতন, জল ছিটে সখীগণ,
বহু যত্নে চৈতন্য পাইল॥
প্রভু না পাইলে প্রাণ, দিব সভা বিদ্যমান,
সত্য করি দেবের বিদিত।
হেনকালে দেববাণী, কামদেব পাবে প্রাণী,
বল্লভ ঘোষের বিরচিত॥

রতির বিলাপ, শিব কর্ত্তৃক প্রবোধ ও দেবর্ষি কর্ত্তৃক হিমালয়ের নিকট চণ্ডীর বিবাহ প্রসঙ্গ।

ধুয়া।

এভব তরাও মোরে সীতাপতি রাম।

পয়ার।

পতি শোকে কান্দে রতি, লোটা'য়ে ধরণী।
কেন মম প্রভু ভস্ম, কৈলা শূলপাণি॥
দেবের দেবতা তুমি, ত্রিজগত পতি।
নারীবধ দিব আমি, গলে দিয়া কাতি॥
ত্রিভুবনে যত জীব সকলি বিনাশ।
স্ত্রী পুরুষ রতি রসে, না পুরিবে আশ॥
দক্ষিণ মলয়া বায়ু, না বহিবে মন্দ।
পঙ্কজ ত্যজিয়া লবে যত মকরন্দ॥
কোকিলের কলরব, না সবে হৃদয়।
মম প্রভু না থাকিলে, বসন্ত সময়॥
বৃক্ষ সব পুষ্পবা'ন, না হইবে আর।
কোমল তরুর শাখা, বিপক্ষ আমার॥
কেশ বেশ না সম্বরে হইয়ে অস্থির।
যুগল নয়নে সদা বহিতেছে নীর॥
পুনঃ পুনঃ ধরে রতি, শিবের চরণ।
প্রভু দান কর মোরে, দেব ত্রিলোচন॥
রতির বিলাপে, সৃষ্টি রক্ষার কারণ।
কামদেব জন্ম হেতু, চিন্তে ত্রিলোচন॥

শিব বলে শুন রতি বচন আমার।
দ্বাপর যুগেতে প্রভু, জন্মিবে তোমার॥
দ্বারকায় জন্মিবেন, প্রভু গদাধর।
তাঁহার ঔরসে জন্মে, রুক্মিণী উদর॥
সম্বর অসুর হরি, নিবেক তাহারে।
যুবতী হইয়া তুমি যাবে তার ঘরে॥
মায়া সম জ্ঞানে তারে করিবে পালন।
পরিচয় দিবে পাছে, হইলে যৌবন॥
এত শুনি রতি, গেল আপন ভবনে।
রহিতে না পারে শিব, ক্লিষ্ট কামবাণে॥
সম্মুখে দেখিয়া শিব, চণ্ডীকা সুন্দরী।
তাহাকে ধরিতে যায় দেব ত্রিপুরারি॥
থাবা দিয়া ধরে শিব, চণ্ডিকার করে
কহিতে লাগিল চণ্ডী, শিবের গোচরে॥
চণ্ডী বলে শুন শিব, আমার বচন।
ক্ষুধা হ'লে দুই হাতে না করে ভোজন॥
হিমালয় কন্যা আমি, অকুমারি নারী।
সত্য নষ্ট করিবারে চাহ বল করি॥
অনূঢ়া হরিলে হয়, নরক অপার।
দেবতা হইয়া কেন, কর অবিচার॥
আপনি পরম যোগী পরমার্থ জ্ঞানী।
কি জন্য করিবে পাপ নিজে তত্ত্ব জানি॥
আমাকে লভিতে যদি, থাকে তব মনে।
পিতাকে কহিয়া বিভা করুন আপনে॥
প্রবোধ পাইয়া শিব, চণ্ডীর বচনে।
বিদায় দিলেন তারে যেতে নিজ স্থানে॥
যদ্যপি কপট করি, করহ গমন।
এজন্মে না হ'বে তব, পতি সংঘটন॥
ঈষৎ হাসিয়া চণ্ডী হইলা অন্তর।
মদনে পীড়িত হ'ল দেব মহেশ্বর॥

ডাকিয়া নারদে শিব, বলিল বচন।
হিমালয় নিকটেতে করহ গমন॥
তপস্যায় বশ চণ্ডী করেছে আমারে।
বিবাহ ঘটক হ'য়ে যাও তথাকারে॥
দেবর্ষি কহিল গিয়া হিমালয় স্থানে।
চণ্ডীকে করিতে বিভা চাহে পঞ্চাননে॥
দেবগণ সঙ্গে শিব আসিবে চলিয়া।
চণ্ডীর বিবাহ দিবা যতন করিয়া॥
ঋষি সঙ্গে গিরিরাজ চলিল সত্বর।
উপনীত হইলেন শিবের গোচর॥
কহিতে লাগিল গিরি যোড়করি পাণি।
হইলে শ্বশুর তব বড় ভাগ্য মানি॥
চণ্ডীকে বিবাহ দিতে করেছি মনন।
তব কুল বিচারিতে নাহি প্রয়োজন॥
গৌরীকে করিতে বিভা যদি থাকে মন।
বিলম্ব না কর বাপু চল এক্ষণ।
ঈষৎ হাসিয়া শিব শ্বশুর বচনে।
যাত্রা করি চলিলেন বিবাহ কারণে॥
কবি আকিঞ্চন দাস ভাবি বিষহরি।
শিবের চলনে বলে একটা লাচাড়ী॥

বিবাহ করিবারে শিবের গিরিপুরে যাত্রা
এবং
গৌরীর সহিত শিবের বিবাহ।

চলিলেন মহাদেব হরষিত মন।
আগে পাছে বেড়ি চলে যত দেবগণ॥
বৃষেতে চড়িয়া শিব অর্দ্ধচন্দ্র মাথে।
এক হাতে ত্রিশূল ডম্বরু আর হাতে॥
আগে পাছে দেবগণ মধ্যে শিব যায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে নাচে ডম্বরু বাজায়॥

জটার ভিতরে আছে গঙ্গা সুরেশ্বরী।
মহাদেব পঞ্চমুখ শোভে সারি সারি ॥
শিবের ত্রিনয়নেতে অগ্নি বাহিরায়।
মকর কুণ্ডল তার কর্ণে শোভা পায় ॥
কণ্ঠেতে বাসুকি ধরে সহস্রেক ফণা।
সহস্র মণির জ্যোতি নাহিক তুলনা ॥
দশ দিক্ প্রকাশিত কৈল ত্রিপুরারি।
দ্বাদশ আদিত্য যেন বেড়ি হিমগিরি ॥
স্কন্ধেতে সিদ্ধির ঝুলি গলে হাড়মালা।
ভস্ম মাখা শরীরে পিন্ধনে ব্যাঘ্র ছালা ॥
ক্ষণে বৃদ্ধ ক্ষণে শিশু ক্ষণেকে নাগর।
নারায়ণ দেব কহে ভাবিয়া শঙ্কর ॥

ধুয়া।

কদম্ব হেলায়ে কৃষ্ণ মুরলী বাজায়।

পয়ার।

হিমালয় চলি যায় লইয়া জামাতা।
শিব সঙ্গে গৌরীকে করিতে পরিণীতা ॥
চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া দিলেন উপরে।
সিংহাসন আনি দিল শিব বসিবারে ॥
মুনিগণ বসিলেন সভার ভিতর।
সিংহাসন দিল শিব করিয়া অন্তর ॥
চাপিয়া বসিল শিব ব্যাঘ্র ছালোপর।
অপরূপ শোভা করে দেখিতে সুন্দর ॥
বদন ফুলায়ে শিব শিঙ্গা ধ্বনি কৈল।
ভূত প্রেত বেতালেতে গান আরম্ভিল ॥
প্রেতগণে করতালি দেয় হর কাছে।
চারিভিতে বেড়িয়া উন্মত্তগণ নাচে ॥
ক্ষণে শিঙ্গা রব করে ডম্বরুর ধ্বনি।
জামাতা দেখিতে আসে যতেক রমণী ॥
অলক্ষেতে থাকি তারা চারিভিতে চায়।
দেখে ভূত প্রেত সঙ্গে শিব গীত গায় ॥
লড় দিয়া কহে গিয়া মেনকার ঠাঁই।
হিমালয় আনিয়াছে উন্মত্ত জামাই ॥
আসিয়া মেনকা সভা মধ্যে নেহারিল।
উন্মত্ত পাগল বৃদ্ধ জামাতা দেখিল ॥
শিরে কণ্ঠে শোভে ফণী দেখিতে বিকট।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত ভস্ম মস্তকেতে জট ॥
ভূত প্রেত বেতালাদি একত্রেতে মিলি।
চারি ভিতে বেড়ি নাচে করি হুলাহুলি ॥
বৃদ্ধের মুখের দন্ত করে ঠকঠকী।
আইওগণ দেখি করে ভাবুকা ভাবুকী ॥
ক্ষণেকে উলঙ্গ হয়ে লিঙ্গ বাহিরায়।
তাহা দেখি সখিগণ লড়ালড়ি ধায় ॥
বৃদ্ধাঙ্গুলি মহাদেব পাকায় সঘন।
টিটকারি দিয়া হাসে যত সখিগণ ॥
তাহা দেখি মেনকার চক্ষে জল ঝরে।
কি প্রকারে দিব কন্যা এ পাগল বরে ॥
সরস পাচালী কহে দেবনারায়ণ।
মেনকার করুণায় লাচাড়ী রচন ॥

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

গৌরীর গলায় ধরি, কাঁদে মেনকা সুন্দরী,
কাঁদে রামা ভূমিতলে পড়ি।
পর্ব্বত এনেছে বরে, থাক চলি নিজ ঘরে,
হেন বরে নাহি দিব গৌরী ॥
শুনি সখির মুখেতে,আসি জামাতা দেখিতে,
দেখি তারে পাগল জামাই।
নবীন কোমল গৌরী,জামাতা দেখি ভিখারী,
বিবাহ না দিব তার ঠাঁই ॥

জটা মাথে পিন্ধে ছাল, গলে শোভে হাড়মাল,
অপরূপ জামাতার সাজ ॥
উলঙ্গ উন্মত্ত বেশ, মাথায় পিঙ্গল কেশ,
কণ্ঠেতে বেড়িয়া ফণীরাজ।
কাঁপে তার হাত পাও, যদি ব্যাঘ্রে করে রাও,
মুখের দশন সব নড়ে।
তোর বাপের জ্ঞান নাই, এমত জামাতার ঠাঁই,
বিবাহ দিবার চাহে তোরে ॥
যদিচ বলেন মুনি, বিবাহ দিবার বাণী,
কদাচ বিবাহ না দিব।
যদ্যপি করেন বল, প্রবেশিব রসাতল,
নতু আমি গরল ভক্ষিব ॥
মায়ের বচন শুনি, ভবানী বলেন বাণী,
শুন মাতা না কর ক্র ন।
বল বৃদ্ধ হয় বর, ত্রিদেশ ঈশ্বর হর,
নারায়ণ দেব স্থরচন ॥

পয়ার।

সাবধানে শুন মাতা মম নিবেদন।
দ্ধ জ্ঞান কর হরে কিসের কারণ ॥
চন্দ্র সূর্য্য মরিবেক দশ দিক পাল।
তবু না মরিবে বুড়া, হইবে ছাওয়াল ॥
মনেতে বিস্ময় জ্ঞান, বৃদ্ধ দেখি বর।
ক্ষণে বৃদ্ধ ক্ষণে যুবা রসের নাগর ॥
ক্রন্দন ত্যজিয়া মাতঃ স্থির কর মন।
কুশল চাহিলে দেও, বিবাহ এখন ॥
মায়েরে প্রবোধ বাক্য, চণ্ডীকায় বলে।
বাড়ীর ভিতরে গিরি, আ' হেন কালে ॥
হিমালয় বলিলেন মেনকার ঠাঁই।
ত্রৈলক্য ঈশ্বর দেখ আমার জামাই ॥
যমের উপরে যম, বিধির বিধাতা।
দেবের উপরে দেব, পরম দেবতা ॥
বিলম্বেতে কার্য্য নাহি, শুনহ সুন্দরী।
শুভক্ষণে বিবাহিত, কর হর গৌরী ॥
গোধূলী সময় তবে, করি নিরূপণ।
গুয়া, পান দিয়া, নিমন্ত্রিল দেবগণ ॥
গৌরীর বিবাহ কথা, শুনি দেবগণে।
স্ত্রীপুরুষে উপনীত, গিরির ভবনে ॥
নারদাদি আসিলেন, যত মুনিগণ।
তৈলপাক আরম্ভিল, যত নারীগণ ॥
কবি নারায়ণ দেব, ভাবি হর গৌরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী. ত্রিপদী, ধানসি রাগ।

সকল দেবের নারী, নানা আভরণ পরি,
উপনীত গিরির ভবন।
সুবর্ণের তিন ইটা, সুবর্ণ পাতিল গোটা,
চড়াইল তৈলের রন্ধন ॥
মাহেন্দ্রক্ষণ হইল, তৈল পাক চড়াইল,
বিদ্যাধরীগণ নাচে গায়।
আনি পুষ্প নানা মত, লইয়া তাহার সত্ব,
ঢালি দিল গৌরীর মাথায় ॥
করে জয়কার ধ্বনি, বাজে শঙ্খ ঘণ্টাবেণী,
গন্ধ তৈল পাত্রেতে লইয়া।
চলিল সকল নারী, সঙ্গে নিয়ে সহচরী,
আনন্দেতে জয়কার দিয়া ॥
গোধূলি লগ্ন হইল, কপালে তিলক দিল,
অষ্টদূর্ব্বা নিল হাতে করি।
অধিবাসের কালেতে, শিবগাত্রে তৈল দিতে,
বাসুকি উঠিল ফণা ধরি ॥

সর্প উঠে ফণা ধরি, ত্রাসে কাঁপে যত নারী,
কেহ আগে কেহ পাছে ধায়।
দেখিয়া সখির মুখ, সর্প উঠে দিয়া ডাক,
কবি নারায়ণ দেব গায়॥

পয়ার।

নারিগণে দেখি সর্প, উঠিল গর্জ্জিয়া।
অর্ঘ্য এড়ি সখিগণ, যায় পলাইয়া॥
চণ্ডী অধিবাস করি, গন্ধ তৈল দিয়া।
নারিগণ ঘরে যায়, সকলে হাসিয়া॥
সখিগণ মেনকারে, করিল ভৎর্সন।
কি লাভে হরেরে গৌরা, কর সমর্পণ॥
গৌরীকে খাইবে ধরি, হর কণ্ঠ সাপে।
এক পক্ষ না জীবে, মেনকা পরিতাপে॥
মেনকা বলেন এই, আছিল কপালে।
গিরির উপরে বধ, দিব বিভাদিলে॥
এত শুনি চণ্ডী বলে হাসিয়া হাসিয়া।
এই শিব দেখ যেন, সাপের বাদিয়া॥
গলে সাপ বান্ধি ভিক্ষা, করে ঘরে ঘরে।
অবোধ যে পিতা মম, বিভা দেন তাঁরে॥
সুখে থাক মাতা, পিতা ত্যজিয়া জঞ্জাল।
যে হ'ক সে হ'ক মম এই বর ভাল॥
প্রভাত হইল রাত্রি, প্রত্যূষ সময়ে।
সভা করি বসিলেন, দেবগণে লয়ে॥
দেব ঋষি মুনিগণ, সকলে মিলিয়া।
বিবাহের লগ্ন স্থির, করেন বসিয়া॥
সুবর্ণ কলসে জল, আনে সখিগণ।
বিবাহ করিতে স্নান, করে ত্রিলোচন॥
পদ প্রক্ষালন করি, উত্তম বসন।
ব্যাঘ্র ছাল পরিলেন দেব, ত্রিলোচন॥
বিবাহের সজ্জা শিব, করিয়া সাজন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল, বিভূতিভূষণ॥
কণ্ঠেতে বাসুকি নাগ, শিরে মণি জ্বলে।
তাহা দেখি ভয়ে কাঁপে, রমণী সকলে॥
ললাটেতে দিল শিব, চন্দনের ফোঁটা।
জটার উপরে শোভে সর্প ফণা গোটা॥
সাজিয়া আসিল শিব সভার বিদিত।
চণ্ডীকার ক্ষৌরকর্ম্ম করিল নাপিত॥
যত সখিগণ মিলি, স্নান করাইল।
পরিধান করিবারে, দিব্য বস্ত্র দিল॥
কবি নারায়ণ দেব, ভাবি বিষহরী।
চণ্ডীর সাজনে বলে, একটা লাচাড়ী॥

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

হিমালয়ের কুমারী, বড় সুলক্ষণ গৌরী,
ভুবন মোহন বেশ ধরি।
মনিময় রত্নহার, পরি নানা অলঙ্কার,
বরিবারে যায় ত্রিপুরারী॥
মনিময় রত্নথোপা, তাহা দিয়ে বাঁধে খোপা,
রতন মুকুট শোভে শিরে।
শ্রবনে কুণ্ডল দোলে, মুখচন্দ্র হেন জ্বলে,
মুক্তাহার কণ্ঠের উপরে॥
গৌরীর উজ্জ্বল ভালে, সুরঙ্গ সিন্দুর জ্বলে,
সুবেশ করায় সখিগণে।
বিমল কমল মুখী, কুরঙ্গ জিনিয়া আঁখি,
কজ্জল পরিল দুনয়নে॥
সুবর্ণের চারি তাড়, সুবর্ণ কেয়ূর আর,
সুবর্ণ কঙ্কণ শঙ্খমম।
চরণে নূপুর ধ্বনি, কিবা সুমধুর শুনি,
কবি নারায়ণ দেব কয়॥

পয়ার।

হরষিতে চণ্ডীকারে, করিয়া সাজন।
অবশেষে পরাইল, উত্তম বসন॥
মধ্যে মধ্যে পুষ্প তাতে, নানা চিত্র করি।
অগ্নিবর্ণ পরাইল দিব্যপাট শাড়ী॥
হস্তের লেপন তবে, আনি বাটা ভরি।
চণ্ডীকার করে দিল, মেনকা সুন্দরী॥
ভাল মন্দ যত কথা, কহে বুঝাইয়া।
বসাইল চণ্ডীকারে, আসনে তুলিয়া॥
তাহা দেখি হিমালয়, পরম কৌতুক।
বিবিধ প্রকারে রাজা, করে নান্দীমুখ॥
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধকার্য্য, নির্ব্বাহ করিল।
জামাতা করিতে রাজা, আপনে চলিল॥
গন্ধর্ব্বেতে গান করে, দুন্দুভি বাজিল।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জন, পুরোহিত হ'ল॥
কুশ হস্তে করি বলে শুনহ জামাই।
পিতৃ পিতামহ নাম বল মম ঠাঁই॥
শূন্যেতে জন্মিল শিব নাহি মাতা পিতা।
শ্বশুর বচন শুনি, হেঁট করে মাথা॥
আর মুখে দেখে শিব, বিধাতার পানে।
উত্তর দিলেন ব্রহ্মা, গিরি রাজ স্থানে॥
শ্রীকণ্ঠের নাতি হর, উগ্র কণ্ঠ সুত।
এই কথা শুনি হাস্য, করেন অচ্যুত॥
এক হর নাম ব্রহ্মা, কহে তিনবার।
পঞ্চ মুখে মহাদেব; লাগে হাসিবার॥
জামাতা বরিয়া গিরি, অন্তর হইল।
সখিগণ সঙ্গে করি, মেনকা আসিল॥
দেবতার বিবাহের, শুন বিবরণ।
জামাতার মুখে দেন, শাশুড়ী চুম্বন॥
অনল জ্বলিল, শিব কপালের চক্ষে।
চুম্ব দিতে মেনকার, লাগিলেক মুখে॥
মুখ পুড়ি মেনকার, অন্তর হইল।
ললাটে থাকিয়া চন্দ্র. হাসিতে লাগিল॥
ব্যাঘ্র ছাল পরিধানে, ছিল মহেশ্বর।
চন্দ্রের অমৃত পড়ে তাহার উপর॥
অমৃত পাইয়া ব্যাঘ্র, সজীব হইয়া।
সখিগণ খাইবারে যায় লড় দিয়া॥
চীৎকার করিয়া সবে, করে লড়া লড়ী।
যত সব সখিগণে, শিবে ধরে বেড়ি॥
কতেক ভূমিতে পড়ি, যায় গড়াগড়ি।
আতালী পাতালী ব্যাঘ্র মারে লেজ বাড়ী॥
ভাবুক ভাবুকী করি দু'চক্ষু পাকায়।
তাহা দেখি সখিগণ, ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়॥
ব্যাঘ্রের শকতি নাই মারিতে কামড়।
চক্ষুর ঘূর্ণন দেখি সখি দিল লড়॥
শতে শতে আইওগণ প্রবেশিল ঘরে।
আছাড় খাইয়া কেহ, ভূমিতলে পড়ে॥
শিবের সাক্ষাতে আইও আর না অসিল।
কত আইও ব্যাঘ্র দেখি, জীবন ত্যজিল॥
হুঙ্কার মারিয়া শিব, দিল বাঁচাইয়া।
নিজ গৃহে গেল সবে, জীবন পাইয়া॥
মনে ধ্যান করি শিব, মারিল হুঙ্কার।
শিবের চরণে ব্যাঘ্র করে নমস্কার॥
বাম পদ দিল শিব, ব্যাঘ্রের কপালে।
জীবন ছাড়িয়া ব্যাঘ্র, পরিণত ছালে॥
দেবগণ বলে তবে, শুন সর্ব্বজন।
গোধূলি সময় হ'ল বিবাহের ক্ষণ॥
ঋষি বলে হিমালয়, শুনহ বচন।
শুভ কার্য্যে বিলম্বেতে, নাহি প্রয়োজন॥

মাহেন্দ্র সময় লগ্ন, যাইবে বহিয়া।
বিলম্ব না কর গৌরী আন সাজাইয়া ॥
মহাদেব উঠিলেক, পাটের উপর।
হুলাহুলী ধ্বনী করে, বাড়ীর ভিতর।
দানবেরা চণ্ডীকারে, স্কন্ধেতে করিয়া।
বাহির করিল তারে, পাটে বসাইয়া ॥
কবি রাধাকৃষ্ণ দেব, ভাবি হর গৌরী।
পয়ার এড়িয়া বলে একটী লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী, ত্রিপদী।

দুই হস্ত যোড় করি, প্রণাম করিল গৌরী,
মনে মনে পরম কৌতুক।
দেখিয়া গৌরীর মুখ, শিবের হইল সুখ,
খণ্ডিল মনের যত দুঃখ ॥
যত সব সখিগণ, হয়ে পুলকিত মন,
বিবাহ দেখেন মন সুখে।
বেদী তিন পাক দিয়া, পার্ব্বতী শঙ্করে নিয়া,
বসায় পশ্চিম পূর্ব্ব মুখে ॥
শিবের মুকুট মাথে, ফুল ছিটে বাম হাতে,
ডানে বামে ফেলায় নিছিয়া।
ঔষধ করে কৌতুকে, আপনার মন সুখে,
দর্পণ লইল বদলিয়া ॥
তোলাতুলি সাতবার দিয়া পুষ্পমালা হার,
পুনরপি আসনে বসায়।
হোম যজ্ঞ যৌতুকাদি দান করে যথাবিধি,
কবি রাধাকৃষ্ণ দেব গায় ॥

চণ্ডী সহ শিবের কৈলাসে গমন,
গণেশের জন্ম
এবং শনি দৃষ্টে গণেশের মুণ্ডচ্ছেদ।
পয়ার।

হরষিতে বিবাহ, করিল ত্রিপুরারি।
গন্ধর্ব্বেতে গান করে, নাচে বিদ্যাধরী ॥
এক রাত্রি থাকি শিব, বাসি বিভা করি।
কৈলাসপর্ব্বতে শিব, নিয়া যায় গৌরী ॥
চণ্ডীকা লইয়া শিব, সহস্র বৎসর।
কলি কিলা কুতূহলে, বঞ্চে নিরন্তর ॥
কোন কালে রস ভঙ্গ, নহে পশুপতি।
দেবগণে মিলি তবে, করেন যুকতি ॥
দেবগণ কলরবে, রস ভঙ্গ হ'ল।
মহাদেব বীর্য্য চণ্ডী, উদরে ধরিল ॥
শিব বীর্য্য তেজ চণ্ডী, সহিতে না পারে।
তিন মাস পরে, শর বনে ত্যাগ করে ॥
এথায় মেনকা শুনি, চণ্ডী গর্ভ ভার।
সখিগণ ল'য়ে করে মঙ্গলা আচার ॥
মাস মঙ্গলাদি আর, কুম্ কুম্ কোস্তুরী
সুগন্ধি চন্দন দিল, স্বর্ণ বাটা ভরি ॥
সানন্দিত হইয়া যতেক সখিগণ।
তদ্দ্বারা চণ্ডীর অঙ্গ, করিল মার্জ্জন ॥
গায়ের ঘর্ম্মের মলা, একত্র করিয়া।
একগোটা পুতুল, নির্ম্মায় তাহা দিয়া ॥
চারি খান হস্ত দিল, তিনটা নয়ন।
পুত্র পুত্র বলি চণ্ডী, মুখে দিল স্তন ॥
মনের হরষে দেবী, পরম কৌতুকে।
উলটি পালটি স্তন, দেন পুত্র মুখে ॥
এরূপে আছেন চণ্ডী, আপন ভবন।
আসিয়া দিলেন দেখা, দেব ত্রিলোচন ॥

শিব স্থানে চণ্ডীকার, পুত্রের, প্রবৃত্তি।
মম বরে পুত্র নাম, হ'ক গণপতি ॥
যেন মাত্র মহাদেব, দিল হেন বর।
খর্ব্ব স্থূল গণপতি, হইল সুন্দর ॥
পুত্র কোলে করি দেবী, সানন্দিত মন।
চর দিয়া নিমন্ত্রিল, যত দেবগণ ॥
হইল শিবের পুত্র, নামে গণপতি।
দেখিতে আসিল যত, দেব শীঘ্র গতি ॥
অষ্ট লোকপাল আর, দেব ঋষি মুনি।
গ্রহগণ আসিলেন, না আসিল শনি ॥
শনি বলে শুন দূত, উত্তর আমার।
আমি গেলে স্কন্ধচ্ছেদ, হইবে কুমার ॥
তাহা দেখি মনে কষ্ট পাবেন ভবানী।
দূত গিয়া চণ্ডীকারে, বলিল এবাণী ॥
চণ্ডী বলে পুত্র মম, শঙ্করের বরে।
শনির শকতি তারে, কি করিতে পারে ॥
শনি মোরে পরিহাস, করি পাঠাইলে।
এই ক্ষণে শনিকে মারিব কোপানলে ॥
পবন কহিল গিয়া শনির গোচর।
কোপ করিয়াছে চণ্ডী, তোমার উপর ॥
সাক্ষী করিলেন শনি, যত দেবগণ।
কুমার দেখিতে তবে, করিল গমন ॥
দেব গণ সভা মধ্যে, দেখিয়া ভবানী।
কুমার সম্মুখে গিয়া, দেখা দিল শনি ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় অন্যথা।
শনি দৃষ্টে কুমারের ছেদ, হল মাথা ॥
ছেদ হ'য়ে মাথা গোটা, শূন্যে লুকাইল।
ত্রিদেশের দেবগণ, দেখিতে নারিল ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, পাতি পাতি করি।
ধ্যান করি তত্ত্ব তার না পাইল গৌরী ॥
পুত্রের দুর্গতি দেখি সকরুণ মন।
কাটা পুত্র কোলে চণ্ডী, করেন ক্রন্দন ॥
কবি রাধাকৃষ্ণ দেব, ভাবি বিষহরী।
চণ্ডীর ক্রন্দনে বলে, একটা লাচাড়ী ॥

পার্ব্বতীর বিলাপ।

লাচাড়ী ত্রিপদী—রাগ করুণ ভাটীয়াল।

পুত্র কোলে কান্দেন ভবানী।
প্রাণ পুত্র গণপতি, তাহার এত দুর্গতি,
হেন কর্ম্ম কেন করে শনি।
ভাঙ্গিব সুমেরু গিরি, ত্রিভুবন নাশ করি,
সাপিয়া মারিব দেব ঋষি।
যদ্যপি না লাগে মাথা, দেবগণ যাবে কোথা,
সকল করিব ভস্মরাশি ॥
কুপিত দেখি ভবানী, মনে ভয় পায় শনি,
কহে শনি আপনার কথা।
পাঠাইলা যেই দূত, তাহাকে ব'লেছি মাতঃ,
আমি গেলে ছেদ হবে মাথা ॥
দেবগণ সাক্ষী করি, আসিয়াছি তব পুরি,
জিজ্ঞাসিয়া চাহ জনে জনে।
রাধাকৃষ্ণ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
মস্তক লাগাবে দেবগণে ॥

গণেশের মুণ্ডপ্রাপ্তি এবং কার্ত্তিকের জন্ম।

ধুয়া।

প্রাণের পুত্তলা যাদু মায়ের কোলে আয়।
বিলাপ করিয়া কাঁদে অভাগিনী মায় ॥

পয়ার।

বিস্তর বিলাপ করি, কান্দেন পার্ব্বতী।
দেখি দেবগণ মিলি, করেন যুকতি ॥
কিরূপে স্কন্ধেতে শির লাগিবে এখন।
মন্ত্রণা করেন তাহা, যত দেবগণ ॥
পবনেরে পাঠাইয়া দিল দেবগণ।
গণেশের জন্য শির, তালাস কারণ ॥
আপাখালা বিবসন, পশ্চিমাস্য হ'য়া।
এইরূপে যেই জন ঘুমায় শুইয়া ॥
তাহার মস্তক কাটি, আনহ যতনে।
স্কন্ধে লাগাইব মাথা, সব দেবগণে ॥
দেবের আদেশ পেয়ে চলিল পবন।
একে একে দেখিলেন, সকল ভুবন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেব চাহে চারিদিকে।
এইরূপ ব্যবহার কাহার, না দেখে ॥
হেনকালে উত্তরেতে যাইতে চলিয়া।
সেই মতে ঐরাবত নিদ্রা যায় শু'য়া ॥
দেখি তার মাথা কাটি, আনিল সত্বর।
স্কন্ধে লাগাইল মাথা, দেব মহেশ্বর ॥
ত্রিদেশের দেবগণ দিলেন আহুতি।
স্কন্ধে লাগাইল মাথা, উঠে গণপতি ॥
হইল সহস্রগুণ একগুণ ছিল।
তাহা দেখি চণ্ডী মাতা, হরষিত হ'ল ॥
ত্রিভুবনে কার নহে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
এইসে অনাদি কেহ নাহি জানে স্থিতি ॥
ঐরাবত মাথা নাহি, স্কন্ধের উপর।
দেখিয়া কুপিত হ'ল, দেব পুরন্দর ॥
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম কে করিতে পারে।
এড়িব বিষয় আজি, ব্রহ্মার গোচরে ॥
সুর পুরি কার্য্য ত্যাগ করি আজি হ'তে।
যথা তথা ভ্রমিব, আপন ইচ্ছামতে ॥
আজি হ'তে এই স্থান যাব ত্যাগ করি।
সুখে রাজ্য করুক অমরাবতী পুরি ॥
হাতের যে বজ্র বাণ, ফেলিব আপনে।
ঐরাবত হস্তী মরে, জাব কি কারণে ॥
দেবগণ বলে ইন্দ্র চিন্ত কি কারণ।
ঐরাবত হস্তী মুণ্ড, করিব সৃজন ॥
আহুতি হস্তীর স্কন্ধে, দিলেন দেবতা।
স্কন্ধ হ'তে নিস্সাইল, ঐরাবত মাথা ॥
স্কন্ধে মুণ্ড হইয়া, উঠিল করি বর।
মহেশের গুণ দেখি, হাসে পুরন্দর ॥
ঐরাবত চড়ি ইন্দ্র করিল গমন।
কার্ত্তিকের জন্ম কথা, শুনহ এখন ॥
ষড়মুখ কার্ত্তিকে, জন্মিল শর বনে।
পুত্র জন্মে আছে চণ্ডী, কিছু নাহি জানে।
কুমার জন্মিল জানি দেব ত্রিপুরারী।
দুগ্ধ দিতে পাঠাইল, স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
সুরভী পাঠায় দিল, যত দেবগণ।
দুগ্ধ খাইবার তরে, পার্ব্বতী নন্দন ॥
দেব সহ পুরন্দর, আসে শীঘ্র করি।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায়, নাচে বিদ্যাধরী ॥
জয় জয় নানা বাদ্য বাজে সুললিত।
দুন্দুভি মৃদঙ্গ বাজে, ভুবন মোহিত ॥
বীণা বাঁশী, বীর-ঢাক কাংস্য করতাল।
শঙ্খ শিঙ্গা সানাই যে ঝাঝর রসাল ॥

জয় ঢাক বীর-ঢাক দগর মিশালে।
অসুর বধিতে বাদ্য বাজায় সকলে ॥
ইন্দ্র আদি চলিলেন, যত দেবগণ।
চারিদিকে নৃত্য করে, বিদ্যাধরীগণ ॥
কবি রাধাকৃষ্ণ মনে, ভাবি বিসহরা।
দেবের কৌতুকে বলে একটা লাচাড়া ॥

লাচাড়া, ত্রিপদী।

পুত্র জন্মে গৌরী ঘরে, তারকাক্ষ্য বধিবারে
দেবগণ আনন্দ অপার।
গন্ধর্ব্বেতে তাল ধরে, বিদ্যাধরী নৃত্য করে,
গানে মোহ করে ত্রিসংসার ॥
ব্রহ্মা করিয়া গণন, পাইল মাহেন্দ্র ক্ষণ,
লগ্ন স্থানে শুভ গ্রহ দৃষ্টি।
কুমার হ'ল সুন্দর, বধিতে অসুর বড়,
রাশি রাশি হৈল পুষ্পবৃষ্টি ॥
সুবর্ণ কঙ্কন তাড়, নানা বর্ণ অলঙ্কার,
বিশ্বকর্ম্মা গড়িলেন রঙ্গে।
যত ইতি দেবগণ, হ'য়ে আনন্দিত মন,
সাজাইল কার্ত্তিকের অঙ্গে ॥
বিশাল বিষম বাণ, শক্তি অস্ত্র খরশান,
সকল যোগায় পুরন্দর।
তারক অসুর ডরে, দেবগণ স্তুতি করে,
কার্ত্তিক চলিল যুঝিবার ॥
তারকাক্ষ্য বধিবারে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে,
দণ্ড চক্র শূল দান করে।
রাধাকৃষ্ণ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
চলে চড়ি ময়ুর উপরে ॥

তারকাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে দেবগণসহ
কার্ত্তিকের গমন এবং তারকাসুর বধ।

পয়ার।

নানা অস্ত্র লইয়া যতেক দেবগণ।
কার্ত্তিকে করিয়া অগ্রে করিল গমন ॥
হরষিতে দেবগণ, চলিল সত্বর।
উপনীত হইলেন ইন্দ্রের নগর ॥
তথা থাকি কার্ত্তিক ছাড়িল সিংহনাদ।
শুনিয়া অসুরগণ গণিল প্রমাদ ॥
ইন্দ্রের নিকটে কহে পার্ব্বতী নন্দন।
অসুর নিকটে দূত করহ প্রেরণ ॥
অগ্রে তার সনে যুদ্ধ, না হয় উচিত।
সংসার ভিতরে আমি, হইব নিন্দিত ॥
ষড়ানন বাক্য শুনি, দেব পুরন্দর।
ডাক দিয়া এক দূত আনিল সত্বর ॥
রত্নময় নাম তার, দূতের প্রধান।
কার্ত্তিক পাঠায়, তারকাক্ষ্য বিদ্যমান ॥
সাবধানে শুন দূত আমার বচন।
এই কথা কহ গিয়া অসুর সদন ॥
ইন্দ্র, যম, বরুণ, পবন, হুতাশন।
বিষ্ণুর দ্বিতীয় কায়া, এই পঞ্চজন ॥
এই পঞ্চ দেব সৃষ্টি, করিল সৃজন।
হেন সৃষ্টি নষ্ট, তুমি কর কি কারণ ॥
প্রাণের মমতা যদি, রাখহ তোমার।
দেবের বিষয় ছাড়ি, চলহ সত্বর ॥
ক্ষত্র জাতি হও যদি, থাকি অস্ত্র শিক্ষা।
যুদ্ধ করিবারে তুমি, আসি দেও দেখা ॥
কার্ত্তিক বচনে দূত, করিল গমন।
উপনীত হয় গিয়া, অসুর সদন ॥

বসিয়াছে দৈত্যরাজ, রত্ন সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া দেবগণে ॥
হেন কালে বলে দূত অসুর গোচর।
রত্নময় নাম মম, কার্ত্তিকের চর ॥
দেবকার্য্যে আসিয়াছি, তব বিদ্যমান।
কার্ত্তিক সংবাদ কহি, কর অবধান ॥
ইন্দ্র, যম, বরুণ, পবন, হুতাশন।
বিষ্ণুর দ্বিতীয় কায়া, এই পঞ্চজন ॥
এই পঞ্চ দেব সৃষ্টি, করিল সৃজন।
হেন সৃষ্টি নষ্ট তুমি, কর কিকারণ ॥
যদ্যপি মমতা কিছু, থাকে তব প্রাণে।
দেবের বিষয় ছাড়ি, দেয় এইক্ষণে ॥
একথা না শুনি যদি, চাহ মরিবারে।
সাজিয়া চলহ তবে যুদ্ধ করিবারে ॥
কুপিত অসুর শুনি দূতের বচন।
অরুণ সদৃশ জ্বলে, যুগল নয়ন ॥
পেয়েছিল যেই রথ, কুবেরে জিনিয়া।
সেই রথে চড়ি দৈত্য, চলিল সাজিয়া ॥
বিপ্রগণ দুর্ব্বা দিয়া, আশিস না করে।
উঠিতে মুকুট তার ভূমে খসি পড়ে ॥
ক্রোধ করি উঠিল অসুর মহাবল।
স্থানে স্থানে দেখিল বিস্তর অমঙ্গল ॥
বসন খসিয়া পড়ে, পুষ্পমালা ছিঁড়ে।
সম্মুখে মঙ্গল দ্রব্য, কিছুই না হেরে ॥
পূর্ণ ঘট ভাঙ্গি পড়ে, মন অসন্তোষ।
সম্মুখে গৃধিনী ধায় করি মহারোষ
অকারণে ঝরে জল, কামিনী নয়নে।
ডানে বামে অমঙ্গল, দেখে স্থানে স্থানে ॥
অনেক নির্ঘাত শব্দ হয় ঘনঘন।
চতুর্দ্দিকে হইতেছে রক্ত বরিষণ ॥
ঘনঘন উল্কাপাত, দেখিল অপার।
দিবামানে গগনেতে নক্ষত্র সঞ্চার ॥
সম্মুখে রাক্ষস দেখে পেচক, গৃধিনী।
ডাইন দিগেতে দেখে, জ্বলন্ত আগুনি ॥
দক্ষিণে শৃগালী যায়, করি আস্ফালন।
কালসর্প সম্মুখেতে, করে নিরক্ষণ ॥
আর যত অমঙ্গল, দেখিল সম্মুখে।
হাতী ঘোড়া কান্দে সব নিজ নিজ দুঃখে ॥
দেখিল কুৎসিত লোক জটা ধরে শিরে।
বায়স, শকুনী পড়ে রথের উপরে ॥
দেখিল উন্মত্ত লোক, আসে লাখে লাখে।
আচম্বিতে বসুমতী, থর থর কাঁপে ॥
অসুরগণের অস্থি, দেখিল অপার।
যাইতে সম্মুখে দেখে তৈলের পশার ॥
কৃশ দেখিল লোকে করিছে আহার।
আর কত দূরে দেখে, কাকের শৃঙ্গার ॥
যত অমঙ্গল দেখে, কিছু নাহি গণে।
অহঙ্কারে যায় দৈত্য, আপনার মনে ॥
শঙ্খনাদ বীরনাদ, করিয়া আসিল।
রণ ভেরী জয়ঢাক, বাজিল বিশাল ॥
অসুরের সেনাগণ আছিল অপার।
এক ডাকে মিলে আসি, সহস্র হাজার ॥
ভুজঙ্গ দেখিয়া যেন গরুড় গমন।
সেই মতে যায় দৈত্য, করিবারে রণ ॥
রণ মধ্যে প্রবেশিয়া সিংহনাদ ছাড়ে।
কোন বার আসিয়াছে যুদ্ধ করিবারে ॥
ইন্দ্র যম জিনিয়াছি, অনল পবন।
চন্দ্র সূর্য্য আদি করি যত দেবগণ
ত্রিভুবন জিনিয়াছি, মম হস্ত বাণে।
মম বাণ সহ্য করে, কাহার পরাণে ॥

আজি কোন বীর জন্মিয়াছে, পৃথিবীতে।
যুদ্ধ করিবারে চাহে, আমার সহিতে ॥
মম হাতে আজি তার, নাহিক নিস্তার।
এক বাণে পাঠাইব, যমের দুয়ার ॥
তারক বলিল তবে, দেবগণ তরে।
কার্ত্তিক কাহার নাম, চাহি দেখিবারে ॥
আগু হ'ল কার্ত্তিক করিয়া অহঙ্কার।
হর দৈত্য হ'ই আমি, শঙ্কর কুমার ॥
কার্ত্তিক বলেন নাহি, কহ বড় কথা।
মম বাণে আজি তোর না রহিবে মাথা ॥
অগ্রে তোরে কাটি, পরে কাটিব অসুর।
মম হস্তে আজি তোর দর্প হবে চূর ॥
তোরে কাটি করিব দেবের উপকার।
শৃগাল হইয়া ইচ্ছা, সিংহের আহার ॥
মম সনে বাদে আয়ু শেষ হ'ল তোর।
আজি রণে পাঠাইব যমের গোচর ॥
এত শুনি দৈত্যগণ মার মার করে।
অতি কোপে প্রবেশিল রণের ভিতরে ॥
তাহা দেখি হরষিত যত দেবগণ।
কার্ত্তিকে করিয়া অগ্রে প্রবেশিল রণ ॥
হস্তী ঘোড়া যুদ্ধ করে রথি যে পদাতী।
শূন্য ভরে যুঝে দেব অসুর সংহতি ॥
আকাশ হইতে যেন বৃষ্টির পতন।
সেই মত অস্ত্র বৃষ্টি করে দেবগণ ॥
হস্তীতে হস্তীতে যুদ্ধ, লাগিল বিশাল।
কটকে কটকে যেন সমুদ্র উথাল ॥
অতি কোপে কাটে দেব যতেক অসুর।
কার হস্ত কাটা গেল, কার কাটে উরঃ ॥
মুষল মুদ্গার মারে, অসুরের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে কেহ, পড়ে বন পাকে ॥
কুবের, বরুণ আদি যত দেবগণ।
অসুর সহিতে যুঝে, করি প্রাণ পণ ॥
যতেক দানবগণ, সিংহনাদ করি।
শক্তি হস্তে যুঝে সবে, বিক্রমে কেশরী ॥
মূষল লইয়া কেহ, কেহ খড়্গ করে।
গদা হস্তে যুঝে কেহ, পট্টিশ প্রহারে ॥
প্রাণ শক্তি হানে দেব, অসুর উপর।
কোন কোন দৈত্য মারি নিল যম ঘর ॥
শতে শতে অসুর, রুশিল ত্বরা ত্বরি।
দেবের উপরে বৃক্ষ, ফেলায় উপাড়ি ॥
আপন বিক্রমি রাজা চলিল রুষিয়া।
মোচড়িয়া বৃক্ষ সব, ফেলায় ভাঙ্গিয়া ॥
ষ্টক পাথর মারে, অসীম সাহসে।
ব্রহ্মার হুঙ্কারে দৈত্য, পড়ে একপাশে ॥
পর্ব্বতের চূড়া তবে, আনিল উপাড়ি।
তুলিয়া মারিল যত দেবের উপরি ॥
অসুর প্রহারে অস্ত্র, সাহস করিয়া।
দেবতার বাণে অস্ত্র, যায় ভস্ম হ'য়া ॥
বিমানে চড়িয়া আসে, যত যম দূতে।
মুষল, মুদ্গার, গদা, চর্ম্মপাশ হাতে ॥
চর্ম্মপাশ দিয়া দূত বাঁধিল অসুর।
মুদ্গরের বাড়ি মারি মাথা কৈ'ল চূর ॥
কোন দৈত্য রুষি যায়, মুলা হেন দন্ত।
বুক বিদারিয়া তার, বাহিরায় অন্ত ॥
রণস্থলে ভ্রমে দূত হুঙ্কার ছাড়িয়া।
শতে শতে দৈত্য মারে, কামড় মারিয়া ॥
দৌড়িয়া দৌড়িয়া দূতে, মারে গদা বাড়ী।
ভূমিতে পড়িয়া দৈত্য, যায় গড়া গড়ি ॥
দূতের চীৎকারে হয়ে কম্পিতা মেদিনী।
পলায় অসুর সর্ব্ব লইয়া পরাণি ॥

যুদ্ধে হারি দৈত্যগণ, হইয়া কাতর।
তারকাক্ষ্য এড়ে সঙ্গে [illegible] দিল লড় ॥
ভাঙ্গিল কাহার মাথা, সংশয় জীবন।
ষড়াননে তারকাক্ষ্যে, হয়ে মহারণ ॥
ধনুকেতে গুণ দিয়া পুরিল সন্ধান।
তারকাক্ষ্য বুকে মারে, পঞ্চদশ বাণ ॥
কতক্ষণে তারকাক্ষ্য, পাইয়া চেতন।
বিপক্ষ সংহারে বাণ, ছাড়ে ততক্ষণ ॥
মন্ত্রতেজে বাণ গোটা, চলিল উড়িয়া।
কার্ত্তিকে বধিতে যায়, পর্ব্বত হইয়া ॥
হেন কালে প্রজাপতি আসিয়া সত্বরে।
বজ্র বাণ তুলি দিল, কার্ত্তিকের করে ॥
বজ্র বাণে কার্ত্তিক, করিল ভস্মরাশি।
হাসিতে লাগিল তবে, যত দেবঋষি ॥
পুনরপি অসুর, মারিল চোকা বাণ।
সুচি বাণে কার্ত্তিক করিল খান খান ॥
দিব্য বাণ মারে দৈত্য, ছাড়িয়া হুঙ্কার।
নাগ বাণ মারি তাহা, করিল সংহার ॥
মৃগ বাণ মারে দৈত্য, ধনুকে যুড়িয়া।
ব্রহ্ম অস্ত্রে ষড়ানন ফেলেন কাটিয়া ॥
সর্প বাণ এড়ে দৈত্য, করিয়া প্রয়াস।
কার্ত্তিক গরুড় বাণ, করিল বিনাশ ॥
যম বাণ দৈত্য রাজ, করিল সন্ধান।
কালান্তক বাণ মারি, করে খান খান ॥
ক্রোধেতে দানব বাণ, ছাড়িল অসুর।
ঠেকিয়া বৈষ্ণব অস্ত্রে, হইলেক চুর ॥
ছাড়িল গন্ধর্ব্ব বাণ, ধনুকে যুড়িয়া।
কার্ত্তিক ঈশ্বর বাণে, ফেলিল কাটিয়া ॥
আর্ত্তনাদ বাণ মারে, দেখিতে তরাস।
চন্দ্র বাণ মারি তাহা, করিল বিনাশ ॥
মহা তীক্ষ্ণবাণ দৈত্য, মারে ঘন ঘন।
ব্রহ্ম চক্র মারে, নিবারিল ষড়ানন ॥
অবশেষে মারে দৈত্য, অর্দ্ধ চন্দ্রবাণ।
রাহু চন্দ্রে কার্ত্তিক, করিল খান খান ॥
অগ্নিবাণ মারে দৈত্য অতিশয় রোষে।
কার্ত্তিক বরুণ বাণে, নিবারিল শেষে ॥
ব্যর্থ হ'ল অসুরের, বাণ বরিষণ।
চারিদিগে দেখে দৈত্য, নাহি সেনাগণ ॥
জয় পরাজয় নাহি, উভয় সমান।
দেবগণ কার্ত্তিকে, করিল সাবধান ॥
ডাকিয়া কার্ত্তিক বলে, তারকাক্ষ্য স্থানে।
সংহারিব আজি তোরে, মারি এই বাণে ॥
দৈত্য বলে মার বাণ, না হ'ব বিমুখ।
প্রাণ শক্তি হান বাণ, পাতি দিনু বুক ॥
অসুরের যত বাণ, সব ব্যর্থ হ'ল।
ব্রহ্ম অস্ত্র ষড়ানন, অসুরে মারিল ॥
বাণোপরি মহামন্ত্র, জপে দেবরাজে।
ত্রিভুবন কম্পবান, ব্রহ্ম অস্ত্র তেজে ॥
চলিলেন বাণ গোটা, তারা হেন ছুটে।
অসুরের বুকে গিয়া বজ্র হেন ফুটে ॥
দশ ক্রোশ পথ যুড়ি, ভূমি তলে পড়ে।
সপ্তম পাতাল সহ, বসুমতি লড়ে ॥
পড়িল তারকাসুর, ব্রহ্ম অস্ত্র ফুটি।
হাত পা আছাড়ে আর, কামড়ায় মাটি ॥
কতক্ষণে তারকাক্ষ্য, ত্যজিল জীবন।
নাচিতে লাগিল দেখি, যত দেবগণ ॥
কবি গোপীচন্দ্র বলে, ভাবি বিষহরি।
কার্ত্তিকের রণে শুন একটা লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী ত্রিপদী পটমঞ্জুরী।

ধন্য ধন্য পার্ব্বতী নন্দন।
বিনাশ করিয়া বৈরী, দেবগণে তুষ্ট করি,
সুখ্যাতি রাখিলা ত্রিভুবন ॥
তুষ্ট হ'য়ে সুরপতি, কিন্নরগণ সংহতি,
গান করে নাচে বিদ্যাধরী।
কার্ত্তিকের শিরোপরে, পুষ্প বরিষণ করে,
গন্ধে আমোদিত সুরপুরি ॥
যে দেব যে অস্ত্র ধরে, যন্ত্রসহ কার্ত্তিকেরে,
দান করে হয়ে হৃষ্টমতি।
আনি বিমল কমল, সাগর কার্ত্তিকে দিল,
মহানিধি দিল ধনপতি ॥
বিশ্বকর্ম্মা হৃষ্ট মনে, দান করে ষড়াননে,
হেম ছত্র জড়িয়া রতনে।
তুষ্ট হ'য়ে হুতাশন, নানা বস্ত্র আভরণ,
আনি দিলা কার্ত্তিক সদনে ॥
শক্তি শেল দিল যম, জয়ী হইতে সংগ্রাম,
পাশ অস্ত্র দিলেন বরুণ।
দেখিয়া কার্ত্তিক রণ, তুষ্ট যত দেবগণ,
চক দিল দেব নারায়ণ ॥
বজ্র পারিজাত মালা, দেবরাজ আনি দিলা,
পাইয়া কার্ত্তিক হৃষ্ট মন।
গোপীচন্দ্র দেব কয়, দেবগণে জয় জয়,
করি চ'লে আপন ভবন ॥

যোড় লাচাড়ী।

তারকাক্ষ্য বধ বাণী, ভগ্নদূত মুখে শুনি,
মাথে হাত দিয়া সবে কান্দে।
যত অসুরের নারী, হাহা প্রভু প্রভু করি,
সখী সনে কান্দে নানা ছন্দে ॥
ত্রিভুবন জয় করি, দুষ্ট যমে আনি ধরি,
বন্দি কর আপন ভবন।
কালান্তক যম দেখি, কান্দি কহে কত সখী,
যার যার নিছে বন্ধুজন ॥
সখীর করুণা শুনি, আপনি কহিলা পুনি,
পুরি সহ আনি দিব এথা।
যার পুত্র ভ্রাতা মরে, পিতা মাতা আদি কৈরে,
চিনি লবে না হবে অন্যথা ॥
সেই আশা দূরে গেল, তোমার নিধন হ'ল,
এক্ষণে হইবে কোন গতি।
কত জন্ম আরাধিয়া, হরগৌরীকে পূজিয়া,
পেয়ে ছিনু তোমা হেন পতি ॥
যথা তথা লোক মারি, দিব্য নারী আন হরি,
সেই গতি হইল আমার।
কর্ণের কুণ্ডল মতি, নিন্দা করে চন্দ্রজ্যোতিঃ,
সব নষ্ট বিহনে তোমার ॥
তোমাকে বিনাশ কৈল, দৈত্য কুল ধ্বংশ হ'ল,
পলাইয়া গেল বীর ভাগে।
গোবিন্দ দাসের স্তুতি, শুন মাতঃ পদ্মাবতী,
চরণ পাইতে বর মাগে ॥

পুষ্প আনিতে শিবের কমল বনে গমন।

পয়ার।

তারকাক্ষ্য বধ কথা সংক্ষেপে কহিয়া।
কেন পুষ্পধারী শিব শুন মন দিয়া॥
যেই বিষ দিয়াছিল বাসুকির করে।
আনিয়া দিলেন পুনঃ শিবের গোচরে॥
সহিতে না পারি, কালকুট বিষ ভার।
আপনি সৃজিলা কর, আপনি সংহার॥
শিব বলে রাখ বিষ, দিন দুই চারি।
যাবত না জন্মিবেন, জয় বিষ হরা॥
শুনিয়া বাসুকি নাগ, হইল অন্তর।
কহিতে লাগিল শিব, নারদ গোচর॥
শিব বলে শুন মুনি, আমার বচন।
পুষ্প ধারী হ'তে যাব, কমলের বন॥
বৃষ গোটা সাজাইয়া, আনহ সত্বর।
কমল বনেতে আমি, যাব একেশ্বর॥
ত শুনি তপোধন, সত্বরে চলিল।
নানা আভরণ দিয়া, বৃষ সাজাইল॥
সুবর্ণের চারি রা, দিল চারি পায়।
রত্ন অলঙ্কার সর্ব্ব অঙ্গেতে লাগায়॥
শুদ্ধ পাট থোপা বান্ধি, দিল শৃঙ্গ মূলে।
চক্ষের উপরে থোপা, অবিশ্রাম দোলে॥
সুবর্ণের চন্দ্রাভাষ, দিলেন কপালে।
রবির কিরণে হেন, রত্নমণি জ্বলে॥
সুবর্ণের পাতে বেড়ে, কর্ণ গণ্ডস্থল।
তাহার দোসর দিল তাম্রের কুণ্ডল॥
শুদ্ধ শ্বেত চামর, তুলিয়া দিল গলে।
রত্নের ঘাঘরা দিল, সুললিত দোলে॥
গলায় তুলিয়া দিল, সুবর্ণের দানা।
পাটের পাছড়ী বান্ধে, পৃষ্ঠে আর সিনা॥
রতন মুকুট দিল, ধবল চামর।
শুদ্ধ পাট থোপা দিল, লেজের উপর॥
বিষপানে শিবের যখন পোড়ে গা।
লেজের চামরে বৃষ, শিবে করে বা॥
নানান প্রকারে বৃষ সাজাইল যত।
দেখিতে লাগয়ে যেন, হস্তী ঐরাবত॥
হীরা মণি মাণিক্যাদি, রজত কাঞ্চনে।
সাজাইয়া নিল বৃষ, শিব বিদ্যমানে॥
শিব বলে শুনহ, নারদ মহামুনি।
পলাইয়া যাব যেন, না জানে ভবানী॥
একেত রসিক মুনি, আর রস পায়।
চণ্ডীকা নিকটে কথা, কহিবারে যায়॥
নারদ বলেন চণ্ডী, শুন বিবরণ।
তোমা ছাড়ি যায় শিব, কমলের বন॥
কুপতি হইল চণ্ডী, নারদ বচনে।
সিংহে আরোহণ করি' চলিলা আপনে॥
শিবে দেখি ক্রোধ করি, কার্ত্তিকের মা।
মহা ক্রোধে মহামায়া, কাঁপে সর্ব্ব গা॥
চণ্ডী বলে ভাঙ্গড় কি, তব লজ্জা নাই।
লোক মুখে অপযশ, শুনি ঠাঁই ঠাঁই॥
ঘরে ঘরে অপযশ, না কহি বাহিরে।
রাত্রি দিবা কান্না মম, না সহে শরীরে॥
আমি হেন নারী তাতে তব ঘর করি।
শুনিতে অশক্য কথা, লোক লাজে মরি॥
যে সে স্থানে বেড়াইয়া, আনহ মাগিয়া।
ছয় জনে খাও বসি, হস্ত পাখালিয়া॥
ছয় মুখে পুত্রে খায়, পঞ্চ মুখে বাপে।
চারি মুখে গঙ্গা খায়, সপ্ত মুখে সাপে॥
আর এক পুত্র তব, গজের বদন।
অল্পেতে না হয় তার, উদর পূরণ॥

নন্দী নামে বুড়া দ্বারী, আছে যে তোমার।
গলা সম খায়, তবু অখ্যাতি আমার॥
ময়ূরে খেদাতে নারি, হ'ল মম দায়।
গণেশের ইন্দুরে, লুকায়ে খুলে খায়॥
রান্ধিয়া বাড়িয়া দিয়া, সবার সম্মুখে।
নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকি, হস্ত দিয়া বুকে॥
কোন্ কার্য্যে ধর তুমি, মস্তকে গঙ্গাকে।
আমি জানি তাহাকে, সে না জানে আমাকে॥
চুলেতে ধরিয়া তার করিলে লাঘব।
তব সে খণ্ডিবে মম, মন দুঃখ সব॥
গঙ্গা বলে চণ্ডী তুমি, গালি পাড় কেন।
আপনা জানিয়া তুমি, থাক লয়ে মান॥
তোমার আমার বাদ না হয় উচিত।
আমি শিরে তুমি উরেঃ জগতে বিদিত॥
চণ্ডী বলে গঙ্গা তুমি, থাক জটা মাঝে।
বাপ ঘরে যাব আমি, হিমালয় রাজ্যে॥
এ বলিয়া মহামায়া, ক্রোধে বাহিরায়।
হস্তেতে ধরিয়া শিব, গৌরীকে বসায়॥
যতবার জন্ম চণ্ডী, যোগে ছাড়ি কায়।
সেই সব অস্থি দেখ, আমার গলায়॥
জীবনে মরণে চণ্ডী, তোমাকে না ছাড়ি।
তোমা হ'তে কিমতে গঙ্গাকে বড় করি॥
বচনে প্রবোধি হর, রাখিলেন গৌরী।
পুনরপি বাহুরি, আসিল নিজ পুরী॥
মোহন মন্দিরে হর, গৌরীকে লইয়া।
নানামতে তুষিলেন, আলিঙ্গন দিয়া॥
কেলি কলা কুতূহলে, ত্রিপ্রহর যায়।
পলাইয়া যেতে শিব, সুযোগ না পায়॥
নিদ্রাকে স্মরিয়া শিব, হুঙ্কার পূরিল।
শিবের নিকটে নিদ্রা, আসিয়া মিলিল॥

শিব বলে শুন নিদ্রা, আমার বচন।
চণ্ডীকার চক্ষে তুমি, করহ আসন॥
শিবের বচন নিদ্রা, শুনিয়া কৌতুকে।
আচ্ছাদিয়া ধরিলেক, চণ্ডীকার চক্ষে॥
শৃঙ্গার আমোদে দেবী, মোহিত হইয়া।
পুষ্পের পালঙ্গে চণ্ডী, পড়িল ঢলিয়া॥
নাড়িয়া দেখিয়া শিব, গৌরী অচেতন।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে, বিভূতি ভূষণ॥
মস্তকের চুলে শিব বাঁন্ধিলেন জটা।
গলায় অস্থির মালা, রুদ্রাক্ষের গোটা॥
স্কন্ধেতে ভাঙ্গ-ঝুলী, গঙ্গা ধরে মাথে।
দক্ষিণ হস্তে ডম্বরু, শিঙ্গা বাম হাতে॥
ভুজঙ্গে ভূষিত হ'য়ে, দেব মহেশ্বর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন, বৃষের উপর॥
রবি শশী হুতাশন, শিরে ত্রিনয়ন।
তিলেক কিরণ জ্যোতিঃ, ছাইল গগন॥
আনন্দিত হ'ল শিব, ধুতূরা খাইয়া।
না বলিয়া ভবানীকে, যায় পলাইয়া॥
চলিলেন মহেশ্বর, কমলের বন।
পথে নারদের সঙ্গে, হয় দরশন॥
হাসিয়া নারদ মুনি, বলিল বচন।
কোথায় গমন মামা, বল বিবরণ॥
শঙ্কর বলে ভাগিনা, কহি শুন তত্ত্বে।
ঘরেতে থাকিয়া দুঃখ, পাই নানা মতে॥
লোকলজ্জা নাহি মানে, না মানে দেবতা।
রাত্রি দিনে ক্রন্দনে, হইল দরিদ্রতা॥
স্বভাবে প্রচণ্ড রূপা, আর চণ্ডী কামে।
তাহার কারণে মম, দুঃখ নাহি কমে॥
ঘরেতে থাকিয়া মম, কিছু নাহি ফল।
কালীদহে যাই আমি আনিতে কমল॥

কমলের জন্য যাই, কালীদহ বন।
না বল এসব তত্ত্ব, গৌরীর সদন॥
নারদ বলেন মামা, না হই দুর্জ্জন।
নিষেধিলে কব কথা কিসের কারণ॥
তুমি কি না জান মামা, কি বলিব আর।
তুমি মামা মামী হন, কন্যা মেনকার॥
প্রসন্ন হইল শিব, নারদ বচনে।
চড়িয়া বৃষের স্কন্ধে, যায় পদ্ম বনে॥
শিব যদি চলিলেন, পুষ্প আনিবারে।
পার্ব্বতী চৈতন্য পায়, মোহন মন্দিরে॥
চক্ষু মেলি পার্ব্বতী, না দেখি প্রাণনাথে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন, পড়িলেক মাথে॥
স্বামীর বিচ্ছেদে ধৈর্য্য, ধরিতে না পারি।
বিস্তর বিলাপ করে, পর্ব্বত কুমারী॥
কবি নারায়ণ বলে, ভাবি হর গৌরী।
চণ্ডীকার করুণায়, একটা লাচাড়ী॥

লাচাড়ী, ত্রিপদী, করুণ ভাটিয়াল।

কাঁদে দেবী, গিরির নন্দিনী।
চেয়ে দেখে চারিভিত, কোথা গেল আচম্বিত,
শূন্য ঘরে রাখি অভাগিনী॥
শৃঙ্গার অমোদ রঙ্গে, আছিলাম পতি সঙ্গে,
কেলিকলা অধিক শোভন।
মুখে মুখ যোগ করি, নয়নে নয়ন হেরি,
প্রভু মোরে দিল আলিঙ্গন॥
পুরুষ ভ্রমর জাতি, সদায় চঞ্চল মতি,
তিলেক করুণা নাহি করে।
যদি জানি ত্রিপুরারি, ছলে আমা যাবে ছাড়ি,
ভুজ পাশে রাখিতাম জড়ে॥
কি দোষ পাইয়া মোর, ছাড়ি গেলে মহেশ্বর,
অভাগিনী রাখি শূন্য ঘরে।
মোহন মন্দিরে থুয়ে, গেলে কোন দোষ পেয়ে,
ভাসাইয়া এ শোক সাগরে॥
কোথা গেলে প্রাণপতি, হবে মম কোন্ গতি,
পাগলে যৌবন কৈনু দান।
না বিচারি দোষগুণ, রোষ করে অকারণ,
আমা ছাড়ি গেলে কোন স্থান॥
পরিধান পাটশাড়ী, উভয় ছিলাম বেড়ি,
নিদ্রা যাই প্রভু কোলে করি।
মোহন মন্দির ঘর, দ্বারী রক্ষা করে দ্বার,
কোন মতে গেল আমা ছাড়ি॥
বলিলেন ভগবতী, জয়া বিজয়ার প্রতি,
প্রভু বিনে মম মন পোড়ে।
আমা হইতে সুন্দরী, কাহার কুমারী হেরি,
গেল তারে বিভা করিবারে॥
চণ্ডীর করুণা শুনি, সখীগণ বলে বাণী,
শুন মাতা স্থির কর মন।
ডাকিয়া নারদ ঋষি, তত্ত্ব জানহ জিজ্ঞাসি,
নারায়ণ দেব সুরচন॥

ধুয়া।

দান দিয়ে যাও ঘরে, বিনোদিনী রায়।
বারে বারে ভাঁড়ি যাও, লাগ নাহি পাই॥

পয়ার।

সখিগণ বলে দেবী, না কর ক্রন্দন।
ডাক দিয়া, আনহ নারদ তপোধন॥
পতি শোকে কান্দে চণ্ডী দুঃখ ভাবি মনে।
হেনকালে নারদ আসিল বিদ্যমানে॥

হাসিয়া নারদ মুনি, জিজ্ঞাসে চণ্ডীরে।
কি কারণে কান্দ মামী, মামা নাহি ঘরে॥
কি কারণে আছ ঘরে, হিমগিরি সুতা।
পুষ্প বনে গেছে মামা, শুন তাঁর কথা॥
নারদ বলেন শুন, হেমন্ত নন্দিনী।
পদ্মবনে জন্মিয়াছে, জাতিতে পদ্মিনী॥
তাঁহার নখের রূপ, তব অঙ্গে নাই।
বিবাহ করিতে তাঁরে, গেছেন গোসাঞি॥
নারদ বচনে চণ্ডী অগ্নি হেন জ্বলে।
রক্তবর্ণ তিন চক্ষু, পাকাইয়া বলে॥
ভাল সে ভাঙ্গড় মোরে, ছলে গেল ছাড়ি।
মাথায় করিয়া নিল, সোহাগের নারী॥
আমা ছাড়ি পলাইয়া যেতে পারে কোথা।
আজি দূর করিব শিবের ঝুলি কাঁথা॥
এ বলিয়া মহামায়া, কাঁপে থর থর।
সিংহে হাঁকাইয়া দেবী আনিল সত্বর॥
সিংহের পৃষ্ঠেতে দেবী, তুলি দুই পা।
চলিলেন মহামায়া কার্ত্তিকের মা॥
সিংহেতে চড়িয়া দুর্গা, চলিলেন ঝাটে।
সত্বর মিলিল যেয়ে সরজার ঘাটে॥
সিংহ হ'তে মহামায়া, নামেন ভূমিতে।
সরজা ডোমনী বলি, ডাকেন ত্বরিতে॥
বাহিরিয়া ঘর হতে ডোমের দুহিতা।
বলে মোরে ডাক তুমি, কাহার বনিতা॥
চণ্ডী বলে এস হেথা, এক কথা কই।
তব মম এক নাম তুমি মম সই॥
শুন প্রাণ সই আমি, শিবের ঘরণী।
কহিব তোমার কাছে দুঃখের কাহিনী॥
জটিল ভাঙ্গড় শিব, জনম দুঃখিত।
পড়িলাম তার হস্তে, দৈবের লিখিত॥

ভাঙ্গের নেশায় তার নাহি দয়ামায়া।
শূন্য ঘরে আমা ছাড়ি, গেল পলাইয়া॥
সর্প আর অস্থিমালা, গলে শোভা পায়।
ঢুলু ঢুলু আঁখি সদা, ভাঙ্গের নেশায়॥
নিত্য নিত্য সে ভাঙ্গড়, পুষ্প বনে যায়।
তথাকারে গিয়া শিব, রজনী কাটায়॥
তার জন্য আসি সই, তোমার দুয়ার।
আজি কি শিবেরে তুমি করিয়াছ পার॥
সরজায় বলে মম ভাগ্যের কারণ।
তোমা হেন সই সঙ্গে, হ'ল দরশন॥
মাথায় দীঘল জটা, মুখে দাড়ি তার।
জটীল ভাঙ্গড় শিব, নাগর তোমার॥
ভাল সে ভাঙ্গড় মোরে, নিত্য করে, বাজী।
তোমার সম্বন্ধে মম, সখা হ'ল আজি॥
আমাকে লইয়া নিত্য, পরিহাস করে।
তুমি মম সখা জানি, এত দিন পরে॥
বৃদ্ধ হইয়াছে তবু, ক্ষমা নাহি মতি।
ছাড়িতে না পারে বুড়া পরের যুবতী॥
সরজায় বলে শুন, হেমন্ত নন্দিনী।
আজি পার করি নাই, দেব শূলপাণি॥
চণ্ডী বলে সই আমি কি করিতে পারি।
তোমার নিকটে এক, নিবেদন করি॥
শুনহ সরজা তুমি, উত্তর আমার।
পরিবর্ত্ত কর তব, মম অলঙ্কার॥
রত্ন অলঙ্কার মম, দিতেছি তোমারে।
তোমার পিত্তল রাঙ্গ দেও মম করে॥
আর যত আভরণ, দিয়ে যাও মোরে।
খেয়া ঘাট ছাড়ি, দেও আজিকার তরে॥
ঘাটের যে নৌকা খান, দেওহে আনিয়া।
অন্তর হইয়া তুমি, থাক লুকাইয়া॥

তব পরিবর্ত্তে আমি থাকি খেয়াঘাটে।
শিবের চাতুরি চূর্ণ, করিব কপটে॥
হাতে স্বর্গ প্রাপ্তি জ্ঞান, করিল ডোমনী।
আনন্দিত সব, যাহা বলিল ভবানী॥
চণ্ডীকার অঙ্গে ছিল, যত আভরণ।
পাইয়া ডোমনা হ'ল প্রসন্ন বদন॥
খেয়া ঘাটে নৌকা দিয়া, ডোমনী চলিল।
যত আভরণ তার, চণ্ডীকা পরিল॥
কপট করিয়া চণ্ডী, বসে নদী তীরে।
তোলায় বাঁশের বেত, পাখা বুনিবারে॥
টীমিকি টীমিকি শিব, ডম্বরু বাজায়ে।
পদে চাপি বৃষ গোটা, সুবেগে চালায়ে॥
উপনীত হ'ল ঘাটে, দেব মহেশ্বর।
ডোমনী ডোমনী বলি, ডাকে নিরন্তর॥
হেট মাথে বসিয়া, ডোমনী কুতূহলে।
উত্তর না দেয় শিবে, পাখা-বেত তোলে॥
ক্রোধ হ'য়ে মহাদেব বলিলেন বাণী।
জাতির স্বভাব তব আমি ভাল জানি॥
ডোম ছার জাতি তব, কি বলিব আর।
ভাল মন্দ জ্ঞান নাই জাতি, ব্যবহার॥
শুনিয়া হরের বাক্য, ডোমনী কুপিল।
কড়ার ভিখারী শিব কারে মন্দ বল॥
বারে বারে ভাঁড়ি যাও কড়ি নাহি দিয়া।
এবারে সকল ল'ব হিসাব করিয়া॥
শিব বলে ডোমনীহে বলি তব কাছে।
আগে পার কর মোরে কৌড়ি দিব পাছে॥
ডোমনী বলিল তুমি কেবল বর্ব্বর।
সহজে জেনেছি তুমি, প্রধান ভাঙ্গড়॥
ভাঙ্গা নৌকা দেখ মম, ভাঙ্গা কেরবাল।
এহাতে না করি পার ভাঙ্গড় মাতাল॥
শিব বলে সরজা, আমাকে কর পার।
চণ্ডী আসি লাগ যেন না পায় আমার॥
কবি রাধাকৃষ্ণ দেব, ভাবি বিষহরি।
ডোমনী সংবাদে বলে একটা লাচাড়ী॥

লাচাড়ী—ভাগ।

শিব বলে শুন বাক্য, সরোজা ডোমনী।
বিলম্ব না কর লাগ পাবেন ভবানী॥
শুনিয়া ডোমনী তবে, বলিল ডাকিয়া।
নিজ স্ত্রীর ডরে কেন যাও পলাইয়া॥
যদি শিব ভয় তব থাকে চণ্ডীকারে।
অকারণে তুমি কেন ছেড়ে এলে তারে॥
ডোমনীর বাক্য শুনি বলে মহেশ্বর।
স্ত্রী সহ যাইতে যুক্তি নহে দেশান্তর॥
আমি যে অচল বৃদ্ধ, যুবতী ভবানী।
দুষ্ট লোকে কাড়ি লবে, বধিয়া পরাণী॥
পুনরপি ডোমনী লাগিল বলিবারে।
ত্রিদেশের নাথ তুমি, বলে কোন্ ছারে॥
জনম ভিখারী শিব, বাক্য মাত্র সার।
কড়াকের ধন নাই, পার হইবার॥
ঝুলি লাড়ি বলে বাক্য দেব ত্রিপুরারী।
ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুন, আছে মম কড়ি॥
তাহা শুনি ডোমনী লাগিল বলিবারে।
হাসি হাসি বলে মম পতি নাই ঘরে॥
এত ডাক কেন ডাক দেব শূলপাণি।
যাহা আছে নৌকাখান তাতে উঠে পাণি॥
কবি রাধাকৃষ্ণ কহে ভাবি বিষহরি।
ডোমনীর বাক্যে এক, ত্রিপদী লাচাড়ী॥

লাচাড়ী, ত্রিপদী।

ভাঙ্গা কেরবাল খান, জলে না ধরে টান,
ইহাতে কি মতে পার হবে।
ইচ্ছা যদি পার হবে, নয়বুড়ি কৌড়ি দিবে,
না থাকিলে ঘরে চলি যাবে॥
শুনি ডোমনীর বাণী, বলিলেন শূলপাণি,
কোড়ি দিব দেও পার করি।
ডোমনী ডোমনী করি, ডাক ছাড়ে ত্রিপুরারী,
নৌকা নিয়া আ'স ত্বরাত্বরি॥
বুকেতে চাপড় মারি, বলিল ডোমের নারী,
মায়া করি চলিবার মনে।
কোড়ি না দিয়া ভাঙ্গড়, চাহ বুড়া হ'তে পার,
দূর হও ভাঙ্গড় এক্ষণে॥
না জানিয়া নিন্দা কর, যদি কিছু ল'তে পার,
সব দেখ নয়ন গোচর।
ঝিমাইতে সুখ বড়, সদানন্দ কলেবর,
হাসি হাসি বলে মহেশ্বর॥
শুনিয়া ডোমের নারী, বলে শুন ত্রিপুরারী,
এক যুক্তি বলি তব স্থানে।
ঝুলি কাঁথা বান্ধা দিয়া, একবার পার হ'য়া,
যাও তুমি কমলের বনে॥
এতেক বলিয়া হরে, সংসার মোহিতে পারে,
হেনরূপ চণ্ডীকা ধরিল।
ডোমনীর রূপ হেরি, বিমোহিত ত্রিপুরারী,
পুনঃ তারে কহিতে লাগিল॥
ডাকী বলে ডোমনীরে, পুনঃ পুনঃ বলি তোরে,
কেন পার না কর আমারে।
বেলা হ'ল অতিশয়, বিলম্ব উচিত নয়,
যাইব কমল তুলিবারে॥

ধূয়া।

অঞ্চলে না ধর ওহে বিনোদ কানাই।
শূন্য হস্তে যাই আমি সঙ্গে কিছু নাই॥

পয়ার।

ডোমনীর বচন, শুনিয়া মহেশ্বর।
পার হইবারে উঠে, নৌকার উপর॥
খেয়া বাহে ডোমনী, হইয়া কর্ণধার।
সাঁতারিয়া বৃষ গোটা, নদী হ'ল পার॥
ডোমনীর রূপ দেখি, অতি সুলক্ষণ।
কামেতে পীড়িত শিব, বিচলিত মন॥
কি করিবে কোথা যাবে স্থির নহে মন।
মনে তোল পাড় করে রতির কারণ॥
শিব বলে ডোমনীহে তুমি মম সই।
তব স্বামী ডোমে বল, পাঠাইলে কৈ॥
ডোমনী বলিল মনে স্বামী গেছে জালে।
তেকারণে খেয়া পার করি ঘাট কূলে॥
ডোমনীর বাক্যে শিব, মনেতে কৌতুক।
দেখিয়া চোরের ধন, যেন পোড়ে বুক॥
ডোমনী বাহিছে বৈঠা, মৃদু মৃদু হাসে।
ক্ষণে ক্ষণে ডোমনীর গাত্র বস্ত্র খসে॥
ভুবনমোহন দুই কুচের গঠন।
হেরিয়ে সেরূপ শিব বিচলিত মন॥
ঈষৎ কটাক্ষ করি হাসে ডোম নারী।
খেয়া পার করিবার কালে ত্রিপুরারী॥
শিব বলে তব রূপে দহে কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মম প্রাণ রক্ষা কর॥
ডোমনী বলয়ে দাড়ি পাকাইলা কেনে।
আপনার তত্ত্ব বুড়া না জান আপনে॥
কাকের মুখেতে যেন শোভে পাকা বেল।
বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল॥

৬

বুড়ার রসের কথা কথা মাত্র সার।
গায়ে বল নাহি বুড়া চাতুরী তোমার ॥
আমি হই যুবা নারী তুমি হও বুড়া।
দন্ত পড়া বাঘে যেন কামড়ায় মড়া ॥
যুবাকলে যে করেছ সেই ভাব মনে।
পুরাতন কথা বল নির্লজ্জা বদনে ॥
শিব বলে বড় কথা না কহ ডোমনী।
বুড়া কি যুবক আমি পরশিলে জানি ॥
চারি যুগে বুড়া আমি বেধে আছে সার।
রতি কালে জানিবা বুড়ার ব্যবহার ॥
হাসে রসে ডোম নারী বায় বৈঠা বায়্যা।
এক কুচ ঢাকে আর কুচ দেখাইয়া ॥
ডোমনী বলয়ে শিব কড়ার ভিখারী।
কি দিয়া করিবা বশ আমি পরনারী ॥
শিব বলে খেয়া দিয়া কত পাও কড়ি।
কল্য প্রাতে যাব আমি কুচনী নগরী ॥
ভিক্ষা করি যত পাই দিব হে তোমায়।
আলিঙ্গন দিয়া কর সন্তোষ আমায় ॥
ডোমনী বলয়ে তব এই সে ভরসা।
ভিক্ষা করি আনিয়া পুরাবে মম আশা ॥
সহজে ভাঙ্গড় তুমি জ্ঞানহীন জন।
মনে ভাব আমা হ'তে তুমি বিচক্ষণ ॥
ভিক্ষা মাগি কর তুমি উদর পূরণ।
পর নারী দেখে কেন পুড়ে উঠে মন ॥
কড়ার ভিকারী তুমি, না জান আপনা।
মনে করিয়াছ যাবে, করি প্রবঞ্চনা ॥
যোগী বলে যদি কিছু, না পারি দিবার।
ছয় মাস খাটিয়া সুধিব তব ধার ॥
শুনিয়া ডোমনী হাসে, শিবের বচন।
আস্তে ব্যস্তে নৌকা ঘাটে, লাগায় তখন ॥
লড় দিয়া যায় শিব, ডোমনীর ঘর।
হস্ত দিয়া ধরে শিব, ডোমনীর কর ॥
উচ্চৈঃস্বরে ডোম নারী নহে নহে করে।
নিকটেতে নাহি কেহ, সাক্ষী করি কারে ॥
যদ্যপি আসিয়া ডোম, তব লাগ পায়।
অবশ্য ছাড়িবে, শাস্তি করিয়া তোমায় ॥
বিস্তর মারিবে তোমা, হস্তেতে বান্ধিয়া।
খেয়া পার কৌড়ি লবে, বৃষটী বেচিয়া ॥
কামেতে কাতর শিব, অন্য নাহি মন।
হস্তে ধরি ডোমনীকে দিল আলিঙ্গন ॥
মদনে মোহিত চিত্ত দেব ত্রিলোচন।
শৃঙ্গার করিয়া শিব হরষিত মন ॥
আপনার নিজরূপ ধরেন ভবানী।
লজ্জিত হইল দেখি দেব শূলপাণি ॥
ডাকি বলে মহেশেরে হেমন্ত কুমারী।
ভাগ্যেতে ছিলাম আমি ডোমরূপ ধরি ॥
তেকারণে জাতি রক্ষা হ'ল ত্রিপুরারি।
নতু জাতি নাশ হ'ত ভাঙ্গড় ভিকারী ॥
একথা কহিব আমি ব্রহ্মার গোচর।
ডোমের কুমারী বল করে মহেশ্বর ॥
শিব বলে চণ্ডী শুন বচন আমার।
না জানিয়া দোষ কৈনু ক্ষম একবার ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে নিষেধ নাহি করে।
আমি যাই পুষ্প বনে তুমি যাও ঘরে ॥
ঘরে যেয়ে থাক তুমি দিন দুই চারি।
আমার শপথ যদি সঙ্গে আস গৌরী ॥
এতেক শুনিয়া চণ্ডী হইল অন্তর।
কমলের বনে শিব যায় একেশ্বর ॥
পার্ব্বতী চলিল যদি মোহন মন্দিরে।
লাফ দিয়া উঠে শিব বৃষের উপরে ॥

চলিল কমল বনে দেব পঞ্চানন।
পথেতে সঙ্গম যায় মৃগ পশুগণ॥
বনের ভল্লুক আদি যত পশুগণে।
কেলি কলা কুতূহলে মত্ত নারী সনে॥
তাহা দেখি মহাদেব লাগে বলিবারে।
অকারণে চণ্ডিকারে রাখি আসি ঘরে॥
চণ্ডিকা জানিল তাহা, ধ্যানস্ত হইয়া।
কালীদহ তীরে রহে, বিল্ব বৃক্ষ হ'য়া॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহ, খণ্ডা'তে না পারে।
সেই বৃক্ষতলে শিব বসিল সত্বরে॥
কবি সীতাপতি দেব, মনেতে সানন্দ।
নেতার জনম রহে, করি পদছন্দ॥

নেতার জন্ম ও পদ্মার জন্ম-বিবরণ।

পয়ার।

উপনীত হয়ে শিব কালীদহ তীরে।
বিল্ববৃক্ষ তলে বসে, প্রফুল্ল অন্তরে॥
বৃক্ষের উপরে দেখে, যুগল শ্রীফল।
চণ্ডীকার স্তন হেন, দেখিয়া বিকল॥
হৃদয়ে ভাবিয়া শিব চণ্ডিকার নাম।
মদনে পীড়িত হয়ে, পড়িলেক কাম॥
পদ্মপত্রে রাখি বীর্য্য, দেব মহেশ্বরে।
স্নান করিবারে নামে, কালীদহ নীরে॥
বীর্য্য রাখি মহাদেব, নামিলেন জলে।
স্নান করি উঠি বসে, সেই বৃক্ষ তলে॥
সর্ব্ব অঙ্গে মাখিলেন, বিভূতিভূষণ।
ব্যাঘ্র ছাল পাতিয়া, বসিল ত্রিলোচন॥
ক্ষুধায় কাতর শিব, বিচারিয়া ঝুলি।
খাইল ধুঁতুরা ভাঙ্গ শতাবাড়ী গুলি॥
বিষপান করি করে উদর পূরণ।
বিষে মত্ত হ'ল শিব, ঘূর্ণিত নয়ন॥
হইল যুগল আঁখি, অরুণ আকার।
নৃত্য করিবারে শিব, হ'ল আগুসার॥
এক মুখে গীত গায় আর মুখে হাসে।
ভ্রূকুটি করিয়া শিব বদন প্রকাশে॥
আর মুখে ঘন ঘন, শিঙ্গা রব করে।
ডম্বরু বাজায় আর নাচে, ধীরে ধীরে॥
ভাঙ্গের নেশায় শিব নাচেন উল্লাসে।
ভূত, প্রেত বেড়িয়া, নাচিছে চারিপাশে॥
শ্রম যুক্ত সদাশিব, ত্যজি বড় কাম।
প্রচণ্ড রবির তাপে, নিঃসরিল ঘাম॥
ললাট হইতে ঘর্ম্ম, পড়ে পদতলে।
পুঁছিয়া লইল তাহা নেতের অঞ্চলে॥
নেত চিপি ঘর্ম্ম শিব, ফেলিল ভূমিতে।
কামরূপি কন্যা এক জন্মে, আচম্বিতে॥
অতিশয় সুলক্ষণা, পরমা সুন্দরী।
অকস্মাৎ বামপাশে, দেখে ত্রিপুরারি॥
শিব বলে মম বাক্য, শুনহ সুন্দরী।
কোথা হ'তে আসিয়াছ, কাহার কুমারী।
কন্যা বলে জন্ম মম হ'ল এই ঠাঁই।
তুমি বিনে পিতামাতা, আর কেহই নাই॥
এত শুনি ভোলানাথ চাহে, ধ্যান করি।
নিজ বীর্য্য হইতে, জন্মিল একুমারী॥
সর্ব্ব অঙ্গে দেখে তার, নাহি আচ্ছাদন।
পরিবারে দিল শিব, নেতার বসন॥
নেতা হ'তে জন্মে কন্যা, পরম সুন্দর।
এত ভাবি নেতা নাম রাখে মহেশ্বর॥
নেতার নিকটে শিব, লাগে বলিবারে।
চলি যাও মাতা তুমি, কৈলাস শিখরে॥

বিলম্বেতে কার্য্য নাহি, চল শীঘ্র গতি।
তথায় আছেন তব, মাতা ভগবতী॥
করুণা করিয়া নেতা, লাগিল কহিতে।
কিরূপে চলিয়া যাব, কৈলাস পর্ব্বতে॥
একখান রথ স্থষ্টি, করি মহেশ্বর।
নেতাকে পাঠা'য়ে দিল, কৈলাসশিখর॥
রথে চড়ি নেতা তবে, করিল গমন।
অষ্টবক্র মুনি সনে, পথে দরশন॥
অষ্টবক্র মুনি যায়, স্নান করিবারে।
তাঁহাকে দেখিয়া নেতা পরিহাস করে॥
হস্ত, পদ, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ, বক্র অষ্ট স্থানে।
বিকৃতি আকৃতি দেখি, নেতা হাসে মনে॥
নেতা বলে কহ তুমি হও কোন জন।
তোমার সমান রূপ, নাহি ত্রিভুবন॥
কত জন্ম অধর্ম্ম, করিলা গুরুতর।
তার প্রতিফলে এত, বিড়ম্বন তোর॥
মনুষ্য হইয়া তুমি, জন্মিলা কি ফলে।
কোন অভাগিনী নারী বিবাহ করিলে॥
নেতাকে দেখিল মুনি, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করি।
রথের উপরে দেখে, দিব্য এক নারী॥
বর্ত্তমান ভবিষ্যত, জ্ঞানী মহামুনী।
জানিলেন কন্যা হয়, শিবের নন্দিনী॥
শিবের গৌরবে না, করিল ভস্মরাশি।
শাপ দিয়া বলে হও কনিষ্ঠার দাসী॥
চিরকাল না করিবে, নিজপতি ঘর।
জন্ম কাটাইবে হ'য়ে, পরের কুর্পর॥
এ শাপ ভুঞ্জিবে নেতা, না হবে খণ্ডন।
মুনি যে সাপিল তাঁরে, তাতে নাহি মন॥
রথভরে কৈলাসেতে, উত্তরিল নেতা।
বিমাতার স্থানে কহে, নিজ জন্ম কথা॥
গঙ্গা দুর্গা নেতা, বন্দিল শিরেতে।
তাহা দেখি দুইজন, হরিষ মনেতে॥
গঙ্গা গৌরী দুই জন, ধ্যানেতে জানিয়া।
নেতাকে কোলেতে নিল, লক্ষ চুম্বদিয়া॥
বিমাতাগণের সঙ্গে নেতা রহে তথা।
মন দিয়া শুন কহি, পদ্মাজন্ম কথা॥
ক্ষমা নামে পক্ষিণী সে পদ্মাবনে থাকে।
মহাদেব বীর্য্য পত্রে, দেখিল সম্মুখে॥
অমৃত বলিয়া তাহা, ভক্ষণ করিল।
এক বৃক্ষ ডালে তবে উড়িয়া বসিল॥
বীর্য্যের প্রতাপ সহ্য, করিতে না পারে।
ভাঙ্গিয়া পড়িল বৃক্ষ, পক্ষিণীর ভরে॥
পক্ষিকে পক্ষিণী বলে, শুন বিবরণ।
আজি কেন গাত্র মম, করয়ে দাহন॥
খাইনু নির্ম্মল জল, পদ্মপত্রোপর।
সে হইতে আমার, দহিছে কলেবর॥
কবি সীতাপতি দেব, ভাবি বিষহরী।
পক্ষিণী সংবাদে বলে, একটা লাচাড়ী॥

লাচাড়ী, ত্রিপদী। পট মঞ্জুরি রাগ।

পক্ষিণী কহেন কথা, শুনিয়া উপজে ব্যথা,
শুন প্রভু আমার উত্তর।
না বুঝি কার্য্যের গতি, স্থির নহে মম মতি
আজি প্রাণ করে ধড় ফড়॥
পক্ষিণী বলেন শুন, চরা করি পদ্মবন,
স্বচ্ছ জল দেখি পদ্মপাতে।
খাইয়া নাপাই সুখ, পুড়িয়া উঠিল বুক,
প্রমাদ ঘটিল সে হইতে॥

পক্ষী বলেন পক্ষিণী, হেন কথা অনুমানি,
চল যথা করিলে আহার।
ভাল মন্দ দেখিবারে, তবে পারি বলিবারে,
অন্য মতে নাহিক নিস্তার।
দুই পক্ষী শূন্যে উড়ে, যেয়ে কালীদহ তীরে,
বলে বাক্য বুড়ার গোচর ॥
পদ্মবনে চরা করি, অবিরত পেটভরি,
আজি কেনে দহে কলেবর।
ধ্যানেতে শিব জানিল, পক্ষিণী বীর্য্য খাইল,
মম বীর্য্য জীর্ণ নাহি হয়।
শিব বলে ঝাটে লড়, যথা ছিল তথা এড়,
কবি সীতাপতি দেব কয় ॥

পদ্মার জন্ম।

পয়ার।

শিবের বচনে পক্ষী, চলিল সত্বর।
পুনরপি রাখে বীর্য্য, পত্রের উপর ॥
পদ্মনালে নামে বীর্য্য, পাতাল ভুবন।
বাসুকি নিকটে যেয়ে, দিল দরশন ॥
শুদ্ধ স্ফটিকের, কান্তি নির্ম্মল সে জল।
বাসুকি দেখিয়া তাহা, হইল বিকল ॥
বাসুকি ধ্যানস্থ হয়ে, জানিল তখন।
আসিল শিবের বীর্য্য, পাতাল ভুবন ॥
কূর্ম্ম আর বাসুকি যে একত্র হইয়া।
যুক্তি করি নির্ম্মাতাকে আনে ডাক দিয়া ॥
বাসুকি বলেন শুন, আমার উত্তর।
মহাদেব বীর্য্যে, কন্যা গঠহ সত্বর ॥
চারিখান হস্ত দিবা, তিনটী নয়ন।
নির্ম্মাণ করহ কন্যা, শিবের লক্ষণ ॥
এত শুনি নির্ম্মাতা যে, হুঙ্কার মারিল।
বীর্য্য হ'তে এক কন্যা, নির্ম্মাণ করিল ॥
ধ্যান করি নির্ম্মাতা দেখিল শীঘ্রগতি।
শুভক্ষণে জন্মিলেন, জয় পদ্মাবতী ॥
কবি রামকান্ত দেব, ভাবি বিষহরী।
পদ্মার জনমে বলে, একটা লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী, ত্রিপদী।

পটমঞ্জুরি রাগ।

জয় মাতা পদ্মাবতী, শুভক্ষণে উৎপত্তি,
নির্ম্মাতা যে করিল নির্ম্মাণ।
আনন্দিত নাগ পুরি, জন্মিলেন বিষহরি,
ঘটেতে হউন অধিষ্ঠান ॥
আগে রক্ত মাংস হ'ল, পরে অস্থি নির্ম্মাইল,
নির্ম্মাতা নির্ম্মিল ভাগে ভাগে।
মেরুদণ্ড সুলক্ষণ, বত্রিশ পাঞ্জর তান,
মস্তক নির্ম্মিল সর্ব্ব আগে ॥
সৃজিল দুই শ্রবণ, আর তিনটী নয়ন,
কমল সদৃশ মুখ যার।
খগপতি জিনি নাসা, জন্ম হইল মনসা,
নারাগণ দেয় জয়কার ॥
প্রকাশিল দুই আঁখি, যেন রক্তবর্ণ দেখি,
সপ্ত ফণা শিরেতে শোভিত।
জ্ঞানচন্দ্র লাভ করি, উঠে বসে বিষহরী,
নাগ অলাঙ্কারে বিভূষিত ॥
হেম ঘট কুচ চারু, কটীদেশ অতি সরু,
সর্ব্ব অঙ্গ অতি সুগঠন।
হংসারূঢ়া পদ্মাবতী, রক্ত গৌর হেম জ্যোতি,
হইলেন শিবের লক্ষণ ॥

দেখি হরের কুমারী, নাম রাখে বিষহরী,
জয় জয় শব্দ নাগপুরি।
যে বিষ ক্ষীরোদ তীরে, শিব দেন বাসুকিরে,
আনি দিল বাসুকি ভাণ্ডারী॥
জন্মিলেন বিষহরী, জয় শব্দ নাগপুরি,
আনন্দিত পাতাল ভুবন।
হেন দেবী পূজে যথা, লক্ষ্মী না ছাড়েন তথা,
রামকান্ত দেব সুরচন॥

শিবের নিকট পদ্মার গমন ও পরিচয়।

ধুয়া।

প্রাণধন যাদুরে, মায়ের কোলে আয়।
কে মেরেছে কে ধরেছে, ধুলা কেনে গায়॥

পয়ার।

শিবের লক্ষণ হেন, কুমারী দেখিয়া।
বাসুকি লইল কোলে লক্ষ চুম্ দিয়া॥
যেই বিষ দিয়াছিল, দেব মহেশ্বর।
বাসুকি আনিয়া দিল, পদ্মার গোচর॥
সাবধানে শুন মাতা, বচন আমার।
এ বিষ কারণে জন্ম, হইল তোমার॥
সংহার করহ বিষ, নিজ মূর্ত্তি ধরি।
বাসুকি রাখিল নাম জয় বিষহরী॥
সকরুণে নাগগন নোয়াইল মাথা।
আজি হ'তে বিষহরী, জগতের মাতা॥
কত গোটা নাগ, পদ্মা সঙ্গেতে লইয়া।
শিবের নিকটে তব, গেলেন চলিয়া॥
যে নালে নামিল বীর্য্য, পাতাল ভুবন।
সেই নালে গেল, পদ্মা কমলের বন॥
শিবের নিকটে গেল, পরম উল্লাসে।
আচম্বিতে মহাদেব, দেখে বাম পাশে॥
শিব বলে বাক্য মম, শুনহ সুন্দরী।
কোথা হ'তে আসিয়াছ, কাহার কুমারী॥
দেখিয়া তোমার রূপ, দহে কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মম, প্রাণ রক্ষা কর॥
কবি রমাকান্ত দেব, ভাবি বিষহরী।
পয়ার এড়িয়া বলে, একটী লাচাড়ী॥

লাচাড়ী, ত্রিপদী—রাগ পাটমঞ্জরী।

কেন কন্যা একা পদ্মবনে।
প্রথম যৌবন রস, যেন মধুর কলস,
বিনে স্বামী বঞ্চহ কেমনে॥
কেমন নির্ম্মাতা তোর, গঠিলেক পয়োধর,
নির্ম্মাইল দিয়া গজমতী।
দেখি তব মুখ চাঁদ, লজ্জায় পলায় চাঁদ,
লোভেতে পড়িল পশুপতি॥
চণ্ডীকা সুন্দরী ঘরে, রাখি আসি একেশ্বরে,
প্রাণ মোর পোড়ে কাম-বানে।
দেখিয়া তোর যৌবন, স্থির নহে মম মন,
প্রান রাখ আলিঙ্গন দানে॥
পদ্মা বলে রাম রাম, না বল এ পাপ কাম,
হেন বাক্য বল কি কারণ।
তুমি মম জন্মদাতা, আমি তোমার দুহিতা,
রমাকান্ত দেব সুরচন॥

পয়ার।

শিব বলে যদি হও, কুমারী আমার।
আপনার নিজ মূর্ত্তি, ধর একবার ॥
তাহা শুনি পদ্মাবতী, অন্তর্দ্ধান হ'ল।
যত সব নাগ নিয়া, সাজিতে লাগিল ॥
নাগ হার অলঙ্কার, নাগের বসন।
নাগের শঙ্খ সিন্দূর, নাগের কঙ্কন ॥
নাগের ঝারিতে জল, নাগ-পাত্রে পান।
নাগ ঘটে সিংহাসন, নাগের বিছান ॥
বিয়াল্লিশ নাগ পদ্মা, করিয়া সাজন।
শিবের নিকটে গিয়া, দিল দরশন ॥
কোপ দৃষ্টি পদ্মাবতী, দেখে আড় চোখে।
ঢলিয়া পড়িল শিব, পদ্মার সম্মুখে ॥
দেবগণে জানাইল, যাইয়া পবন।
পদ্মবনে ঢলিয়াছে, দেব পঞ্চানন ॥
শুনি ইন্দ্র আদি করি, যত দেবগণ।
নারদাদি মুনিগণ, আসিল তখন ॥
দেবগণ মিলিয়া পদ্মারে করে স্তুতি।
কেনে হেন সৃষ্টি নাশ, কর পদ্মাবতী ॥
সবধানে শুন মাতঃ, আমার উত্তর।
বিলম্ব না কর ঝাটে, বাঁচাও শঙ্কর ॥
অমৃত নয়নে দৃষ্টি, করে পদ্মাবতী।
চৈতন্য পাইয়া উঠে, দেব পশুপতি ॥
দেবগণ বলে বাক্য, মহেশ গোচর।
কুমারী লইয়া চল, কৈলাস শিখর ॥
এতবলি দেবগণ, অন্তর হইল।
পদ্মার নিকটে শিব, বলিতে লাগিল ॥
সাবধানে শুন মাতঃ, মোর এক কথা।
পুরি নির্ম্মাইয়া দিব, বাস কর এথা ॥
তোমাকে লইয়া যদি, চলি যাই ঘরে।
দুষ্ট চণ্ডী মন্দ বাক্য, বলিবে আমারে ॥
কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া পদ্মা করিল উত্তর।
তোমার সহিতে গেলে, চণ্ডীকে কি ডর ॥
বিশ্বকর্ম্মা মহাদেব, আনিল হুঙ্কারী।
করণ্ডী গঠনে শুন একটী লাচাড়ী ॥

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক করণ্ডী গঠন।

লাচাড়ী, ত্রিপদী। পটমঞ্জুরী রাগ।

যে'তে কৈলাস পর্ব্বতে, শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে,
পদ্মাবতী গৌরীর গোচর।
বিশ্বকর্ম্মা ডাকি আনি, আদেশেন শূলপানি,
করণ্ডী গঠিতে মনোহর ॥
শিবের আদেশ পেয়ে, বিশ্বকর্ম্মা যায় ধেয়ে,
গঠিবারে করণ্ডী সত্বর।
সুবর্ণের চারি চাল, করণ্ডী গঠিল ভাল,
চারি দিকে দেখিতে সুন্দর ॥
করণ্ডীর চারি দ্বার, রক্ষা করে বিষধর,
বেদী মধ্যে নাগের মণ্ডল।
যথা রবে বিষহরী, নির্ম্মাইল যত্ন করি,
চারিভিতে সহস্র কমল ॥
দেখি শিব আনন্দিত, অঙ্গ হ'ল পুলকিত,
কন্যা হেতু চিন্তে মনে মনে।
দেব লোকে নর লোকে, কি মতে পূজিব তাঁকে
পরিণয় দিব কার সনে ॥
পদ্মা রাখি করণ্ডীতে, চলে শিব হরষিতে,
বৃষেতে করি আরোহন।
বৃষেতে করণ্ডী তুলি, চলে শিব ঢুলি ঢুলি,
হরিদাস ভট্ট সুরচন ॥

শিবের সহিত পদ্মার কৈলাসে গমন এবং পথে গোপাল ও মালতী কর্ত্তৃক পদ্মার পূজা।

পয়ার।

নির্ম্মাতাকে মেলানি, করিয়া ত্রিলোচন।
পদ্মাকে লইয়া সঙ্গে, করিল গমন ॥
করণ্ডীর মধ্যে শিব, পদ্মাকে রাখিয়া।
নানা পুষ্প দিয়া তাহা, রাখে আচ্ছাদিয়া ॥
করণ্ডী দিলেন তুলি বৃষের উপরে।
প্রথমে গেলেন শিব ; গোপাল নগরে ॥
গোপালের শিশু সব, ধেনু রাখে মাঠে।
করণ্ডীতে থাকি পদ্মা, ক্ষীর মাগে গোঠে ॥
গোষ্ঠ মাঝে শিশুগণ ; ক্ষীর নাহি দিল।
পদ্মার বিষের তেজে ; ঢলিয়া পড়িল ॥
শুনিয়া গোঠেতে আশি ; কাঁদে যতনারী।
গোপাল সকল কাঁদি, যায় গড়া গড়ী ॥
তাহা দেখি সকরুণ, দেব ত্রিপুরারি।
বলে সবে পূজা কর, জয় বিসহরী ॥
গোপগণে বলে শুন, প্রভু গুণ নিধি।
কিমতে পূজিব পদ্মা, নাহি জানি বিধি ॥
শিব বলে আনগিয়া মুনি শতবর।
কালীদহ তীরে তপ, করে নিরন্তর ॥
গরুড়ের ভয়ে নাগ থাকে মুনি স্থানে।
পদ্মার নামেতে মুনি, আসিবে আপনে॥
এত শুনি গোপগণ সত্বর করিয়া।
সেই স্থানে মুনি বরে, আনিল ডাকিয়া ॥
পদ্ম পুরাণের মতে, পূজা করাইল।
পদ্ম বরে শিশু গণ, বাঁচিয়া উঠিল ॥
সেই দেশে মনসা, অনেক পূজা পায়।
যে জন যে বর চাহে, পদ্মা দেন তায় ॥
কুমারী লইয়া শিব আনন্দেতে আসে।
শত হাল যুড়িয়া বাছাই হাল চসে ॥
বৃদ্ধের সহিতে দেখি পরমাসুন্দরী।
দাড়াইল সম্মুখে লাঙ্গল স্কন্ধে করি ॥
বৃদ্ধ কালে বুড়া ভণ্ড তপস্বী হইয়া।
কপট ভাবনা তোর বলদে চড়িয়া ॥
নারী চুরী কর তুমি, চাতুরী করিয়া।
এই কন্যা সঙ্গে লও, খাইতে বেচিয়া ॥
আজি ঝুলি কাঁথা তব, লইব কাড়িয়া।
কন্যাকে রাখিব আমি, বিবাহ করিয়া ॥
ভাঙ্গের নেশায় শিব, আছেন ধেয়ানে।
বাছাই যতেক বলে, তাহা নাহি শুনে ॥
বাছাই বলেন কন্যা, শুনহ বচন।
বুড়ার সংহতি তুমি, যাও কিকারণ ॥
মহৎ মনুষ্য আমি, কহি তব ঠাঁই।
ইছা পাতরের বেটা, হানিব বাছাই ॥
মন দিয়া শুন কন্যা, আমার উত্তর।
বৃদ্ধ সঙ্গ ছাড়িয়া, চলহ মম ঘর ॥
আমি হেন পুরুষ যে তুমি ভাগ্যবতী।
আমাকে বরণ কর যদি হয় মতি ॥
আমার যতেক নারী ত্যজিয়া সবাকে।
তোমাকে বিবাহ করি বঞ্চিব কৌতুকে ॥
কোপদৃষ্টে পদ্মাবতী চাহে আড় চোকে।
বাছাই ঢলিয়া পড়ে পদ্মার সম্মুখে ॥
রাখাল কহিল গিয়া মালতীর ঠাঁই।
পথেতে পড়েছে তোর ছাওয়াল বাছাই ॥
এত শুনি মালতী উঠিয়া দিল লড়।
চুল নাহি বান্ধে বেটী না পরে কাপড় ॥

শ্রীশ্রীমনসা।



মহাদেব।

বঙ্গবাসী-প্রেস—কলিকাতা।

কান্দিতে কান্দিতে কহে পদ্মার গোচর।
না বুঝে মনুষ্য ম্লেচ্ছ জাতির বর্ব্বর॥
সকরুণে কান্দে নারী পদ্মা বিদ্যমান।
এক পুত্র আমার করহ প্রাণদান॥
পদ্মা বলে মন স্থির করহ শাশুড়ী।
তব পুত্র নিদ্রা যায় মোরে বিভা করি॥
জাগাইয়া তোল মোরে ল'য়ে যে'তে ঘর।
বউ-য়ালা লইতে তুমি চলহ সত্বর॥
পূর্ব্ব জন্মে বহু তপ করিয়াছি আমি।
তেকারণে বাছাইকে পাইয়াছি স্বামী।
কোন ছার কার্য্য হেতু এ'লে মোর ঠাঁই।
তুমি আমি চলহ বাছাই সঙ্গে যাই॥
মালতী বলেন মাতঃ এত বল কেনে।
মনুষ্য হইয়া তোমা চিনিব কেমনে॥
পদ্মা বলে যত মন্দ বলে লোকে শুনে।
লঘু সনে উত্তর না দেই হীন জ্ঞানে॥
আমাকে দেখিয়া যত দুর্ব্বাক্য বলিল।
মুখের দোষেতে তার পায় প্রতিফল॥
মালতী বলেন মাতা তুমি কোন জন।
পরিচয় দিয়া পূজা করহ গ্রহণ॥
পরিচয় বিষহরী দিলেন তাহারে।
আমাকে করিলে পূজা ঠাকুরালী বাড়ে॥
তাহা শুনি মালতী বলেন যোড় হাতে।
কি কি বস্তু লাগে মাতা তোমাকে পূজিতে॥
এত শুনি মালতীর হরষিত মন।
পূজার বিধান যত বলেন তখন॥
কবি হরিদাস ভট্ট ভাবি বিষ হরি।
পূজার বিধান বলে একটা লাচাড়ী॥

লাচাড়ী, ত্রিপদী—পটমঞ্জুরী রাগ।

হরিয়ে বলেন পদ্মাবতী।
জন্ম মম শিব ঘরে, আগে পূজে গোপে মোরে
সাবধানে শুনরে মালতী॥
লাগে নব ঘটি ঘট, যেন নাগে ধরে ফট,
আর লাগে ধবল বসন।
লাগাইয়া ঘৃত বাতি, ধূপ প্রদীপ সংহতি,
লাগে বহু অগুরু চন্দন॥
হংস যে ছাগল ভেড়া, বলি দিবে মৈষ মেড়া,
নৃত্য গীত মঙ্গল আচার।
চাপা কলা পদ্মপাতে, তিল চাল দুগ্ধ তাতে,
বলিলাম বিধান পূজার॥
জনম শ্রাবণ মাসে, কৃষ্ণা পঞ্চমী দিবসে,
যেবা পূজে এই তিথি পাইয়া।
হরিদাস ভট্ট কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
পূজার বিধান বুঝাইয়া॥

পদ্মার সহিত গঙ্গা ও গৌরীর দ্বন্দ্ব এবং
পদ্মার কোপদৃষ্টে গৌরীর মোহ।

ধুয়া।

যতেক রাখাল ল'য়ে যায় যদু মণি।
বাঁশি রবে প্রাণ হ'রে মজায় কামিনী॥

পয়ার।

এত শুনি হরষিত মালতী সুন্দরী।
নানাবিধ মতে পূজে জয় বিষহরী॥
মেষ মৈষ ছাগ আদি লক্ষ বলি দিল।
পদ্ম পুষ্প দিল আর চম্পক কমল॥
মালতীর স্থানে পদ্মা লক্ষ বলি পেয়ে।
হুঙ্কার মারিয়া দিল বাছাই জাগায়ে॥

বাছাই জীবন পেয়ে চতুর্দ্দিকে চায়।
মালতী বলেন ভজ মনসার পায় ॥
মাতা পুত্র প্রণমিল পদ্মার চরণে।
আশীর্ব্বাদ করে পদ্মা হরষিত মনে ॥
মালতী বিদায় হ'য়ে যায় নিজ ঘর।
শিব সঙ্গে যায় পদ্মা কৈলাস শিখর ॥
গঙ্গা দুর্গা বসিয়াছে লক্ষ্মী সরস্বতী।
হেনকালে গেল শিব ল'য়ে পদ্মাবতী ॥
চণ্ডীকারে না বলিয়া দেব মহেশ্বর।
পদ্মাকে লুকায়ে রাখে ঘরের ভিতর ॥
বাহির হইল শিব চড়ি বৃষ রথে।
সভায় বসিল যে'য়ে দেবের সহিতে ॥
দেখিয়া নারদ বলে আমি আছি কেনে।
চণ্ডী পদ্মা বিবাদ লাগাই দুইজনে ॥
সভা হ'তে মুনিবর উঠিল সত্বরে।
চণ্ডীর গোচরে যে'য়ে বলে ধীরে ধীরে ॥
নারদ বলেন চণ্ডী শুনহ বচন।
তোমার ঘরেতে আজি কলহ ঘটন।
পদ্ম বন হতে শিব আনিয়া পদ্মারে।
লুকাইয়া রাখিয়াছে ঘরের ভিতরে ॥
কুপিত হইল চণ্ডী নারদ বচনে।
কপাট ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশে তখনে।
গঙ্গা দুর্গা দুইজনে এক যুক্তি করি।
করণ্ডী খসায় দোঁহে করি ধরাধরি ॥
পরম সুন্দরী দেখে করণ্ডী ভিতর।
হস্ত দিয়া ধরে চণ্ডী কেশের উপর ॥
চোপাড় চাপড় তাঁরে মারিল বিস্তর।
পদ্মা বলে বিমাতাহে প্রাণ রক্ষা কর ॥
চণ্ডী বলে সতী হ'য়ে আসিয়াছ ঘরে।
বিমাতা বলিয়া চাহ ভাণ্ডাতে আমারে ॥
কোপেতে জ্বলিল চণ্ডী অগ্নির সমান।
কুশের আঘাতে এক চক্ষু করে কান ॥
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী তবে করে পদ্মাবতী।
দশদিকপাল আর দেব শচীপতি ॥
চক্ষুতে পাইয়া দুঃখ জয় বিষহরী।
কোপদৃষ্টি করে পদ্মা নিজমূর্ত্তি ধরি ॥
ঢলিয়া পড়িল চণ্ডী ঘরের ভিতর।
নারদ কহিল গিয়া শিবের গোচর ॥
কোন সুখে আছ শিব সভাতে বসিয়া।
যে'য়ে দেখ চণ্ডী ঘরে পড়েছে ঢলিয়া ॥
ব্যস্ত হয়ে যায় শিব বাড়ীর ভিতরে।
চণ্ডীকারে কোলে করি লাগে কাঁদিবারে ॥
কবি হরিদাস ভট্ট ভাবি বিষহরী।
শিবের ক্রন্দনে বলে একটা লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী। ত্রিপদী, পট্টমঞ্জরী রাগ।

চণ্ডিকারে কোলে করি, কান্দে দেব ত্রিপুরারী,
কার্ত্তিক গণেশ ল'য়ে সনে।
কান্দে শিব দীর্ঘস্বরে, ভূমে গড়াগড়ি পড়ে,
ভূমেতে লোটায় শিশুগণে ॥
ডাকিয়া বলে পদ্মারে, বধি তব বিমাতারে,
অকীর্ত্তি রাখিলে ত্রিভুবনে।
ঘাও দিলে মম বুকে, বধি তোর বিমাতাকে,
বিবাদ করিলে কি কারণে ॥
পূর্ব্বে নিষেধিনু তোরে, কৈলাসেতে আসিবারে
না শুনিলে আমার বচন।
ডাকি লাগ নাহি পাই, র'লে তুমি কোন ঠাই,
প্রাণ মোর হয়ে জ্বালাতন ॥

কোথা আছ কর রাও, আমার মাথাটি খাও,
যদি শুনি না দেও উত্তর।
থাকিয়া সিজের ডালে, পদ্মাবতী ডাকি বলে,
কান্দি কহে বাপের গোচর॥
বিমাতা সতিনী করি, মারিয়া কুশের বাড়ি,
মোর এক চক্ষু কাণা করে।
ডাকি বলে বিষহরী, শুনবাপ ত্রিপুরারী,
বড় দুষ্ট জানিনু চণ্ডীরে॥
বিস্তর মারিল মোরে, গণপতির গোচরে,
জিজ্ঞাসা করহ তাঁর ঠাঁই।
যত করে অপমান, এক চক্ষু করে কান,
যাক্ ল'য়ে তোমার বালাই।
আর এক কন্যা আনি, বিবাহ করাব পুনি,
শুন বাপ দেব ত্রিলোচন।
পদ্মার বচন শুনি, পশুপতি বলে পুনি,
শুন পদ্মা আমার বচন॥
হ'য়ে পদ্মা কৃপাযুতা, বাঁচাও তব বিমাতা,
যদি চাহ আমার জীবন।
শুনি জয় বিষহরী, বাঁচাইয়া দিল গৌরী,
গোপীচন্দ্র দেব সুরচন॥

গঙ্গা ও গৌরীর সহিত পদ্মার পরিচয় এবং পদ্মার বিবাহ প্রসঙ্গ।

পয়ার।

চক্ষু মেলি দেখে চণ্ডী সম্মুখে পদ্মাকে।
সতিনী সতিনী বলি ঘন ঘন ডাকে॥
পদ্মা বলে শুন পিতা ত্রিদেশ ঈশ্বর।
পুনঃ মন্দ বলে চণ্ডী সভার ভিতর॥
শিব বলে চণ্ডিকা না বল কুবচন।
আমার কুমারী পদ্মা শুন বিবরণ॥
তোমাকে এড়িয়া যাই কমলের বনে।
স্খলিত হইল বীর্য্য পীড়িত মদনে॥
পদ্ম পাতে রাখি বীর্য্য করিয়া যতন।
দেখিয়া পক্ষিণী তাহা করিল ভক্ষণ॥
আড়াই প্রহর ছিল পক্ষিণী উদরে।
উদ্গারি রাখিল পুনঃ পত্রের উপরে॥
পদ্মনালে নামে বীর্য্য পাতাল ভুবন।
নাগগণ পেয়ে কন্যা গঠিল তখন॥
নাগগণ সঙ্গে যবে আসিল মনসা।
কে তুমি বলিয়া তাঁরে করিনু জিজ্ঞাসা॥
লজ্জিত হইল চণ্ডী শঙ্করের বোলে।
লক্ষ চুম্ব দিয়া চণ্ডী পদ্মা করে কোলে॥
পদ্মহস্ত চণ্ডিকা পদ্মার চক্ষে দিল।
হস্তগুণে মনসার চক্ষু ভাল হ'ল॥
সানন্দ হৃদয় পদ্মা পরম কৌতুকে।
ক্ষণে ক্ষণে চণ্ডিকার স্তন দেয় মুখে॥
চণ্ডিকার কোল হ'তে গঙ্গা নিল তুলি।
গঙ্গা স্তন পান করে মাও মাও বলি॥
গঙ্গা দুর্গা তাঁর নাম রাখে বিষহরি।
পদ্মাকে লইতে কোলে করে কাড়াকাড়ি॥
গঙ্গা দুর্গা দুইজন একত্রেতে মিলি।
পদ্মাকে লইয়া দোঁহে করে কোলাকোলি॥
পদ্মা সঙ্গে গঙ্গা দুর্গা মিলন করিয়া।
বাহির বাড়ীতে শিব গেলেন চলিয়া॥
চারিদিকে বেড়ি বসিয়াছে দেবগণ।
মধ্যেতে বসেন যে'য়ে দেব ত্রিলোচন॥
বয়ঃপ্রাপ্ত দেখি কন্যা দেব ত্রিলোচন।
পদ্মার বিবাহ হেতু চিন্তে মনে মন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল চাহিল ত্রিভুবন।
পদ্মা যোগ্য বর না পাইল ত্রিলোচন॥

ব্রহ্মার নিকটে যেয়ে দেব মহেশ্বর।
কহিল সকল কথা তাঁহার গোচর ॥
আমার কুমারী এক নামে পদ্মাবতী।
আপনি ঘটায়ে দেন তার যোগ্যপতি ॥
পদ্মার সমান বর আছে কোন জন।
রূপে গুণে কুলে শীলে অতি বিচক্ষণ ॥
শিবের বচন শুনি হরষিত মন।
হৃদয়ে চিন্তিয়া ব্রহ্মা বলেন তখন ॥
জরৎকারু নামে এক মুনির নন্দন ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে অতি বিচক্ষন ॥
সেই মুনি হয় পদ্মাবতী যোগ্যবর।
আনিয়া তাহাকে দেও বিবাহ সত্বর ॥
ব্রহ্মার বচনে তুষ্টদেব পশুপতি।
পুনরপি জিজ্ঞাসা করেন ব্রহ্মা প্রতি ॥
কোথায় নিবাস মুনি কাহার কুমার।
বিবাহ করিতে তাঁর ইচ্ছা কি প্রকার ॥
কিরূপে আছেন মুনি করেন কি কর্ম্ম।
বিস্তারিয়া কহ শুনি তাহার কি ধর্ম্ম ॥
শিবের বচন ব্রহ্মা শুনিয়া তখন।
কহিতে লাগিল তাঁর যত বিবরণ ॥
জরৎকারু নামে মুনি অতি সুচরিত।
এতিন ভুবনে মুনি হয়েন পূজিত ॥
বৃহস্পতি সম জ্ঞানে রূপেতে মদন।
কহিতে নাপারি তাঁর গুণের কথন ॥
অনাদি ভাবনা সদা অন্য নাহি জ্ঞান।
ব্রহ্ম ভাব বিনে তাঁর চিত্তে নাহি আন ॥
বিবাহ করিতে তাঁর নাহি অভিলাষ।
কেবল পরম যোগী সর্ব্বদা নিরাশ ॥
তপে জপে যায় দিন সদা ধর্ম্ম মনে।
বিবাহ করিবে মুনি শুন যে কারণে ॥

লোভ মোহ এড়ি যোগ চিন্তে মহামতি।
বিবাহ না করে তাঁর না হয় সন্ততি ॥
তেকারণে পিতৃলোকে নাহি পিণ্ড আশ।
পিতৃগণ চিন্তে দেখি বংশের বিনাশ ॥
এক দিন তাঁহার যতেক পিতৃগণ।
অন্তরীক্ষে থাকি তাঁরে বলেন বচন ॥
ডাক দিয়া পিতৃগণ বলে নিজ মর্ম্ম।
ভাল কর্ম্ম নাহি কর তোমার কি ধর্ম্ম ॥
পড়িয়া শুনিয়া কর মুর্খের আচার।
যত কর্ম্ম কর তুমি সকল অসার ॥
ব্রহ্মচারী জটাধারী গৃহস্থের শোভে।
সন্ন্যাসী হইবে পরে বৃদ্ধ হবে যবে ॥
ব্রহ্মচারী হ'য়ে বেদ পড়িবে প্রথমে।
বিবাহ করিবে তবে গৃহস্থ আশ্রমে ॥
নিজ বলে উপার্জ্জন করিবেক ধন।
নিজ কুল ধর্ম্ম সদা করিবে রক্ষণ ॥
পুত্র যদি যোগ্য হয় ধর্ম্ম শাস্ত্র জানে।
গৃহেতে রাখিয়া ভার্য্যা তবে যাবে বনে ॥
বনবাসে গিয়া পরে হইবেক মুনি।
সেই সে বেদের মর্ম্ম সর্ব্ব শাস্ত্রে জানি ॥
ইহা না করিয়া যদি কর কদাচার।
পুন্নাম নরক হ'তে না হবে উদ্ধার ॥
হেন রূপে তপ করে নাহিক সংসারে।
পুত্র মুখ না দেখি না পারে রহিবারে ॥
পৃথিবীতে যে জনের বংশ নাহি থাকে।
তাঁর পিতৃগণ সদা শাপ দেন তাঁকে ॥
পিণ্ডের প্রত্যাশা বিনে অন্য নাহি আশ।
পুত্র বিনে পিতৃগণ হয়েন নিরাশ ॥
লোভ মোহ এড়ি যোগ চিন্ত সর্ব্বক্ষণ।
বিস্তর বুঝায় তাঁরে যত পিতৃগণ ॥



জরুৎকার মুনি।

এতেক শুনিয়া জরৎকারু মুনিবর।
পিতৃগণে প্রণমিয়া বলিল উত্তর॥
সকল বিষ্ণু মায়া, নাহি ভাব আন।
সকল সমান দেখ, নিরঞ্জন স্থান॥
কেবা পুত্র,কেবা নারী,কেবা কার ভ্রাতা।
কেবা আমি,কেবা তুমি, কেবা পিতামাতা॥
এক বিষ্ণু ছাড়িয়া নাহিক অন্য জন।
তোমরা আমাকে এত বল কি কারণ॥
মনেতে সন্তোষ যাঁর জ্ঞানী বলি তাঁরে।
দুঃখ ভাগী যে জন নারকী এ সংসারে॥
ভ্রান্তি জ্ঞান যাঁর মনে, সেই সে অসুখী।
একই আকাশে যেন নানা রূপ দেখি॥
আত্মা মন একরূপ পরম যে শূন্য।
দুঃখ সুখ নাহি তাঁর কেবল ব্রহ্মণ্য॥
নাম গোত্র নাহি তাঁর জাতির নির্ণয়।
জন্ম মৃত্যু নাহি তাঁর সর্ব্ব জ্ঞানময়॥
পিতৃগণ শুনিয়া বলিল হরষিতে।
স্বরূপ বলিলা তুমি না পারি খণ্ডাতে॥
যেই রূপ শরীর সৃজিল ভগবান।
সেই রূপ নিজ দেহ কর অনুমান॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অবতার।
তবে সে উচিত এত বাক্য কহিবার॥
নিজ বল ধর্ম্ম যত করিয়া বিশেষ।
অন্তকালে ব্রহ্মলোকে করিবে প্রবেশ॥
আমাদের বাক্য তুমি মনে করি সার।
অবিলম্বে কর বিভা পুত্র জন্মিবার॥
আমাদের বাক্য যদি করহ লঙ্ঘন।
শাপ দিয়া তোমাকে যাইব এক্ষণ॥
পিতৃলোক বচন শুনিয়া তপোধন।
আপনার মনে মনে চিন্তিলা তখন॥
প্রকার প্রবন্ধে যদি পারি ছলিবারে।
তবে কি কারণে রুষ্ট করিব তাঁদেরে॥
কেবল পরম যোগী মনে নারায়ণ।
বিবাহ করিতে তাঁর নাহিক মনন॥
গঙ্গা বা গৌরীর ঘরে নাহিক কুমারী।
এই মন্ত্রণায় যদি ছাড়াইতে পারি॥
পিতৃলোকে ছলিবারে বলিলেন মুনি।
বিবাহ করিব পেলে শিবের নন্দিনী॥
পিতৃগণ পূজে মুনি গন্ধ পুষ্প জলে।
গোপীচন্দ্র দেব কয় পদ্মা পদতলে॥

লাচাড়ী, ত্রিপদী, পাহিরাগ।

জরৎকারু মহামুনি, যোড় করি দুই পাণি,
বলে পিতৃগণ বিদ্যমানে।
অতিশয় পতিব্রতা, সর্ব্বগুণা সুচরিতা,
লক্ষ্মীর সমান রূপে গুণে॥
সুখভঙ্গ না করিবে, বাক্য মম না লঙ্ঘিবে,
যদি কন্যা এত গুণ পাই।
তবে সে বিবাহ করি, নহে যোগী বেশ ধরি,
তপস্যা করিব এই ঠাঁই॥
বর দিলা পিতৃগণে, কন্যা পাবে এই গুণে,
পুত্র পাবে ব্রহ্মার সমান।
পাইয়া পিণ্ডের আশ, পিতৃগণ স্বর্গবাস,
হরিষে চলিল নিজ স্থান॥
বর পেয়ে তুষ্টমনে, পূজে মুনি পিতৃগণে,
ধুপ দীপ সুগন্ধী চন্দনে।
পিতৃগণ গেল ঘর, এথা রহে মুনিবর,
বিপ্র শ্রীজানকী নাথ ভণে॥

জরৎকারু মুনির সহিত পদ্মার বিবাহ।

ধুয়া।

সরল বাঁশের বাঁশী, তাতে সপ্ত বেঁধা।
বাঁশী কি প্রকারে জানে মম নাম রাধা॥

পয়ার।

ব্রহ্মা বলে শুন শিব আমার বচন।
কহিলাম জরৎকারু মুনি বিবরণ॥
তব জন্যে চারি যুগ ধ্যানে মন ছিল।
এই সব বিবরণ পূর্ব্বেতে আছিল॥
এসব জানিবা তার দিব্য ব্যবহার।
জরৎকারু নাম শুনি ধরে আপনার॥
এ হতে উত্তম বর না পাইবে আর।
এই বর মনোনীত হইল আমার।
শুনিয়া হরিষ বড় দেব মহেশ্বর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র সহ চলিল সত্বর॥
দেবগণ সঙ্গে করি সানন্দিত মনে।
মুনিকে দেখিব যেয়ে সে গন্ধ মাদনে॥
যোগাসন করি ধ্যানে আছে মুনি বর।
দেখিতে লাগয় যেন প্রচণ্ড ভাস্কর॥
পরিধান বাকল মাথায় জটা ভার!
স্ফটিকের জাপ্য মালা হস্তেতে তাঁহার॥
গলায় রুদ্রাক্ষ মালা অতি সুশোভন।
শরীর প্রকাশে যেন বিশুদ্ধ কাঞ্চন॥
ধন্য ধন্য করিয়া প্রশংসে দেবগণ।
কন্যা যোগ্য বর এই শুন ত্রিলোচন॥
জরৎকারু মহামুনি দেখি দেবগণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া করে তাঁদেরে স্তবন॥
সানন্দিত হইয়া লাগিল বলিবারে।
এথায় আসিলা দেব কোন কার্য্য তরে॥
মুনির গোচরে কহে দেব মহেশ্বর।
পদ্মাবতী নামে কন্যা আছে মম ঘর।
তোমাকে বিবাহ দিতে ইচ্ছা মম মনে।
তোমার সাদৃশ কন্যা হয় রূপে গুণে॥
শুনিয়া বলেন তবে জরৎকারু মুনি।
বিবাহ সঙ্কল্প কথা শুন শূলপাণি।
সুখে ভঙ্গ যেই দিন করিবে আমারে।
সেই দিন পরিহরি যাইব তাহারে॥
শিব বলে মম কন্যা আছে এত গুণে।
সুখভঙ্গ না করিবে আমার বচনে॥
অযোনি সম্ভবা কন্যা রূপে অনুপমা।
ত্রিভুবনে নাহি তার রূপের মহিমা॥
হৃদে চিন্তি বলে জরৎকারু তপোধন।
সুখভঙ্গ করিলে ছাড়িব সেইক্ষণ॥
তব বাক্যে তাহারে করিব পরিণয়!
বাক্য যদি লঙ্ঘে যাব ছাড়িয়া নিশ্চয়॥
শুনিয়া দেবতাগণ হরষিত মন।
জয়ধ্বনি করি করে পুষ্প বরিষণ॥
হংসে বহে যেই রথ দেখিতে সুন্দর।
সেই রথে চড়ি মুনি চলিল সত্বর॥
দেবগণ সঙ্গে করি পরম কৌতুকে।
নানা বাক্য আলাপনে চলে বড় সুখে॥
নানা বাদ্যধ্বনি আর মহোৎসব করি।
মুনিকে লইয়া যায় দেব ত্রিপুরারি॥
বিদ্যাধরী নাচয়ে গন্ধর্ব্বে গায় গীত।
বর ল'য়ে পশুপতি চলিল ত্বরিত॥
ত্রিভুবনে ঘোষণা হইল ততক্ষণ।
নাগগণ এল সবে প্রসন্ন বদন॥
বড় বড় সর্প যেন পর্ব্বতের মূল।
নানা বর্ণ নাগগণ আসিল বহুল॥

যত সব দেব কন্যা সঙ্গে মাতৃগণ।
সকলে চলিয়া গেল হরের ভবন ॥
আসিলেন লক্ষ্মী আর দেবী সরস্বতী।
সাবিত্রী ব্রাহ্মণী আর দেবী অরুন্ধতী ॥
মুনি পত্নীগণ আর কামদেব রতি।
পরম হরিষে সবে চলে শীঘ্রগতি ॥
ঋষিগণ দেবগণ পে'য়ে নিমন্ত্রণ।
উপনীত হইলেন শিবের ভবন ॥
সভা করি বসিলেন যত দেবগণ :
নানাবিধ মহোৎসব করিল তখন ॥
গঙ্গা বলে শুন চণ্ডী আমার উত্তর।
প্রকার প্রবন্ধে ঔষধের সজ্জা কর ॥
মনে মনে বলে চণ্ডী পেয়েছি সময়।
আজি সে পদ্মার ধার শুধিব নিশ্চয় ॥
হস্তের লেপন চণ্ডী পিষেণ আপনে।
জামাতা দেখিয়া যেন যায় নিজ স্থানে ॥
পাটা উল্টাইয়া দেবী ঔষধ যে ঘষে।
এড়ি গেল মুনি যেন ফিরিয়া না আসে ॥
গঙ্গা দুর্গা চলিলেন সোহাগ সহিতে।
যতেক দেবের নারী লইয়া সঙ্গেতে ॥
দেবের ভবনে গঙ্গা সোহাগ সাধিল।
ঘরে আসি যত কর্ম্ম করিতে লাগিল ॥
তার পর ক্ষৌর কর্ম্ম করায় পদ্মারে।
করিল মঙ্গল কার্য্য বিবিধ প্রকারে ॥
পিটালী হরিদ্রা মাখাইল শরীরেতে।
সুগন্ধি চন্দন রেণু কুম্ কুম্ সহিতে ॥
মাতৃগণ মঙ্গল করিল তত্ক্ষণ।
সুবেশ করাতে যায় বিদ্যাধরীগণ ॥
দিব্যবস্ত্র পদ্মাবতী পরিধান করে।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করে নানা অলঙ্কারে ॥
পরিপাটি করি কেশ করিল রচনা।
বিনাইয়া বান্ধে দিয়া পাটের থোপনা ॥
কনক চম্পক দিল কেশের উপর।
নব জলধর যেন সুমেরু শিখর ॥
থোপার উপরে পুষ্প দিল স্থানে স্থানে।
নক্ষত্র সকল যেন প্রকাশে গগনে ॥
সুরঙ্গ সিন্দুর দিয়া সাজাইল সিঁথি।
নাশিকা উপরে তুলি দিল গজমতি ॥
সিঁতির উপরে দিল সিন্দূরের রেখা।
রাহু গ্রাস ত্যাগে যেন সূর্য্য দিল দেখা ॥
ভুবন মোহিত হয় পদ্মাবতী রূপে।
বিজলী প্রকাশে যেন মেঘের সমীপে ॥
মদনের ধনু হেন দুইভ্রূ ভঙ্গিমা।
খঞ্জন জিনিয়া চক্ষু দিতে নারি সীমা ॥
সোহাগ কাজল তবে পড়িল নয়নে।
মুনি মন মোহ করে কটাক্ষ চাহনে ॥
অরুণ মণ্ডল জিনি কুণ্ডল পড়িল।
সুবর্ণের কর্ণ বালা তদুপরে দিল ॥
কর্ণের কুণ্ডল জ্যোতিঃ ভুবন প্রকাশে।
শুক্র বৃহস্পতি যেন চন্দ্রের দ্বি-পাশে ॥
কামদেব জিনি হাসি বিদ্যুৎ প্রকাশে ;
পূর্ণমাসী দিনে যেন অমৃত বরিষে ॥
গলায় কৌস্তুভ মণি রত্ন নানা জাতি।
তাহার উপরে দিল হার গজমতি ॥
নবীনা যৌবনা কন্যা মুখ সুধাকর।
কনক দাড়িম্ব যেন দুই পয়োধর ॥
হৃদয়ে শোভিছে ভাল চন্দনে লেপিত।
প্রভাত সময়ে যেন ভানুর উদিত ॥
কুচ পাশে শোভে হরি দেখি মন মোহে।
সুর গিরি মধ্যে যেন মন্দাকিনী বহে ॥

তোড়ল নূপুর পরে যুগল চরণে।
সংসার মোহিত ক'রে পদ্মার সাজনে ॥
বহু মূল্য বস্ত্র পদ্মা পরিধান করে।
সুবর্ণ কাচলি দিল হৃদয় উপরে ॥
সুবর্ণের তাড় পরে সুবর্ণ কঙ্কণ।
সুবর্ণ মুকুট পরে রত্ন বিভূষণ ॥
হস্তেতে দর্পন আর পারিজাত মালা।
শরৎ সময়ে যেন শোভে চন্দ্র কলা ॥
বিপ্র শ্রীজানকীনাথ মনসার দাস।
পদ্মার বিবাহ লীলা করিল প্রকাশ ॥

লাচাড়ী, ত্রিপদী, ধানসী রাগ।

কন্যা বরে হ'ল দরশন।
দেখিয়া কন্যার মুখ, অন্তরে বাড়িল সুখ,
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ ॥
ব্রহ্মা বসি বেদ প'ড়ে, পুরন্দর ছত্র ধরে,
দেবগণ বলে জয় জয়।
স্বর্গ বিদ্যাধরা আ'ল, নৃত্য গীত আরম্ভিল,
নানা বাদ্য বাজে অতিশয় ॥
তবে জয় বিষহরী, দুই হস্ত যোড় করি,
প্রণমিল স্বামীর চরণে।
মুখ চন্দ্রিকা যোগে, কনিষ্ঠ অঙ্গুলা আগে,
কাজল দিল মুনির নয়নে ॥
বর দেখে হ'য়ে তুষ্টি, নানা রত্ন দুই মুষ্টি,
নিছিয়া ফেলিল দুই পাশে।
তাহা দেখি মুনি হাসে, আসন পাতিয়া বসে,
যেন চন্দ্রকিরণ প্রকাশে ॥

ঔষধ কজ্জল যত, ধুপ দীপ নানা মত,
হস্তলেপ দিলেন সত্বর।
দর্পন বদল করি, পারিজাত মালা ধরি,
পদ্মাগলে দিল মুনি বর ॥
দেখা দেখি মুনিবরে, পুষ্প মেলা মেলি করে,
প্রদক্ষিণ করে সপ্ত বার।
নানা রঙ্গে হুলাহুলী, কন্যাবর তোলা তুলি,
ঘন ঘন দেয় জয়কার ॥
হইল মুখ চন্দ্রিকা, অতিশয় উপাদিকা,
কন্যা বর নামাইল তবে।
ধরিলেন অন্তঃপট, সম্মুখে সুবর্ণ ঘট,
কন্যা দান ক'রে মহাদেবে ॥
ব্রহ্মা বেদ পাঠ করে, ঋষিগণ মন্ত্র পড়ে,
যেন বিধি আছয়ে বিধানে।
যৌতুক দক্ষিণা দিল, বরে কন্যা সমর্পিল,
বিপ্র শ্রীজানকী নাথ ভণে ॥

পয়ার।

রত্ন আদি দান করে নানাবিধ ধন।
দাস দাসী দিল শিব পঞ্চ শত জন ॥
দাসীর প্রধান করি দিলেন নেতারে।
ব্রহ্মশাপ কোন জন খণ্ডাইতে পারে ॥
বেদ পাঠ প্রজাপতি করেন আপনে।
কন্যা বর বসিলেন রত্ন সিংহাসনে ॥
রন্ধন করিলে ভাল গঙ্গা ভাগীরথী।
ভোজন করিল জরৎকারু মহামতি ॥
শয়ন করিল গিয়া শয়ন মন্দিরে।
রজনী বঞ্চিল দোঁহে বিনোদ বাসরে ॥

রজনী প্রভাতে পুনঃ চৈতন্য পাইয়া।
প্রাতঃকৃত্য করি মুনি বসিলেন গিয়া॥
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে হইল বিদায়।
পদ্মাবতী বিস্তর কান্দিল দীঘরায়॥
দিব্যরথে চড়িয়া চলিল মহামতি।
তপোবনে চলে মুনি সঙ্গে পদ্মাবতী॥
কুরুক্ষেত্র তীর্থ স্থানে গেল মুনিবর।
সুখে বঞ্চিবারে মুনি তোলে দিব্য ঘর॥
বিশ্বকর্ম্মা পুরী তার করিল নির্ম্মাণ।
সেই রাজ্যে লক্ষ্মী গিয়া হ'ল অধিষ্ঠান॥
নানা সুখে বঞ্চে মুনি পদ্মার সংহতি।
সর্ব্বদা মুনির সেবা করে পদ্মাবতী॥
পদ্মার সেবায় মুনি হইল কুপর।
এই মতে নানা সুখে আছে মুনিবর॥
একদিন সখীগণ, লইয়া সংহতি।
গঙ্গাতে নামিয়া স্নান করে পদ্মাবতী॥
হুতাশন মুনি তথা আসি আচম্বিত।
পদ্মাকে দেখিয়া কামে হইল মোহিত॥
কামে মত্ত মুনিবর, ধর্ম্ম নাহি মানে।
মনসাকে বলে মুনি, মধুর বচনে॥
তুমি কোন জন হও, দেও পরিচয়।
আলিঙ্গন দিয়া মোর, জুড়াও হৃদয়॥
পদ্মাবতী শুনিয়া, মুনির এই কথা।
রাম রাম করি দেবী, হেট করে মাথা॥
পদ্মাবতী নাম মম, শিবের নন্দিনী।
জরৎকারু মহামুনি, তাঁহার ঘরিণী॥
পতিব্রতা সতী আমি কুকর্ম্ম না জানি।
অনুচিত বাক্য কেন বল মহামুনি॥
মুনি ধর্ম্ম না হয় করিতে পরদার।
অপযশঃ ঘুষিবেক এ তিন সংসার॥
প্রবোধ না মানে মুনি কামে অচেতন।
পুনঃ বলে প্রাণ রাখ দিয়া আলিঙ্গন॥
যদ্যপি শৃঙ্গার দানে না পূরাও আশ।
শাপ দিয়া তোমাকে করিব সর্ব্বনাশ॥
ব্রহ্মশাপ কোন কালে না হয় খণ্ডন।
শুখায় সমুদ্র জল তাহার কারণ॥
অশ্বিনীকুমার দেখ জাত সূর্য্যবংশ।
ব্রাহ্মণের প্রসাদেতে পায় যজ্ঞ অংশ॥
ব্রহ্মশাপে তোমার যদ্যপি থাকে ডর।
আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর॥
শুনিয়া মনসা দেবী মনে পেয়ে ভয়।
দারুণ শঙ্কটে পরি চিন্তিল হৃদয়॥
মুনি বলে জিজ্ঞাসিয়া চাহ তব সখী।
শীঘ্র আস বিলম্ব না কর চন্দ্রমুখী॥
সখীগণ মধ্যে গিয়া পদ্মাবতী কাঁদে।
কি করিব কোথা যাব পড়িলাম ফাঁদে॥
পদ্মাবতী বলে নেতা বুদ্ধি দেও মোরে।
বুদ্ধিমান নাহি হেন জিজ্ঞাসিব কারে॥
সত্য রক্ষা করিয়া কিমতে ঘরে যাই।
ব্রহ্মশাপ হতে আমি কি মতে এড়াই॥
ব্রহ্মশাপ আজি বুঝি খণ্ডান না যায়।
মনসার চরণে জানকী নাথ গায়॥

লাচাড়ী ভাগ—রাগ করুণ ভাটিয়াল।

কহ কহ প্রাণ ভগ্নী নেতা লো সুন্দরী।
কি মতে যাইব ঘরে বলহ বিচারি॥
তোমার সমান বন্ধু নাহি শুন নেতা।
শুনিয়া হাসিবে দুষ্টা পার্ব্বতী বিমাতা॥

দুই কুল যুড়ি হবে কলঙ্ক বিস্তর।
শুনিয়া কি বলিবেন বাপ মহেশ্বর ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু জ্যেষ্ঠতাত বাপ পশুপতি।
হেন বংশে জন্ম মম নাম পদ্মাবতী ॥
মম বিষবাণ সহে ত্রিভুবনে নাই।
মুনি হয়ে গর্ব্ব করে মনসার ঠাই ॥
স্বপ্নে কভু নাহি হেরি হেন দুরাচারী।
কপটেতে মুনিগণ হরে পরনারী ॥
মুনি হ'য়ে পরদার করে যেই জন।
হেন জন মুনি নাম ধরে অকারণ ॥
নেতা বলে পদ্মাবতী কান্দ কি কারণ।
উপদেশ কহি শুন প্রবোধ বচন ॥
পণ্ডিত জানকী নাথ মনসার দাস।
নেতার বিবাহ কথা করেন প্রকাশ ॥

হুতাশন মুনির সহিত নেতার বিবাহ, ধনঞ্জয়ের জন্ম ও মুনি কর্ত্তৃক মনসার প্রতি শাপ।

ধূয়া।

তোমরা কি বল মোরে, কানু ভেটিবারে।
রসিক নাগর কানু কপট অন্তরে ॥

পয়ার।

নেতা বলে পদ্মাবতী মম বাক্য ধর।
কামবাণে হতজ্ঞান আছে মুনিবর ॥
সাজাইয়া সখী এক তব অলঙ্কারে।
তা'কে দিয়া চন্দ্রমুখী তোষ মুনিবরে ॥
কামেতে আকুল মুনি বিহ্বল হইয়া।
নারী পেলে না চাহিবে বিচার করিয়া ॥
পদ্মা বলে তোমা হ'তে নাহিক প্রধান।
দারুণ সঙ্কটে নেতা কর পরিত্রাণ ॥
আমা সমা সুন্দরী হইয়া যাও তুমি।
তুমিই পাইবা নেতা অনুরূপ স্বামী ॥
আপনার অলঙ্কার খুলিয়া তখন।
নেতাকে পরায় পদ্মা সেই আভারণ ॥
নেতাকে পাঠায় পদ্মা দাসীগণ সঙ্গে।
তাহা দেখি মুনিবর হাসে মনোরঙ্গে ॥
ত্রিভুবন জিনি মুনি পরম সুন্দর।
সখীগণ মোহিত দেখিয়া মুনিবর।
নেতার সহিত গেছে যত সখীগণ।
মুনি অভিষেক করে সানন্দিত মন ॥
পুষ্পমালা দিল নেতা মুনির চরণে।
করযোড়ে প্রণাম করিল ততক্ষণে ॥
নেতাকে বিবাহ করি গন্ধর্ব্ব বিধানে।
সুরত ভুঞ্জিল মুনি সানন্দিত মনে ॥
মুনির সহিতে নেতা রহিল তথায়।
সখীগণ সঙ্গে পদ্মা নিজ গৃহে যায় ॥
মুনির সম্ভোগে নেতা গর্ভিনী হইল।
কত দিনে নেতা দেবী পুত্র প্রসবিল ॥
অতিশয় সুলক্ষণ রূপে অনুপম।
মুনিবর রাখে তার ধনঞ্জয় নাম ॥
পুত্র দেখি মুনিবর সানন্দিত মন।
তপ, জপ, যজ্ঞ, হোম শিখায় তখন ॥
পুনরপি একদিন সখীগণ সঙ্গে।
সেই ঘাটে স্নানে পদ্মা যায় মনোরঙ্গে ॥
এমত সময়ে মুনি দেখিয়া পদ্মারে।
ধন্য ধন্য করিয়া প্রশংসে বারে বারে ॥
শরতের মেঘ যেন বিজলির রেখা।
উদয় গিরিতে যেন সূর্য্য দিল দেখা ॥

দেখি মুনিবর বলে নেতালো সুন্দরী।
দেখ আসি জলে ক্রীড়া করে কার নারী ॥
পদ্মাকে দেখিয়া জলে যুড়ি দুই কর।
কহিতে লাগিল নেতা মুনির গোচর ॥
পদ্মাবতী নাম তাঁর শিবের নন্দিনী।
বিবাহ করিল তাঁরে জরৎকারু মুনি ॥
তোমাকে আমাকে দিয়া পদ্মা গেল ঘর।
তত্ত্ব কথা কহে নেতা মুনির গোচর ॥
শুনিয়া দুঃখিত মুনি বলেন নেতারে।
দাসী নিয়া পদ্মাবতী ভাঁড়িল আমারে ॥
যেই স্বামী গর্ব্বে পদ্মা ভাঁড়িল আমায়।
মম শাপে সেই স্বামী ছাড়ি যাবে তায় ॥
পদ্মাকে শাপিল মনে দুঃখ পেয়ে মুনি।
ধ্যানেতে জানিল নেতা শিবের নন্দিনী ॥
ব্রহ্মশাপে হইয়াছে ভগিনীর দাসী।
তত্ত্ব জানি মুনিবর মনে মনে হাসি ॥
বহু ধন দিয়া মুনি বলিল নেতারে।
সুখে থাক যেয়ে তুমি ভগিনীর ঘরে ॥
তপ করিবারে আমি যাব অন্য স্থান।
এ বলিয়া মুনিবর হ'ল অন্তর্ধ্যান ॥
ব্রহ্ম শাপ পে'য়ে পদ্মা শিবের নন্দিনী।
নেতার সহিতে ঘরে চলিল আপনি ॥
জরৎকারু মহামুনি পদ্মাবতী সঙ্গে।
কেলিকলা কুতুহলে বঞ্চে নানা রঙ্গে ॥
কৌতুকে মস্তক রাখি মনসার ঊরে।
শয়ন করিয়া নিদ্রা যায় মুনিবরে ॥
সঘন নিশ্বাসে নিদ্রা যায় মুনিবর।
মস্তক রাখিয়া মুনি ঊরুর উপর ॥
এমন সময়ে দেখ বিধির গঠনে।
বিবিধ উৎপাত ব্রহ্মশাপের কারণে ॥
গরুড় কালীয় দোঁহে বিবাদ করিয়া।
পলায় কালীয় নাগ যুদ্ধেতে হারিয়া ॥
ইষ্টমিত্র বন্ধুগণ যত পরিবারে।
ল'য়ে যায় কালীদহে গরুড়ের ডরে ॥
অন্তরীক্ষে পলা'য়ে কালীয় নাগ যায়।
গগন ছাইল তার মাথার ফণায় ॥
রবির কিরণ ঢাকি করে অন্ধকার।
ব্রহ্মশাপে জ্ঞান হত হয় মনসার ॥
সন্ধ্যা হেন জ্ঞান হয় পদ্মার হৃদয়।
মুনিকে জাগাতে চাহে এমন সময় ॥
রস ভঙ্গ করি যদি হয় বড় দোষ।
সন্ধ্যা বাদ হ'লে মুনি করিবেন রোষ ॥
সন্ধ্যা ভঙ্গ হ'লে দোষ হইবে বিস্তর।
সর্ব্বথা জাগাতে পদ্মা মন করে দৃঢ় ॥
সাত পাঁচ পদ্মাবতী চিন্তি মনে মনে।
মুনিকে জাগায় পদ্মা ধরিয়া চরণে ॥
চৈতন্য পাইয়া তবে বলে মুনিবর।
অকারণে কেন সুখ ভঙ্গকর মোর ॥
পদ্মাবতী বলে অস্ত যায় দিবাকর।
সন্ধ্যার সময় গত হয় মুনিবর ॥
হেনকালে গেল নাগ কালীদহ জলে
প্রকাশ হইল রবি গগন মণ্ডলে ॥
মুনি বলে রবি আছে নহে সন্ধ্যাকাল।
নিদ্রা ভঙ্গ করি মম না করিলা ভাল ॥
কোন কালে মম আর দেখা নাই।
সুখে থাক ঘরে তুমি আমি বনে যাই।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন মনসার মুণ্ডে।
স্তব্ধ হ'য়ে রহে বাক্য না আইসে তুণ্ডে।
ধরণী লোটায়ে বহু করিয়া কাকুতি।
মুনির চরণে ধরি কান্দে পদ্মাবতী ॥

বিপ্র শ্রীজানকী নাথ মনসার দাস।
মধুর লাচাড়ী এক করিল প্রকাশ ॥

মনসার বিলাপ।

লাচাড়ী, ত্রিপদী—করুণ ভাটিয়াল।

কান্দে পদ্মা মুনির অগ্রেতে।
মুনির চরণে ধরি, ধুলাতে লোটায়ে পড়ি,
বিলাপ করয়ে নানা মতে ॥
সুখভোগ না করিনু, অল্প কালে শাপ পানু,
নাহিক পূরিল মন আশ।
দেখাইয়া গুণনিধি, বঞ্চিত করিল বিধি,
অকারণে করি গৃহবাস ॥
পুণ্যবতী নারীগণে, কেলি করে পতিসনে,
বিধি মোরে বঞ্চনা করিলে।
আমি ছার অভাগিনী,ত্যজি গেল শিরোমণি,
বিধি কি লিখিল এ কপালে ॥
পুত্র জন্মাইলে ভবে, তবে পিণ্ডদান পাবে,
তোমাকে কহিল পিতৃগণ।
না হইল পিণ্ড কাজ, শুন প্রভু মুনিরাজ,
বিবাহ করিলা কি কারণ ॥
উত্তম সন্ততি হবে, পৃথিবীতে নাম রবে,
চিন্ত প্রভু তাহার উপায়।
পদ্মার বচন শুনি, হৃদয়ে চিন্তিত মুনি
বিপ্র শ্রীজানকী নাথ গায় ॥

যোড় লাচাড়ী।

মুনির চরণে ধরি, কান্দে জয় বিষহরি,
কোন বিধি করে হেন রোষ।
বলিলেন পিতৃগণ, বংশ রক্ষার কারণ,
ক্ষমা না করিলা এক দোষ ॥
শুন শুন শিরোমণি, কহি আমি অভাগিনী,
দুঃখেতে বিদরে মম প্রাণ।
মাতা নাহি, বাপ হর, দুষ্ট বিমাতার ঘর,
তোমা বিনে ত্যজিব পরাণ ॥
এ ত্রিসংসার ভিতরে, দেবতা অসুর নরে,
স্ত্রী পুত্র নাহি কার ঘরে।
হরি হর সুরপতি, স্ত্রী সহ করে বসতি,
পুত্র পৌত্র জন্মিবার তরে ॥
ত্যাগ করি মুনিবর, বলে পদ্মার গোচর,
অবশ্য হইবে কাম সিদ্ধি।
তোমাকে না করি রোষ আমার কর্ম্মের দোষ,
বিবাদী হইল কালবিধি ॥
পদ্মার করুণা শুনি, হৃদয়ে চিন্তিত মুনি,
বলে দুঃখ না ভাবহ মনে।
পাইবা যে পুত্রবর, সুখ ভোগ ক্ষমা কর,
বিপ্র শ্রীজানকীনাথ ভনে ॥

আস্তিকের জন্ম।

পয়ার।

বেদ মন্ত্র পড়িয়া কৌতুক মুনিবর।
“অস্তি” বলি হস্ত দিল মনসা উদর ॥
মুনির প্রতাপে তবে জন্মিল কুমার।
আস্তিক বলিয়া নাম রাখিল তাহার ॥

অতি সুলক্ষণ হ'ল মুনির কুমার।
স্ত্রী পুত্র এড়িয়া তবে জায় জরৎকার॥
বদরিকাশ্রমে গেল সেগন্ধমাদনে।
একেশ্বর মুনিবর যোগ চিন্তে ধ্যানে॥
কত দিন বিলম্বে শুনিল পশুপতি।
দৌহিত্র দেখিতে শিব চলে শীঘ্র গতি॥
দেবগণ ল'য়ে শিব আসিল আপনে।
নানাবিধ মঙ্গল করিল ততক্ষণে॥
চূড়াকরণ করায় আর যত কর্ম্ম।
একে একে করিল যেমত কুলধর্ম্ম॥
যজ্ঞোপবীত দিয়া সে দুই কুমারে।
গুরু স্থানে পাঠাইল বেদ পড়িবারে॥
পড়িয়া শুনিয়া তাঁরা হ'য়ে বিচক্ষণ।
ধনঞ্জয় আস্তিক চলিল তপোবন॥
কতকাল তপস্যা করিল তপোবনে।
মনসার যত কথা শুন সাবধানে॥
নেতার সহিতে যুক্তি করিয়া মনসা।
কালীদহ তীরে গিয়া করিলেন বাসা॥
লক্ষ লক্ষ নাগের যোগান সারি সারি।
কালীদহে রহে দোঁহে নেতা বিষহরী॥
চৌকাঠ কপাট আর নাগের দুয়ার।
চারিধারে রহে নাগ দিয়ে পাটোয়ার॥
নাগেশ্বর নামে নাগ মনসার দ্বারী।
আর এক নাগ হয় পদ্মার ভাণ্ডারী॥
বিষে মত্ত হইয়া রহিল নাগেশ্বরী।
চৌদিকে রহিল যত সর্প সারি সারি॥
হেন মতে কৌতুকেতে জয় বিষহরী।
আনন্দে রহিল তথা নেতা সঙ্গে করি॥
কালীদহে মনসা রহিল এইরূপে।
জল স্থল কানন বেড়িয়া রহে সাপে॥
হরষিতে বিষহরী রহিলেন তথা।
মন দিয়া শুন চন্দ্রধর জন্ম কথা॥
বিপ্র শ্রীজানক নাথ মনসার দাস।
চন্দ্রধর জন্ম কথা করিল প্রকাশ॥

চন্দ্রধরের জন্ম ও বিবাহ।

পয়ার।

পশুসয়া নামেতে তপস্বী শূদ্র জাতি।
সর্ব্বদা করেন পূজা শঙ্কর পার্ব্বতী॥
ফল মূল খায় আর পরে বৃক্ষ ছাল।
হৃষ্ট মনে হরগৌরী পূজে চিরকাল॥
গঙ্গাতে নামিয়া মুনি তপস্যা করিতে।
দেখিল পক্ষীর ছানা ভাসি যায় স্রোতে॥
ব্যাকুল হইল ছানা ঢেউ তোল পাড়ে।
উড়িতে না পারে রাও করে ধীরে ধীরে॥
তাহা দেখি সকরুণ মুনির অন্তর।
দুই গোটা ছানা ল'য়ে আসিলেন ঘর।
লালিয়া পালিয়া ছানা করিলেন বড়।
বাসা নিৰ্ম্মাইয়া দিল বৃক্ষের উপর॥
বাসা পেয়ে পক্ষিগণ তথা ডিম্ব পাড়ে।
শতে শতে পক্ষী হ'ল বৃক্ষের কোটরে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।
মনসার নাগে পক্ষীছানা ধরিয়া খায়॥
গাছেতে থাকিয়া পক্ষী ডা'কে উচ্চৈঃস্বরে।
হেনকালে তপস্বী আসিল নিজ ঘরে॥
শাবক শোকেতে পক্ষী পায় মহাতাপ।
শোকেতে কাতর হয়ে কর‍য়ে বিলাপ॥
পক্ষী না রহিল তথা পেয়ে নাগ ভয়।
দেখিয়া তপস্বী তবে আকুল হৃদয়॥

পক্ষীর কারণে শোক তপস্বী পাইয়া।
মহাদুঃখ পায় শোকে কাতর হইয়া ॥
শোকেতে হৃদয় পোড়ে জীবনে নিরাশ।
সর্প ভয়ে তপস্বী ছাড়িল গৃহবাস ॥
কাম্যক কাননেতে তপস্বী বাসা করে।
সর্পেতে আমাকে যেন লঙ্ঘিতে না পারে ॥
আমাকে দেখিয়া যেন সর্প ধায় ডরে।
এই সত্য করিয়া তপস্বী তথা মরে ॥
ধনঞ্জয় রাজার তনয় কোটীশ্বর।
গন্ধবেনে জাতি তার চম্পকেতে ঘর ॥
রাজা হ'য়ে রাজ্য পালে করে নানা সুখ।
তাহার রাজ্যেতে কেহ নাহি পায় দুঃখ ॥
পুত্র নাহি কোটীশ্বর চিন্তে মনে মনে।
শঙ্কর ভবানী পূজে পরম যতনে ॥
পূজা পেয়ে তুষ্ট হয়ে ভবানী শঙ্কর।
প্রসন্ন হইয়া তাঁরে দিলা পুত্র বর ॥
পাইবা উত্তম পুত্র নানা রূপে গুণে।
আমাতে পরম ভক্তি বিখ্যাতভুবনে ॥
নানা কীর্ত্তি নানা যশঃ ঘুষিবে সংসার।
চন্দ্রধর বলি নাম রাখিবা তাহার ॥
এই বর দিয়া গেল ভবানী শঙ্কর।
তুষ্ট হ'য়ে কোটীশ্বর চলিলেন ঘর ॥
তবে কত দিন পরে হরগৌরী বরে।
পশুসয়া জন্মিলেক কোটীশ্বর ঘরে ॥
জন্মিল কুমার এক কোটীশ্বর ঘর।
নানা রূপ গুণ যুক্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ॥
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দান করে বহুধন।
সুভক্ষণে পুত্র মুখ করে দরশন ॥
ষষ্ঠী পূজা করিলেক বিবিধ বিধানে।
চন্দ্রধর নাম রাখে শিবের বচনে ॥
পূর্ব্ব পুণ্য ফলে হয় কুমার সুমতি।
বাপের আদেশে পূজে শঙ্কর পার্ব্বতী ॥
ফল মূল ধূপ দীপ অশেষ প্রকারে।
নানা উপহার দিয়া পূজে মহেশ্বরে ॥
খড়্গেতে কাটিয়া তবে আপনার শিরঃ।
পাত্র ভরি দেয় শিশু সমাংস রুধির ॥
পূজা কালে শিঙ্গা বাদ্য করে মহামতি।
যোড় হস্তে স্তব করে করিয়া প্রণতি ॥
মহাদেব মহেশ্বর মহেন্দ্র মহেশ।
মহাযোগী রুদ্র আর ভৈরব বিশেষ ॥
শঙ্কর ত্রিশূলী হর ভক্তি কল্পতরু।
বৈকুণ্ঠ পরম ব্রহ্ম শিব শম্ভু গুরু ॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি দেব নারায়ণ।
ভিন্ন নহে তিন রূপ পরম কারণ ॥
তুষ্ট হ'য়ে দেখা দিলা ভবানী শঙ্কর।
কিবা বর চাহ চাঁদ বলহ সত্বর ॥
প্রণাম করিয়া চাঁদ শিবের চরণ।
বলে মহাজ্ঞান দান কর পঞ্চানন ॥
স্তবেতে হইয়া তুষ্ট দেব ত্রিপুরারি।
মহাজ্ঞান দিয়া বলে রাখ যত্ন করি ॥
মনেতে রাখহ জ্ঞান না বল কাহাকে।
আপনার মনে রাখ দিলাম তোমাকে ॥
তুষ্ট হ'য়ে মহেশ্বর দিল মহাজ্ঞান।
বর পেয়ে চন্দ্রধর গেল নিজ স্থান ॥
কহিল অনেক কথা ভবানী শঙ্কর।
ভক্তি ভাবে প্রণাম করেন চন্দ্রধর ॥
উদ্যোগ করিতে তাঁর বিবাহ কারণ।
স্থানে স্থানে পাঠাইয়া দিলেন ব্রাহ্মণ ॥
শঙ্খপতি নামে সাধু মাণিক্য পাঠনে।
তাঁর ঘরে আছে কন্যা নানা রূপে গুণে ॥

জাতিতে পদ্মিনী কন্যা পরম সুন্দরী।
মদনের রতি কিবা ইন্দ্রের অপ্সরী ॥
সেই শশী মুখী কন্যা মিলিল উদ্যোগে।
তুলা রাশি নক্ষত্রেতে ভাল যোড়া লাগে ॥
নানাবিধ মহোৎসব করিল যতনে।
মঙ্গলাচরণ করে বিবাহের দিনে ॥
নানা রঙ্গে ফৌজ সাজে করি মহা রোল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
নারায়ণ দেব কহে মনসার দাস।
চাঁদের বিবাহ কথা করিল প্রকাশ ॥

লাচাড়ী ত্রিপদী--পটমঞ্জরী রাগ ॥

নানাবিধ বাদ্য বাজে, চন্দ্রধর বর সাজে
চতুর্দ্দোলে চড়ে মনোরঙ্গে।
শঙ্খপতি সাধু দেশে, চন্দ্রধর বর বেশে,
সাজিয়া চলিল চতুরঙ্গে ॥
তথা শঙ্খপতি নারী, সখীগণ সঙ্গে করি,
যত্নে সাজ করে সনকার।
সুরঙ্গসিন্দুর ভালে, কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে,
গলে দিল গজমতি হার ॥
হস্তেতে শঙ্খের বালা, বিচিত্র পুষ্পের মালা,
আর দিল হস্তের লেপন।
সোহাগ কাজল দিল; মুখচন্দ্র প্রকাশিল,
তোড়ল পড়িল দ্বিচরণ ॥
নানা বেশ সাজাইয়া, দিব্য বস্ত্র পরাইয়া,
আনে কন্যা সভা বিদ্যমান।
দেখিয়া কন্যার রূপ, বর তার অনুরূপ,
প্রশংসা করিল জনে জন ॥
দেখিয়া সনকী মুখ, চাঁদ হাসে পে'য়ে সুখ,
হয় কন্যা জাতিতে পদ্মিনী।
মুখচন্দ্রিকার কালে, চন্দ্রধর কুতূহলে,
শুভদৃষ্টি করে পুনি পুনি ॥
তোলাতুলি সাত বার, দিয়ে পুষ্পমালা হার,
সখীগণে জয়কার দিল।
কন্যা বর কৌতূহল, মালা করিল বদল,
দুই ডিম্ব নিছিয়া ফেলিল ॥
বিধিমতে সম্প্রদান, করি বহু ধন দান,
যৌতুক দিলেন বহুতর।
বর কন্যা ঘরে নিয়া, পাশা খেলা খেলাইয়া,
ভোজন করায় ক্ষীর শর ॥
পরে বর যাত্রগণে, খাওয়াইল সযতনে,
শঙ্খপতি হরিষ অন্তর।
নারায়ণ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
বিবাহ কৌতুক মনোহর ॥

চন্দ্রধরের বাণিজ্যে গমন ও গোপাল
কর্ত্তৃক মনসা পূজা ও মল্লা কর্ত্তৃক
পূজা নিষেধ।

পয়ার

বিবাহ করিয়া তবে রাজা চন্দ্রধর।
বিদায় হইয়া গেলা আপনার ঘর ॥
কত কাল অস্ত্রশিক্ষা করিল বিস্তর।
বহু ধন দান করে চাঁদ সদাগর ॥
রাজা হয়ে চন্দ্রধর বসে সিংহাসন।
ধর্ম্মতঃ বিচারে প্রজা করেন পালন ॥
মহাজ্ঞান চন্দ্রধর যে দিনে পাইল।
সেই দিন হ'তে নাগ সে রাজ্য ছাড়িল ॥

যত নাগ পায় চাঁদ কাটিয়া ফেলায়।
সর্পগণ মারিয়া আপনে বিষ খায়॥
মহাজ্ঞান তেজে চাঁদ বিষ জীর্ণ করে।
শিব শিষ্য তাঁরে কেহ মারিতে না পারে॥
চাঁদ নাম শুনিয়া পলায় যত সাপ।
খণ্ডায় নাগেরে মারি পূর্ব্ব জন্ম তাপ॥
এই মতে চন্দ্রধর আছে নানা সুখে।
নানা রাজ্য জিনি ধন আনে লাখে লাখে॥
পাত্র সনে যুক্তি করি রাজা চন্দ্রধর।
বাণিজ্য করিতে চলে হরিষ অন্তর॥
রত্নাবতী শহর পাইল দুই মাসে।
বিক্রম কেশর রাজা বসে সেই দেশে॥
শহরের ব্যবহার কহিতে না পারি।
বিচিত্র নির্ম্মাণ যেন গন্ধর্ব্বের পুরী॥
হরষিত হ'য়ে নৌকা ঘাটে চাপাইল।
রাজাকে ভেটীয়া চাঁদ তথায় রহিল॥
আপনার মন সুখে করে বিকীকিনী।
মনসা লইয়া শুন অপূর্ব্ব কাহিনী॥
বিহার করিতে পদ্মা সানন্দিত মনে।
কৌতুক করিয়া দেবী ফিরে স্থানে স্থানে॥
নেতার সহিতে দেবী যুক্তি স্থির করি।
পরম সানন্দে আছে জয় বিষহরী॥
হোছনের পুরীতে যাইয়া পদ্মাবতী।
গোপাল শিশুর মধ্যে গেলা শীঘ্র গতি॥
রথেতে থাকিয়া পদ্মা ক্ষীর মাগে গোঠে।
গোপ শিশুগণ ক্ষীর নাহি দিল মাঠে॥
কুপিত হইয়া পদ্মা চাহে আর আঁখি।
ঢলিয়া পড়িল শিশু পদ্মাবতী দেখি॥
রথের উপরে দেখি জয় বিষহরী।
গোপাল নৃপতি বলে কর যোড় করি॥
রাখাল জীয়াও মাতঃ জয় বিষহরী।
সকল গোপাল মিলি তোমা পূজা করি॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত হ'য়ে পদ্মাবতী।
পূজা করিবারে মাতা করেন আরতি॥
ততক্ষণ গোপগণ মণ্ডপ তুলিল।
বিবিধ বিধানে সবে পদ্মাকে পূজিল॥
পূজা পেয়ে পদ্মাবতী গোপাল রাজার।
জীয়াইয়া দিল তবে গোপাল কুমার॥
এক মল্লা যেতে ছিল ভিক্ষা মাগিবারে।
দেখিল পদ্মাকে পূজে মণ্ডপ ভিতরে॥
বিচ্‌মিল্লা বলিয়া মোল্লা হাত দিল কাণে।
সৈদরাজ পুরে কেন পূজে হিন্দুগণে॥
জানাইব গিয়া আমি যথা সৈদরাজ।
গোঠ মাঝে হিন্দুর পূজার নাহি কাজ॥
কবিতা করিল যদুনাথ শুদ্ধ মতি।
লাচাড়া রচিতে বর দিল পদ্মাবতী॥

লাচাড়া, ত্রিপদী—পটমঞ্জুরী রাগ।

মল্লা বেটা মোটা মুখ, তিলে তিলে ফেলে থুখ,
ভাঙ্গা এক ইজার পরনে।
ভগ্ন তাকিয়া শিরে, ঘন ঘন মাথা নাড়ে,
সাদিয়ারে ডাকে ঘনে ঘনে॥
মল্লা বলে ভাঙ্গ ঘট, উঠাও করণ্ডি পট,
নাগগণে যাঁহা তাঁহা মার।
হারামজাদাকে মার, হালাল্‌জাদাকে ছাড়,
মারিয়া উঠাও হারাম্ খোর॥
মল্লা বেটা ডাক ছাড়ে, গোপাল মিলিয়া ধরে,
মল্লা সনে বাধে মহারণ।
গোপাল মল্লারে মারে, বুকে হাঁটু দিয়া ধরে,
মল্লা বলে সায়রে জীবন॥

মল্লা বলে আল্লা আল্লা,নামার গোপাল পোলা,
হয়াতে পাঠাও মোর ঘর।
বিপ্র জগন্নাথ কয়, মল্লা বলে সবিনয়,
সুখে তোরা নাগপূজা কর ॥

গোপালগণের বিরুদ্ধে হাচন হোচেনের নিকট মল্লার নালিশ ও হাচন হোচেনের সৈন্যসজ্জা।

পয়ার।

তবে মল্লা চলিলেন রাজার গোচরে।
করযোড় করিয়া লাগিল বলিবারে ॥
কি কহিব আরে দেওয়ান তোমা বিদ্যমান।
গোপগণ করে মোর যত অপমান ॥
জগন্নাথ পণ্ডিতের কবিতা লহরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী—ত্রিপদী। পটমঞ্জরী রাগ।

কান্দে মোল্লা তরি দুঃখসিন্ধু।
হোচেনের আগে কয়, সৈদ কাজির তনয়,
অপমান দিল বেটা হিন্দু ॥
কাফের হিন্দুরা পূজে,আমি যাই গোঠ মাঝে,
দেখি করি হিন্দু পূজা মানা।
গোয়ালা গোয়ালী যত, যুবা বৃদ্ধ শত শত,
অপমান করিল লাঞ্ছনা ॥
জবা করিবারে মোরে,বুকে হাঁটু দিয়া ধরে,
উফারিল আল্লার নুর দাড়ি।
ঘাড় ভাঙ্গে মোচাড়িয়া,নাক ভাঙ্গে লাথি দিয়া,
লোহ পড়ে নিবারিতে নারি ॥
গোয়ালার হাত শানে, রাখাল ধরিয়া টানে,
গলে বান্ধি ছাগলের দড়ি।
টানি আনে হিছড়িয়া,উঠানেতে ফেলাইয়া,
মার্গেতে দিবারে চাহে ছড়ী ॥
নাকে মুখে লোহ পড়ে, ইসাদা করিব কারে,
আরো মোরে রাখিল বান্ধিয়া।
পদ দড়ি দাঁতে কাটি, হাতে মুছি মুখ মাটি,
রাতারাতি আসি পলাইয়া ॥
শুনিয়া মল্লার বাত, কোপে জ্বলে সৈদ নাথ,
মোর দেশে কেন হিন্দু আনা।
বিপ্র যদুনাথ কয়, মনসা চরণ ময়,
বাইশ হাজার সাজে সেনা ॥

পয়ার।

শুনিয়া মল্লার বাণী হাচন হোচন।
আপনার সর্ব্ব সৈন্য করিল সাজন ॥
সাজ সাজ করি ডাকে হাচন হোচন।
বাটে করি সাজ কর হস্তী অশ্বগণ ॥
হোচনের হুকুমে সকল সেনা সাজে।
আশী গোটা তখনে চলন বাদ্য বাজে ॥
ঘরে ঘরে পড়ি গেল যুঝিবারে সাড়া।
লাখে লাখে হস্তী চলে লাখে লাখে ঘোড়া ॥
আঁকাই হাঁকাই সাজে মাধাই মফুল।
এজিদ রেজিদ সাজে কাজি যে বহুল ॥
পাইক পেয়াদা সাজে বলি আল্লা আল্লা।
সৈদ কাজিগণ সাজে আর সাজে মল্লা ॥
কার হাতে ডাণ্ডা বাড়ী কার হাতে বাণ।
খলিফা সকল সাজে ছাড়িয়া কোরাণ ॥
যদুনাথ পণ্ডিতের কবিত্ব লাচাড়ী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

সাজে কাজি হ'য়ে ক্রোধ মতি।
সাজে কাজি নৃপবর, সঙ্গে সৈন্য বহুতর,
নিশান চালায় শীঘ্রগতি॥
নিজ ঠাট সঙ্গে করি, কাজি চলে ত্বরাত্বরি,
করিয়া বিবিধ বাদ্যধ্বনি।
বাজে ঢাক জয়ঢোল, করি মহা গণ্ডগোল,
শব্দ শুনি কাঁপয়ে মেদিনী॥
সৈদ কাজি বহুতর, রায়বাঁশিয়া বিস্তর,
যুদ্ধ হেতু চলিল তখনি।
পিনাক বিপুল বাঁশী, ঝাঝর মৃদঙ্গ কাঁসি,
করতাল বাজে পুনি পুনি॥
মন্দিরা শেতারা বাজে, নানাবর্ণে সৈন্য সাজে,
দোতারা সানাই করে রা।
তবল ডম্বরু নানা, বাজে বহু সংখ্য বীণা,
শুনি উল্লাসিত সর্ব্বগা॥
সাজিল মল্লার ঠাট, যুড়িয়া নাগর বাট,
চলি যায় যুদ্ধের সাজন।
ধর মার করি যায়, ঊর্দ্ধ মুখ করি ধায়,
যুদ্ধ হেতু সানন্দিত মনে॥
করি সবে জয় বাদ, ঘন পুরে সিংহনাদ,
ধনুক টঙ্কারে ঘনে ঘন।
কেহ কেহ করে লাস, কাহারো মুখেতে হাস,
কেহ কেহ মন্থর গমন॥
কেহ চলে শীঘ্র গতি, কেহ কেহ মন্দগতি,
কাহারো বা মনেতে সংশয়।
কেহ হাতাহাতি যায়, কেহ বা একক ধায়,
কেহ বলে করিব প্রলয়॥
কেহ কহে হিন্দী কথা, কেহ বলে কাটি মাথা,
কেহ বলে করি জাতি নাশ॥
কেহ ক্রোধ করি বলে, ধরিব হিন্দুর চুলে,
কেহ বলে করিব বিনাশ॥
ডাকে ঘন সৈদ নাথ, দাড়িতে বুলায় হাত,
বলে মোরে যা করে খোদায়।
সবে পুরস্কার দিব, চা'ল কলা খাওয়াইব,
যদি হিন্দু পূজা ফেলি ধায়॥
ধীর যদুনাথ বলে, পদ্মার চরণ তলে,
হইবারে তাঁর নিজ দাস।
যেবা পড়ে যেবা শুনে, হৃষ্টচিত্তে একমনে,
মনসা করয়ে শত্রুনাশ॥

কাজি কর্ত্তৃক মনসার পূজা ভঙ্গ ও সর্পগণ কর্ত্তৃক কাজি ও রমণীগণের লাঞ্ছনা ও বিলাপ।

পয়ার।

এই বেশে কাজি তবে সৈন্য করি সঙ্গে।
পূজা স্থানে চলি গেল মনের তরঙ্গে॥
চিনিল পূজার স্থান করি অনুমান।
ক্রোধ হ'য়ে কাজি বলে হিন্দু ধরি আন॥
আশার আঘাতে ঘট করে খণ্ড খণ্ড।
চন্দ্রাতপ ছিঁড়িয়া করিল লণ্ডভণ্ড॥
ঘট ভাঙ্গি ফুল ছিটে উক্‌কলা খায়।
আতপ তণ্ডুল যত সকলে চিবায়॥
পূজা ভাঙ্গি কাজি আর ফুল ছিটে পায়।
বিচারিয়া যত দ্রব্য সকলে লোটায়॥
নৃপতি গোপালে তবে রাখে বন্দী করি।
জাতি নাশ করে যত গোপালের নারী॥

খাইয়া পূজার দ্রব্য মণ্ডপ পুড়িয়া।
আপনার ঘরে কাজি গেলেন চলিয়া॥
দেখিয়া মনসা দেবী বিষাদ অন্তরে।
হংসরথে আরোহিয়া চলেন সত্বরে॥
পদ্মা বলে, শুন নেতা আমার বচন।
অপমান করে মম হাচন হোচন॥
যত সব নাগ ডাকি আন শীঘ্র গতি।
যুদ্ধ করিবারে যাব হোচন সংহতি॥
পদ্মার বচনে নেতা ধামনা নাগেরে।
পাঠাইয়া দিল যত নাগ আনিবারে॥
পদ্মার আদেশ শুনি যত নাগগণ।
সাজিয়া চলিল সবে করিবারে রণ।
যদুনাথ পণ্ডিতের কবিত্ব চাতুরী।
লাচাড়ী রচিতে বর দিলা বিষহরী॥

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

চল যত বিষধর, যুদ্ধ করিতে সত্বর,
কুলিরের পুত্র নাগরাজ।
মার হাচন হোচেনে, আর যত সৈদগণে,
তবে খণ্ডে আমার যে লাজ॥
কাজি করিল সঙ্কট, ভাঙ্গিল আমার ঘট,
নগরেতে পূজা করে মানা।
চলহ হোচন বাটী, নাগ নিয়া কোটি কোটি,
মর্ত্ত্যে রাখ যশের ঘোষণা॥
মম সনে করে বাদ, জীবনের কিবা সাদ,
কাজি বেটা আমাকে না মানে।
এত বলি বিষহরি, আনিয়া বিষের ঝারী,
বাঁটিয়া দিলেন নাগগণে॥
পদ্মার আদেশ পেয়ে, নাগগণ চলে ধেয়ে,
বিষে মত্ত নাগ কোটি কোটি।
বিপ্র যদুনাথ কয়, মনসা দেবীর জয়,
নাগবেড়ে হোচেনের বাটী॥

পয়ার।

বেড়িলেক নাগগণ সৈদরাজ বাড়ী।
সবে মিলি চতুর্দ্দিকে করে হুড়াহুড়ি॥
দেখি কোন সৈদ ধায় এড়িয়া কোরাণ।
বিচ্ মিল্লা বলিয়া কেহ ধরে দুই কাণ॥
যদুনাথ পণ্ডিতের কবিতা লহরী।
রচিতে লাচাড়ী বর দিল বিষহরী॥

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

বাহির হইল সৈদ বেটী।
কাজি মল্লাগণ লড়ে, সৈন্যগণ ধায় ডরে,
নাগে বেড়ে হোচেনের বাটী॥
ধরে কাজি বিবি হাতে, চাহে পলাইয়া যেতে,
চৌদিকে বেড়িল বিষধরে।
কাজি বলে প্যাদা ভাই, রাখ বিবি তোর ঠাই,
নিয়ে যাও বনের ভিতরে॥
পেয়াদা ধরিয়া হাতে, নিয়া যান বন পথে,
বিবির মনেতে বড় রঙ্গ।
বিবি বলে ত্বরা চল, কাজি হতে তুমি ভাল,
যায় কাজি রণে দিয়া ভঙ্গ॥
শুনিয়া বিবির কথা, প্যাদা করে হেঁট মাথা,
লুকাইয়া রাখে গুপ্ত স্থানে।
মনসার শ্রীচরণ, শিরেতে করি বন্দন,
বিপ্র জানকীনাথ ভণে॥

পয়ার।

বিবিগণ পলাইতে বনের ভিতর।
হেন কালে দেখে বিগতিয়া বিষধর ॥
উৎপল সদৃশ মুখ বিবির দেখিল।
কৌতুকী হইয়া নাগ ইজারে পশিল ॥
পাইয়া কোমল স্থান বিবিকে দংশিল।
বাপ বাপ করি বিবি চীৎকার ছাড়িল ॥
নাগের দংশনে বিবি অস্থির হইয়া।
দারুণ বিষের তেজে পড়িল ঢলিয়া ॥
যদুনাথ পণ্ডিতের কবিতা সুন্দর।
লাচাড়ী রচিতে পদ্মাবতী দেন বর ॥

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

হেররে মিনার মাতা মোরে।
থাকি ইজার ভিতরে, কামড়াল মোরে,
বিষে সর্ব্বশরীর বিদরে ॥
কাজি আজি কোথা গেল, নাগ সঙ্গে বাদ কৈল,
কেবল আমার বধ লাগি।
বিষে হয় তনু শেষ, সহিতে না পারি ক্লেশ,
কাজি হবে মম বধ ভাগী ॥
বিবিকে খাইল নাগে, বেড়ী কান্দে নারী ভাগে,
বিষে বিবি গড়াগড়ি যায়।
চাহে কাজি উঁকি দিয়া, জান দিল প্রাণপ্রিয়া,
ইজার তুলিয়া কাজি চায় ॥
কনক বি নামেতে দাসী, কাজিকে বলিল আসি
কে মোরে পুষিবে রাত্রদিনে।
শুন বলি বুড়া কাজি, কুদিন হইল আজি,
ঝাড় বিবি জিউক পরাণে ॥
কোরাণ কিতাব ছাড়, ফু দিয়া আপনি ঝাড়,
ভিন্ন ওঝা দেখিতে না পারে।
ঝাড়ে কাজি ফুৎকারিয়া, ভ্রমরা মন্ত্র পড়িয়া,
মৃতদেহ রাখিয়া গোচরে ॥
হুলাহুলি খুলাখুলি, খাশা বিবি পেলাপেলি,
গেল সবে জলে ভরিবারে।
বিগতিয়া নাগে দেখে, জামার ভিতরে ঢুকে,
কামড়ায় ইজার ভিতরে ॥
স্তনেতে কামড় দিল, বিবি ঢলিয়া পড়িল,
কান্দি বিবি ধরণী গড়ায়।
ঝাড়ে তারে বৃদ্ধ ওঝা, আরে ছাড়ে মূচ্ছা খোজা,
কাজি পরে ওঝার তুপায় ॥
তুলারি নামেতে চেড়ী, যেতেছিল ওঝা বাড়ী,
পথে তারে দংশিল তক্ষকে।
তুলারি মরিল দেখি, কাজি কান্দে হয়ে দুঃখি,
পাকন পাকায়ে দিবে কে ॥
বুড়া কাজি দরবেশ, তাহার সকল দেশ,
মুখে তাঁর কাঁচা পাকা দাড়ী।
পদ্মার নাগে পাইল, বুকেতে কামড় দিল,
পথে পড়ি যায় গড়াগড়ি ॥
কামাল আর জামাল, আর যত ছাওয়াল,
একে একে যত কাজি মল্লা।
তকেয়াতে প্রবেশিয়া, নাগ নামে বিগতিয়া,
খাইল পদ্মার গেল বল্লা ॥
বিগতিয়া খায় যত, তাহারা বর্ণিব কত,
কত কত রহিল পড়িয়া।
বিপ্র জগন্নাথ কয়, মনসা দেবীর জয়,
কাজি মল্লা পড়িল ঢলিয়া ॥

পয়ার।

তবে বিগাতিয়া নাগ হরিষ অন্তরে।
জোলাকে দংশন করে যেয়ে তার ঘরে॥
বিচ্‌মিল্লা বলিয়া জোলা ঘন ডাক ছাড়ে।
কি গুণা করিনু আমি জন্মজন্মান্তরে॥
হেন মায়া করিলেন জয় বিষহরী।
জোলার জোলানী কাঁদে জোলা কোলে করি॥
ঢলিয়া পড়িল জোলা ধরণী উপর।
বিপ্র জগন্নাথ কহে মনসা কিঙ্কর॥

লাচাড়া—ত্রিপদী।

শোকে কান্দে জোলার যে নারী।
প্রথম বয়স নারী, নাগে মোরে করে রাঁড়ী,
কার প্রভু করিলাম চুরি॥
তানা বুনান সময়, শয় মিলাইতে শয়,
বিচার করিতে গাছি গাছি।
এক গৃহস্থের তানা, কত পাকে দিতে হানা,
নলীতে ভরিতে বাছি বাছি॥
এই হোচনের বাটি, সাত পুরুষের মাটি,
সাঙ্গা বিভা বর্ণ পরিপাটি।
তুমি হেন বিনাদিয়া, গেলা আমাকে ছাড়িয়া,
কি মতে স্বহস্তে দিব মাটি॥
মরি গেল জোলা শালা, ভাতার ধরিব ভালা,
মাটি দেও বলে করি ত্বরা।
বিপ্র যদুনাথ কয়, মনসা দেবীর জয়,
বালাই আমার মলা চোরা॥

কাজি নারী কর্ত্তৃক মনসার স্তব, হাচন হোচন কর্ত্তৃক মনসার পূজা এবং নেতা সহ মনসার চম্পকে গমন।

পয়ার।

সৈদের পুরিতে উঠে ক্রন্দনের রোল।
স্বামী, পুত্র, বাপ, ভাই এই মাত্র বোল॥
জোলার জোলানী কান্দে কাজির কাজিনী
সৈদের সৈদানী কান্দে মল্লার মল্লানী॥
এ মতে ক্রন্দন করে যত বিবিগণ।
কান্দিয়া বিকল সবে বিষাদিত মন॥
শোকেতে কাতর হ'য়ে ধরণী লোটায়।
কান্দিয়া পড়িয়া কহে মনসার পায়॥
তুমি দেবী নারায়ণী জগতের মাতা।
ইন্দ্রাণী চন্দ্রাণী তুমি শঙ্কর দুহিতা॥
একবার নাগ মাতা করহ করুণা।
জীয়াও কাজির সৈন্য পূজা নাহি মানা॥
কাজিকে জীয়াও দিব নব লক্ষ পূজা।
তুমি বিনে বাঁচাইতে আর নাহি ওঝা॥
তুমিই ব্রহ্মাণী মাতা নাগের জননী।
একবার কৃপা সবে করহ ব্রাহ্মণী॥
জীয়াইয়া দেও দেবী কৃপাবলোকনে।
এই দেশে তোমাকে পূজিবে জনে জনে॥
মায়ার সাগর পদ্মা অনাথের গতি।
সদয় হইলা শুনি নারীগণ স্তুতি॥
কৃপাযুতা নাগ মাতা হইয়া তখনে।
দৃষ্টে জীয়াইলা দেবী অমৃত নয়নে॥
জীবন পাইয়া উঠে যত কাজিগণ।
ভজিয়া পড়িল সবে পদ্মার চরণ॥
রাচলা উত্তম স্থান নদী তীরে গিয়া।
ব্রাহ্মণ সজ্জন যত আনিল ডাকিয়া॥

ব্রাহ্মণ পড়েন বেদ বিবিধ বিধানে।
হংস ছাগ মৈষ ভেড়া বলি দিতে আনে॥
লক্ষ বলি দিয়া পূজে হাচন হোচন।
পূজা পেয়ে পদ্মাবতী সানন্দিত মন॥
পাইয়া কাজির পূজা হর্ষ কলেবর।
হোচেনের বর দিয়া হইলা অন্তর॥
লইয়া কাজির পূজা জয় বিষহরী।
চম্পকে চলেন দেবী নেতা সঙ্গে করি॥
হাসিতে খেলিতে গেলা সমুদ্রের কূলে।
ঝালু মালু জাল বাহে মন কৌতুহলে॥
হেনকালে দেখিলেন চম্পক নগর।
দেব পুরী জিনি শোভা অতি মনোহর॥
অতি উচ্চ বৃক্ষ সব দেখিতে বিশাল।
গুয়া নারিকেল আর শাল যে পিয়াল॥
আম জাম শ্রীফলাদি কাঁটাল প্রচুর।
অতি বড় উচ্চ তরু তাল যে খেজুর॥
নানা বর্ণের প্রাচীর দেখিল সারি সারি।
দেখিতে সুন্দর যেন ইন্দ্রের নগরী॥
নেতা স্থানে জিজ্ঞাসা করেন বিষহরী।
বল শুনি নেতা এই কোন দেব পুরী॥
নেতা বলে এই পুরী চম্পক নগর।
ইহাতে বসতি করে রাজা চন্দ্রধর॥
যার ডরে সর্পগণ নিকটে না যায়।
নাগ পে'লে চন্দ্রধর মারিয়া ফেলায়॥
সেই হেতু তাঁর দেশ ছাড়ে বিষধর।
কহিলাম তব স্থানে যতেক খবর॥
শুনিয়া নেতাকে বলে জয় বিষহরী।
তুমি আমি চল যাই চম্পক নগরী॥
নগরের লোকে আমা পূজিবে সর্ব্বথা।
হেন কর্ম্ম কর যেন লোকে করে আস্থা॥
এ বলিয়া পদ্মা তবে নেতা হস্তে ধরি।
চম্পক নগরে যায় জয় বিষহরী॥
বলরাম দাস কহে বন্দি বিষহরী।
চাঁদের কুদিনে যায় চম্পক নগরী॥

লাচাড়ী ত্রিপদী মল্লার রাগ॥

দেখি বলে নাগমাতা, প্রাণের ভগিনী নেতা,
এই বুঝি চম্পক নগরী।
অতিশয় মনোহর, দেখিতে সুন্দর বড়,
মর্ত্ত্যে যেন দেবরাজ পুরী॥
বীণা বাঁশী শঙ্খ ধ্বনি, সানায়ী মৃদঙ্গ শুনি,
ভেরী বাজে নাহি লেখা যোঁকা
রতন মন্দিরোপরে, সেতের পতাকা উড়ে,
যেন দেখি কৃষ্ণের দ্বারকা॥
পাথরের দেওয়াল, শোভা করে অতি ভাল,
তাতে আছে শঙ্খ চক্র আঁকা।
পুরী পরিষ্কার বড়, দ্বারে তুলসীর ঘর,
যেন শোভে রাবণের লঙ্কা॥
নেতা বলে পদ্মাবতী, ভ্রম হল তব মতি,
কোথা দেখ ইন্দ্রের নগরী।
এই যে চম্পক পুরি, বসে চাঁদ অধিকারী,
পত্নী তাঁর সনকা সুন্দরী॥
শুনিয়া নেতার কথা, হরষিত নাগ মাতা,
ধন্য পুরি ধন্য তাঁর নাম।
যাইব তাঁহার পুরি, যদি পূজে যত্ন করি,
সংক্ষেপে রচিল বলরাম॥

যোড় লাচাড়ী, ভাগ।

ঝালু মালু পার কর চম্পকেতে যাই।
চাঁদের বাপের শ্রাদ্ধ গেলে কিছু পাই॥
বেলা অবসান হয় ভিক্ষা না পাইনু।
শিবগ্রামে থাকি কল্য উপবাসী ছিনু॥
তথায় শুনিনু আজি চম্পক নগরে।
চন্দ্রধর পিতা তাঁর পিতৃ শ্রাদ্ধ করে॥
ঝালু মালু বলে যাই মৎস্য ধরিবারে।
বিলম্ব হইলে গালি দিবে সদাগরে॥
অন্য নায়ে পার হও বিধবা ব্রাহ্মণী।
অভিশাপ নাহি দিও ব্রাহ্মণ গৃহিণী॥
এ বলিয়া ঝালু মালু চলিল তখন।
রথে থাকি পদ্মাবতী চিন্তে মনে মন॥
কি মতে যাইব আমি নগর ভিতর।
গায় বৈদ্য জগন্নাথ পয়ার সুন্দর॥

ঝালু মালু প্রতি মনসার সদয় ও পূজাদেশ
এবং তৎ কর্ত্তৃক মনসার পূজা ও
সনকার প্রতি স্বপ্নাদেশ।

ধুয়া।

কে যাবে আনিতে জল যমুনার ঘাটে।
মেঘের বরণ কালা দেখে প্রাণ ফাটে॥

পয়ার।

এই মতে পদ্মাবতী ভ্রমে নিরন্তর।
যাইবারে শ্রদ্ধা মম চম্পক নগর॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পুনঃ গেলা খেয়া ঘাটে।
ঝালু মালু দুই ভাই দেখে নদী তটে॥
নায় থাকি জাল ফেলে সমুদ্র ভিতরে।
এক গোটা মৎস্য তার জালেতে না পড়ে॥
নিজরূপে পদ্মাবতী দেখা দিলা তারে।
সদয় হইয়া পদ্মা লাগে বলিবারে॥
পার কর যাই আমি চম্পক নগর।
খণ্ডিবে দুর্গতি তোর আমি দিলে বর॥
ঝালু মালু বলে মাও করি নিবেদন।
কি মতে করিব পার বলহ এখন॥
এই নৌকা নাহি সহে তিন জন ভার।
কি মতে করিব বল চারিজন পার॥
পদ্মা বলে ঝালু মালু নৌকা আন এথা।
চারিজন তোর নায়ে ধরিবে সর্ব্বথা॥
ঝালু মালু দুঃখ দশা খণ্ডিবার তরে।
চারিজন উঠে নায় তবু নাহি লড়ে॥
পার হ'য়ে নেতা পদ্মা চম্পকেতে যায়।
পাছে থাকি ঝালু মালু নেহারিয়া চায়॥
তিন জন ভার নায়ে কদাচ না সয়।
এ দুই মনুষ্য নহে জানিনু নিশ্চয়॥
এত ভাবি ঝালু মালু পাছে পাছে ধায়।
লোটাইয়া পড়ে দোহে মনসার পায়॥
প্রণতি করিয়া পদে করে নিবেদন।
পরিচয় দেহ মাতা না কর ভণ্ডণ॥
জাতিতে কৈবর্ত্ত মোরা অতি হীন জন।
বড় ভাগ্যে পাই তব আজি দরশন॥
দুর্গতি খণ্ডিল আজি জানিলাম মনে।
কোন অবতার মাতা পূজিব কেমনে॥
সন্তুষ্ট হইয়া পদ্মা লাগিল বলিতে।
পাতিয়া দেখহ জাল কি পাও তাহাতে॥
জাল তুলি যাহা পাও রাখিয়া যতনে।
সর্ব্বদা পূজিবে তাহা স্থাপিয়া আসনে॥
আমি বিষহরী হই কহিনু নিশ্চয়।
ধনে জনে বাড়ে যেন আমাকে পূজয়॥

এত বলি পদ্মাবতী করেন গমন।
ঝালু মালু জাল পাতে হয়ে হৃষ্ট মন ॥
সুবর্ণের পঞ্চ ঘট পাইল তাহাতে।
ঘরেতে চলিল ঝালু মালু হৃষ্ট চিতে ॥
যেইরূপে আদেশ করেন পদ্মাবতী।
পাইনু প্রত্যক্ষ ফল খণ্ডিবে দুর্গতি ॥
সাক্ষাতে দেখিনু দোঁহে পদ্মার চরণ।
প্রসন্ন হবেন মাতা জানিনু কারণ ॥
পণ্ডিত জানকী নাথ মনসার দাস।
বিষহরী অবতার করিল প্রকাশ ॥

লাচাড়ী ত্রিপদী পট মঞ্জুরি রাগ।

বন্দি জয় বিষহরী, মাথে ল'য়ে ঘট বারি,
ঝালু মালু চলি গেল ঘরে।
পদ্ম পুষ্প বিল্ব পাতে, দধি মধু ঘৃত তাতে,
পূজা করে নানা উপচারে ॥
দুর্গতি খণ্ডাল পদ্মা, নিত্যপূজে করি শ্রদ্ধা,
বিস্তর হইল ধন জন।
বাড়িলেক আচম্বিত, নানা রত্ন বিভূষিত,
পুরি দেখি অপূর্ব্ব লক্ষণ ॥
বাড়ে অনেক সম্পদ, মনোহর পরিচ্ছদ,
বর্ণেতে হইল শ্রেষ্ঠজন।
বিষহরী অবতার, কৈবর্ত্ত করে প্রচার,
সনক শুনিল বিবরণ ॥
রজনীর যোগে গিয়া, নিজরূপ দেখাইয়া,
স্বপ্ন কহে সনকার তরে।
যখন যে বর চাবে, সেইক্ষণে তাহা পাবে,
পদ্মা ঘট আন গিয়া ঘরে ॥

স্বপ্ন দেখি আচম্বিতে উঠি রজনী প্রভাতে,
স্বপ্ন কথা কহে সখি স্থানে।
চল ঝালু মালু ঘরে, পদ্মা ঘট আনিবারে
বিপ্র শ্রীজানকী নাথ ভণে ॥

পয়ার।

পদ্মা পূজি ঝালু মালু খণ্ডিল বিপদ।
আপনে মনসা দেবী বাড়ান সম্পদ ॥
বিশ্বকর্ম্মা আনি পদ্মা হুঙ্কার মারিয়া।
রাত্রি নিশা কালে পুরি দিল নির্ম্মাইয়া ॥
দোঁহাকার রূপ হৈল গন্ধর্ব্ব সমান।
নানা সুখ ভোগ করে নানা পরিধান ॥
নিজ পুরে থাকি শুনে সনকা সুন্দরী।
ঝাল মালু ঘরে মনসার ঘট বারি ॥
পদ্মার প্রসাদে সৃষ্টি হ'ল পুরি খানি।
নানা মত শুনি তার অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
হাতে গুয়া পান পরিধান পাট শাড়া।
মৎস্য বিকাইতে যায় ঝালু মালু নারী ॥
কৈবর্ত্ত নারীর রূপ সনকা দেখিয়া।
কহিতে লাগিল কথা হাসিয়া হাসিয়া ॥
গায় দ্বিজ বলরাম মনসার দাস।
পয়ার প্রবন্ধে করি লাচাড়ী প্রকাশ ॥

লাচাড়ী ত্রিপদী।

জালিয়ানী রূপ দেখি, বলেন সনকা সখি,
কহিবা আমাকে সত্য কথা।
পেয়ে কোন দেব বর, এতেক সম্পদ তোর,
না ভাণ্ডিবা কৈবর্ত্ত বণিতা ॥

দিব্যবস্ত্র পরিধান, মাথায় মৎস্য দোকান,
শুদ্ধ শঙ্খধর দুই হাতে।
মৎস্যগন্ধ দূরে গেল, কস্তুরী কুম্‌কুম্ হ'ল,
অপরূপ লাগয়ে দেখিতে ॥
সীমন্তে সিন্দুর পর, নয়নে কজ্জ্বল ধর,
চামরী জিনিয়া তোর কেশ।
মস্তকে দোকান করি, বিক্রি কর বাড়ী বাড়ী,
তোর রূপ দেখে ভোলে দেশ ॥
শুনি সনকার বাণী, ক্রোধে জ্বলে জালিয়ানী,
অশ্রু মুখি হ'য়ে চলে যায়।
অতিশয় সুলক্ষণ, দেখি জালিয়ানীগণ,
হস্তে ধরি সনকা বসায়।
শুনিয়া আমার কথা, মনেতে না ভাব ব্যথা,
এক কথা কহি তব স্থানে।
দ্বিজ বলরাম ভণে, দুঃখ জালিয়ানী মনে,
পর্ব্ব কথা কহ কি কারণে ॥

সনকা কর্ত্তৃক ঝালু মালুকে শত মণ স্বর্ণ
দানে পদ্মার ঘট আনায়ন ও ঝালু
মালু প্রতি মনসার
বর দান।

পয়ার।

সনকা বণিক্য মেয়ে নানা মায়া জানে।
ছল করি কহে কথা জালিয়ানী স্থানে ॥
এক কথা কহি আমি শুন দিয়া মন।
রজনীতে দেখিয়াছি অপূর্ব্ব স্বপন ॥
ধনী হইয়াছ তুমি প্রসন্ন দেবতা।
স্বপনে তোমার সঙ্গে করেছি সখ্যতা ॥
জালিয়ানী বলে তুমি নারী পতি ব্রতা।
স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছ না হয় অন্যথা ॥
সনকা কপট করি সে কথা বলিল।
ধীবর রমণী তাহা বুঝিতে নারিল ॥
যেইরূপে পদ্মা সনে হ'ল দরশন।
বিস্তারিয়া কহে কথা সনকা সদন ॥
পদ্মার চরিত্র কথা সনকা শুনিয়া।
বাটিতে পাঠায় তারে সন্তোষ করিয়া ॥
প্রথমে গোয়ালা পূজে জয় বিষহরী।
নানা উপহারে পূজে হোচেনের নারী ॥
সেই দেবী পূজা করি জালিয়া রমণী।
দারিদ্রতা খণ্ডিয়া হইল মহাধনী ॥
সেই ঘট আনি যদি পূজি পদ্মাবতী।
তাহার প্রসাদে আমি হব পুত্রবতী ॥
এক শত দাসী সঙ্গে সনকা লইয়া।
সুন্দর দোলাতে চড়ি গেলেন চলিয়া ॥
চারি পাশে বেড়িয়া সকল নারীগণ।
ঝালু মালু পুরে গিয়া দিল দরশন ॥
আনন্দিত সখিসহ সনকা সুন্দরী।
প্রবেশ করিল যেয়ে ঝালু মালু বাড়ী ॥
দেখি ঝালু মালু হয়ে চমকিত মন।
জিজ্ঞাসে এথায় মাতা কিসের কারণ ॥
ভক্তিতে সনকা বলে কৈবর্ত্ত গোচরে।
কিছু ধন ল'য়ে পদ্মা ঘট দেয় মোরে ॥
কর যোড় করি বলে সনকার স্থানে।
হেন অনুচিত বাক্য বল কি কারণে ॥
আগে আমা দোঁহাকার গলে দিয়ে ছুরি।
তবে নিতে পার মনসার ঘটবারি ॥
সনকা কৈবর্ত্ত বলে কিবা ভাব মনে।
এমত নিষ্ঠুর বাক্য বল কি কারণে ॥

আপনি আদেশ করিলেন বিষহরী।
তেকারণে নিতে আসি তাঁর ঘট বারি ॥
আমি পদ্মা পূজিতে বিরস ভাব মনে।
আপনার ভাগ্য তোর না বুঝ আপনে ॥
রাজা রাণীগণে পূজে বেদ বিধি মতে।
কৈবর্ত্তের পুত্র তোরা না জান পূজিতে ॥
জাতিতে কৈবর্ত্ত তোরা অতি হীন জাতি।
ছাড়িতে না পার কভু আপন প্রকৃতি ॥
আমি রাজরাণী আসি তোদের পুরিতে।
তোদের উচিত হয় সম্ভাষা করিতে ॥
সনকারে বলে ঝালু মালু কর যুড়ি।
আমাদের সম্পদ বাড়ান বিষহরী ॥
এই মুখে কিমতে বলিব হেন কথা।
মোদের করিতে নষ্ট তুমি এলে হেথা ॥
সনকা বলেন শুন কৈবর্ত্ত নন্দন।
বলে নাহি নিব ঘট দিব বহুধন ॥
এক শত মণ সোণা মাপিয়া লইয়া।
মনসার ঘট মোরে দেও সমর্পিয়া ॥
সনকা বলেন পুনঃ শুনহ ধীবর।
প্রশংসা রহিবে এই সংসার ভিতর ॥
ঝালু মালু বলে মাতা যাহা লয় মনে।
আমরা কি বলিবারে পারি তব স্থানে ॥
পায়ে ধরি সনকারে লাগে বলিবারে।
আনন্দেতে ঘট নিয়ে যাও নিজ ঘরে ॥
শত মণ সোণা দিল সনকা যুঁকিয়া।
ল'য়ে চলে পদ্মা ঘট মাথাতে করিয়া ॥
লইয়া পদ্মার ঘট গেল নিজপুরা।
কান্দি ঝালু মালু দোঁহে যায় গড়াগড়ি ॥
সকরুণে কান্দে দোঁহে হইয়া নিরাশা।
ঘাটেতে থাকিয়া শান্ত্ব করেন মনসা ॥
পদ্মা বলে ঝালু মালু না ভাব অন্তরে।
সুখভোগ কর দোঁহে আমার যে বরে ॥
আমাকে পূজিবে সদা সানন্দিত মনে।
বিস্তর সম্পদ দোঁহে পাবে দিনে দিনে ॥
আজি হতে পুত্র জ্ঞান করি তোমাদেরে।
ত্রিভুবনে ভয় তোরা না কর কাহারে ॥
আমি বর্ত্তমানে তোমাদের চিন্তা নাই।
আনন্দে তোমরা সুখে থাক দুই ভাই ॥
ঘট নিয়া নিজ পুরে সনকা চলিল।
নেতা পদ্মা দোঁহে মনে সন্তোষ হইল ॥
ছায়া মণ্ডপেতে যে'য়ে সনকা পৌঁছিল।
নারীগণ আসি তথা জয়কার দিল ॥
বেদী বান্ধি ঘটস্থিত করিল আসনে।
নানা উপহার দিয়া পূজে রাত্রদিনে ॥
শতে শতে মেষ ভেড়া হংস কবুতর।
হরিণ ছাগল বলি দিল বহুতর ॥
রাজ্যেতে পদ্মার পূজা হইল প্রচার।
যে জন যে বর চাহে সিদ্ধি হয় তার ॥
মুনি ত্যাগে পদ্মাবতী পায় যত দুঃখ।
সনকার ঘরেতে পাইল তত সুখ ॥
সনকার ঘরে সুখে আছে বিষহরী।
যোড় হাতে বর মাগে সনকা সুন্দরী ॥
বাণিজ্যেতে গেছে সাধু অনেক বৎসর।
অবিলম্বে ঘরেতে আসুক সদাগর ॥
হাসি হাসি সনকারে কহে পদ্মাবতী।
ঘরেতে আসিবে সাধু অতি শীঘ্রগতি ॥
নৃত্য গীত মহোৎসবে পূজে মনসায়।
সনকা যে বর মাগে সেই বর পায় ॥
অপুত্রার পুত্র হয় নির্ধনীর ধন।
রোগীর আরোগ্য বোগ বন্দীর মোচন ॥

দুঃখিত জনের দুঃখ খণ্ডে সেই ক্ষণে।
ভক্তি করি বিষহরি পূজে যেই জনে॥
অন্ধ জনে চক্ষু দান করেন মনসা।
মনস্কাম সিদ্ধি হয় যাহার যে আশা॥
মৃতবৎসা জনের যে না মরে ছাওয়াল।
যেই জন পদ্মা পূজা করে চিরকাল॥
ধন জন সম্পদ বাড়ায়ে পরিবার।
নানা সুখভোগ করে বরে মনসার॥
ইহ লোকে সুখে থাকে মুক্ত পরকালে।
হরষিত হয়ে নারায়ণ দেব বলে॥

চণ্ডীর নিকট চাঁদের হেমতাল প্রাপ্তি ও দেশে গমন এবং সনকা কর্ত্তৃক মনসার পূজা ও বর-প্রাপ্তি।

ধূয়া।

জানকী জীবন রামে দেখিব নয়নে।

পয়ার।

এইরূপে মনসা হইল অবতার।
সংসারে পদ্মার পূজা হইল প্রচার॥
পূজা পেয়ে বিষহরী রহিলেন তথা।
বাণিজ্যেতে গেছে সাধু শুন তাঁর কথা॥
নানা বস্তু বিকী-কিনী করিয়া শহরে।
নৌকাতে চড়িল দেশে আসিবার তরে॥
স্নান করি সদাগর মহামায়া পূজে।
শঙ্খধ্বনি নানামত কাংস্য ঘণ্টা বাজে॥
ধূপ দীপ বিল্বদল অগুরু চন্দনে।
দেখা দেন মহামায়া চাঁদ বিদ্যমানে॥
ছল করি সদাগরে কহেন ভবানী।
তোমার ঘরেতে গেছে সে কালনাগিনী॥
শীঘ্রগতি যাও তুমি আপনার ঘরে।
সাবধানে গিয়া দূর করহ পদ্মারে॥
ভবানীর মুখে শুনি এসব বচন।
চণ্ডিকার পদে চাঁদ করে নিবেদন॥
চাঁদ বলে শুন মাতঃ হেমন্ত দুহিতা।
তোমার চরণ যুগে কহি এক কথা॥
চণ্ডীকারে বলে চাঁদ করিয়া মিনতি।
কিছু অস্ত্র দেও খেদাইতে পদ্মাবতী॥
এত শুনি মহামায়া সন্তোষ অন্তরে।
হেমতাল দিল চণ্ডী চন্দ্রধরে করে॥
হেঁতাল পাইয়া চাঁদ হরষিত মন।
প্রদক্ষিণ করি কহে চণ্ডিকা চরণ॥
যাত্রা করে চন্দ্রধর দুর্গা স্মরি মনে।
ডিঙ্গা বাহি যায় সাধু প্রসন্ন বদনে॥
মহানন্দে সদাগর ডিঙ্গা বাহি যায়।
ঢাক ঢোল বাজিছে সাধুর প্রতি নায়॥
দেশেতে চলিল সাধু আনন্দিত মন॥
স্থানে স্থানে থাকি করে রন্ধন ভোজন॥
বাঁকে বাঁকে বাহি যায় ত্বরাত্বরি করি।
সম্মুখে দেখিল চাঁদ চম্পক নগরী॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে প্রতি নায় নায়।
হরষিত হ'য়ে নৌকা ঘাটেতে চাপায়॥
ডিঙ্গা হ'তে চন্দ্রধর উঠে ঘাট কূলে।
দেব পুরি হেন দেখিলেন পুরি জলে॥
বাণিজ্যের যত কথা হয় বিস্মরণ।
চন্দ্রধরে পদ্মাবতী লাগায় মোহন॥
পদ্মার শরীর জ্যোতিঃ হয় নানা মূর্ত্তি।
পুরিখান শোভে যেন হরিদ্রা আকৃতি॥
যক্ষের পূরিতে যেন বিজলী সঞ্চার।
মনে ভাবে এই সব কপট পদ্মার॥

নানা বাগ্য বাজে আর দেয় জয়কার।
পুরি যুড়ি হইয়াছে আনন্দ অপার॥
প্রজাগণ আসি সবে মিলিল সত্বরে।
ডিঙ্গা হতে যত দ্রব্য আনে ভারে ভারে॥
হীরা মণি মাণিক্যাদি প্রবাল পাথর।
সুবর্ণ রজত দ্রব্য তুলিল সত্বর॥
লৌহ সীসা তামা আর পিতল বিস্তর।
বাণিজ্যের যত দ্রব্য তোলে সদাগর॥
কটকে যোগান করে নানা বাদ্য বাজে।
চৌদোলে চড়িয়া চাঁদ যায় পুরি মাঝে॥
নানা বেশে চন্দ্রধর প্রবেশিল পুরি।
দেখিল মনসা পূজে সনকা সুন্দরী॥
ঘরে গিয়া চন্দ্রধর বলে সনকারে।
এত উপহারে প্রিয়া পূজহ কাহারে॥
সনকা বলেন পদ্মা প্রত্যক্ষ দেবতা।
বর পাই সর্ব্বথা পূজিল নাগমাতা॥
তাঁর চেয়ে বড় দেবী নাহি ত্রিভুবনে।
হেন দেবী পূজিতে এনেছি শুভ দিনে॥
পূজি ঝালু মালু হ'ল গন্ধর্ব্ব সমান।
পুরিখান দেখি যেন দেবের নির্ম্মাণ॥
যেই দিন পদ্মাবতী আসেন পূরিতে।
সেই হ'তে জ্বলে পূরি প্রচণ্ড জ্যোতিতে॥
সনকারে বলে চাঁদ সানন্দিত মনে।
বর মাগি লও তুমি পুত্রের কারণে॥
ক্ষুধাতুর চন্দ্রধর বলে সনকারে।
রন্ধন করহ গিয়া ভোজনের তরে॥
রন্ধনেতে সনকা ব্রাহ্মণ পাঠাইল।
ফলাহার কর প্রভু সনকা বলিল॥
স্নান দেবার্চ্চন করি রাজা চন্দ্রধর।
পুষ্পের পালঙ্কে গিয়া বসিল সত্বর॥
ক্ষীর ছানা খায় সাধু পিষ্টক পায়স।
দধি দুগ্ধ গুড় চিনি রসাল পণস॥
দুগ্ধ কলা খায় সাধু সুবর্ণ পাত্রেতে।
ফলাহার করিয়া বসিল হরষিতে॥
আচমন করি করে তাম্বুল ভক্ষণ।
মুখ শুদ্ধি করি সাধু করিল শয়ন॥
এথায় সনকা রামা হরষিত মনে।
পূজিলেন পদ্মাবতী নানা বলিদানে॥
পূজা পে'য়ে পদ্মাবতী হরিষ অন্তর।
সনকারে বলে পদ্মা মাগি লও বর॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বলেন পদ্মাবতী।
সনকা ভূমিতে পড়ি করিল প্রণতি॥
তোমার প্রসাদে মাতঃ আছে বহু ধন।
পুত্র কন্যা নাহি মম নিষ্ফল জীবন॥
করিল বিস্তর স্তুতি সনকা পদ্মারে।
পদ্মা বলে পুত্রবতী হবে মম বরে॥
সাত পুত্র পাবে তুমি পরম সুন্দর।
কনিষ্ঠ রাখিবে যশঃ সংসার ভিতর॥
শঙ্খ আর সিন্দূর পরিবে চিরকাল।
ছয় পুত্র হবে তব বিক্রমে বিশাল॥
যেই জন পদ্মা পূজে হইবে কল্যাণ।
বর দিয়া পদ্মাবতী হয় অন্তর্ধ্যান॥
সনকা পদ্মার ঘট পূজে নিতি নিতি।
বিধির নির্ব্বন্ধ হেতু হ'ল ঋতুমতী॥
তিন দিন পরে রামা ঋতু-স্নান করে।
ঋতু রক্ষা করে ছয় দিবস অন্তরে॥
পঞ্চ মাস অন্তরেতে পঞ্চামৃত দিল।
দশ মাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল॥
জয় জয় ধ্বনি হ'ল চম্পক নগর।
শুভক্ষণে জন্মিলেক চাঁদের কোঙর॥

কহে দ্বিজ বলরাম হরিষ অন্তর।
রচিল লাচাড়ী এক পরম সুন্দর ॥

চন্দ্রধরের পুত্রগণের জন্ম, বিদ্যা ও অস্ত্র-শিক্ষা এবং বিবাহ।

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

জয়ধ্বনি চম্পক নগর।
হৃদয় আনন্দ হ'য়ে হেমতাল স্কন্ধে ল'য়ে,
নৃত্য করে রাজা চন্দ্রধর ॥
আজি সুপ্রভাত হ'ল, মম পুত্র জনমিল,
জয়ধ্বনি নানা বাদ্য করে।
পুত্র পেয়ে সদাগরে, বিবিধ উৎসব করে,
দ্বিজগণ বেদ পাঠ করে ॥
ব্রাহ্মণ আনিয়া ঘরে, পুত্রের উৎসব করে,
দৈবজ্ঞ ডাকিয়া রাশি গণে।
নানাবিধ সজ্জা করি, চন্দ্রধর অধিকারী,
ষষ্ঠী পূজে বেদের বিধানে ॥
জয়ধর নাম থু'য়া, ছয় মাসে অন্ন দিয়া,
চাঁদ হ'ল আনন্দ অপার।
দ্বিতীয় যে পুত্র হ'ল, শ্রীধর নাম থুইল,
জটাধর তৃতীয় কুমার ॥
চতুর্থেতে যাত্রাধর, পঞ্চমেতে গঙ্গাধর,
দুর্গাবর ষষ্ঠ পুত্র নাম।
সাধু নানা দান কৈল, রত্ন অলঙ্কার দিল,
লাচাড়ী রচিল বলরাম ॥

ধূয়া।

জয় জয় ধ্বনি হ'ল গোকুল নগর।
আনন্দে রহিল হরি নন্দ ঘোষ ঘর ॥

পয়ার।

এই রূপে আছে চাঁদ ছয় পুত্র ল'য়ে।
সনকা পদ্মাকে পূজে হরষিত হ'য়ে ॥
নানা শাস্ত্র পড়াইল হাতে দিল খড়ি।
নানা শাস্ত্র শিখে আসে সেবে হর গৌরী ॥
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র নানা সুখ ভোগি।
বিবাহ করাতে চাঁদ হইল উদ্যোগী ॥
দেশে দেশে চন্দ্রধর ভাট পাঠাইল।
বেদ গর্ভনামে রাজা উদ্দেশ পাইল ॥
নানা রূপ গুণবান বসে শান্তিপুরে।
লীলাবতী নামে কন্যা পায় তাঁর ঘরে ॥
পরম কৌতুকে চাঁদ বিবিধ প্রকারে।
সেই কন্যা বিবাহ করায় জয়ধরে ॥
মঙ্গল কঠোর রাজা নামে নরপতি।
তাঁর ঘরে পায় কন্যা নামে তারাবতী ॥
ইন্দ্র বিদ্যাধরী যেন রূপে গুণে ধন্যা।
শ্রীধর বিবাহ করে সেই রাজকন্যা ॥
জগত বিখ্যাত রাজা নামে ধনপতি।
তার ঘরে পায় কন্যা নামে মালাবতী ॥
পরম সুন্দরী কন্যা নানা রূপে গুণে।
জটাধরে বিবাহ করায় শুভক্ষণে ॥
সুদর্শন নামে রাজা ব'সে চণ্ডী পরে।
চন্দ্রপ্রভা নামে কন্যা পায় তাঁর ঘরে ॥
পরম সুন্দরী কন্যা রূপে গুণে ধন্যা।
যাত্রাধরে বিবাহ করায় সেই কন্যা ॥
নারায়ণ নামে রাজা চন্দ্রকান্তি পুরে।
চন্দ্রাবতী নামে কন্যা পায় তাঁর ঘরে ॥
সেই কন্যা বিবাহ করিল গদাধর।
শচী পুরন্দর যেন শোভে মনোহর ॥

হরিহর নামে রাজা ভদ্রাবতী পুরে।
প্রভাবতী নামে কন্যা পায় তাঁর ঘরে ॥
পরম রূপসী কন্যা নানাগুণ ধরে।
সেই কন্যা বিবাহ করায় দুর্গাবরে ॥
ছয় পুত্রে বিবাহ করায়ে চন্দ্রধর।
পরম আনন্দে চলে চম্পক নগর ॥
বিবাহ করা'য়ে ঘরে আসিবার কালে।
বিজয় করিতে চাঁদ আদেশে ছাওয়ালে ॥
নানা রাজ্য জিনিয়া উড়ায় বীর বানা।
পথে পথে চাঁদ সাধু রাজ্যে দেয় হানা ॥
মালোয়ার রাজা জিনি হরি আ'নে ধন।
বড় বড় রাজা হারে চাঁদের সদন ॥
রাজ্য জিনি ধন হরি আনিল অপার।
জিনিয়া উদয়গিরি দেশে আগুসার ॥
রাজাগণ জিনি চাঁদ আসে নিজ ঘরে।
রামচন্দ্র আসে যেন জিনি লঙ্কেশ্বরে ॥
এইরূপে চন্দ্রধর হরিষ অন্তরে।
ছয় পুত্রবধূ সহ প্রবেশিল ঘরে ॥
বধূগণ প্রণাম করিল সনকারে।
আশীর্ব্বাদ করিয়া সনকা গেল ঘরে ॥
পুরি যুড়ি জয়ধ্বনি মঙ্গল আচার।
নানা বাদ্য ধ্বনি শুনি লাগে চমৎকার ॥
পুত্রবধূ পাইয়া সনকা হৃষ্ট মন।
পদ্মা পূজিবার তরে করিল গমন ॥
পণ্ডিত জানকীনাথ মনসার দাস।
ভকত বৎসলা পদ্মা পূর্ণ কর আশ ॥

সনকা কর্ত্তৃক মনসার স্তুতি।

লাচাড়ী. ত্রিপদী।

জয় জয় ধ্বনি করি, পূজে রামা বিষহরী,
তুমি দেবী জগতের মাতা।
বিপদেতে পরিত্রাণ, তুমি বিনে নাহি আন,
তুমি দেবী শঙ্কর দুহিতা ॥
তুমি যতী তুমি সতী, তুমি দেবী, পদ্মাবতী
ধন পুত্র তুমি সে দায়িনী।
বিপদ সম্পদ তুমি, তুমি দেবী অন্তর্য্যামী,
তুমি দেবী সৃষ্টি সংহারিণী ॥
এই কৃপা কর আমা, নিরন্তর পূজি তোমা,
ল'বে পূজা হরষিত মনে।
এই বর দেও মোরে, চাঁদ স্বামী জন্মান্তরে,
পালন করিবে ধনে জনে ॥
দ্বিজ বলরাম ভণে, শুন রামা সাবধানে,
ছয় পুত্র পেলে পদ্মা বরে।
তোমাকে আশিস ভাল, সুখে রবে চিরকাল,
চাঁদ যদি বাদ নাহি মানে।

সদাগর কর্ত্তৃক হরগৌরী পূজা চণ্ডী প্রমুখাৎ পদ্মার জন্ম কথা শ্রবণ ও চণ্ডী কর্ত্তৃক পদ্মাসহ চাঁদের বিবাদাদেশ।

ধুয়া।

বসিয়া কদম্ব তলে মুরলী বাজায়।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল শুনিয়া মোহ যায় ॥

পয়ার।

ছয় বধূ ল'য়ে রামা পদ্মা পূজা করে।
হেনকালে জয়ধ্বনি শুনে চন্দ্রধরে ॥

সত্বরে জিজ্ঞাসে গিয়া সনকার স্থানে।
কোন ব্রত কর প্রিয়া কহ বিদ্যমানে ॥
সনকা বলেন বাক্য শুন প্রাণপতি।
বিপদনাশিনী মাতা জয় পদ্মাবতী ॥
শঙ্কর দুহিতা দেবী প্রত্যক্ষ দেবতা।
পদ্মাবতী নামে খ্যাত জগতের মাতা ॥
শুনি সনকার কথা চাঁদ ভাবে মনে।
কন্যা নাহি মহেশের দুই পুত্র বিনে ॥
এই সব মনে ভাবি চাঁদ মহামতী।
পূজিবারে গেল তবে শঙ্কর পার্ব্বতী ॥
কুণ্ড করি অগ্নি জ্বালি পরম যতনে।
কাটিয়া গায়ের মাংস দেয় হুতাশনে ॥
কঠোর তপস্যা দেখি উমা মহেশ্বর।
সদয় হইয়া তাঁকে দিতে এল বর ॥
দেখিয়া দেবের মূর্ত্তি লোমাঞ্চিত হ'ল।
নমস্কার করি চাঁদ বলিতে লাগিল ॥
প্রসন্ন হইয়া যদি বর দিবা মোরে।
সত্য করি কহ কথা আমার গোচরে ॥
শিব বলে শুন চাঁদ এ সত্য আমার।
যে বর চাহিবে সিদ্ধি হইবে তোমার ॥
চাঁদ বলে সদাশিব যদি দিবা বর।
সাক্ষাতে দেখিয়া যেন পূজি নিরন্তর ॥
আর এক নিবেদন তোমার চরণে।
পদ্মা নামে কোন দেবী বিদিত ভুবনে ॥
কাহার দুহিতা পদ্মা থাকে কোন স্থানে।
কহিবা সকল কথা অ-কপট মনে ॥
চাঁদের বচনে হাসি বলেন ভবাণী।
আমি কহি শুন পদ্মা জনম কাহিনী ॥
একদিন গেল শিব কমলের বনে।
পাতাল নাগিনী কন্যা আসিল সেখানে ॥
পুষ্পবনে কন্যা পেয়ে বাড়ীতে আনিল।
সাজী মধ্যে করি কন্যা ঘরেতে রাখিল ॥
গঙ্গা স্থানে পদ্মা রাখি গেল শূলপাণি।
অনেক মারিনু তারে ভাবিয়া সতিনী ॥
চক্ষু কাণা কৈনু তাঁর কুশাঘাত করি।
সেই কোপে আমারে দংশিল বিষহরী ॥
শিজ ডালে পদ্মাবতী লুকায়ে রহিল।
আমা কোলে করি শিব কান্দিতে লাগিল ॥
নারদে পাঠায়ে শিব আনিল পদ্মারে।
মন্ত্রোষদে পদ্মাবতী জিয়াল আমারে ॥
বিবাহ দিলেন শিব মুনিরে আনিয়া।
সুখ ভঙ্গ কৈল দেখি গেলেন চলিয়া ॥
মনসা তাঁহার নাম ঘোষে ত্রিভুবনে।
পার্ব্বতীর কথা শুনি চাঁদ হাসে মনে ॥
মনসাকে পূজা করে জানিয়া ভবানী।
মনে মনে অসন্তোষ গিরির নন্দিনী।
কায়মনে কেহ নাহি পূজে চণ্ডিকারে।
বর পেয়ে মনসাকে পূজয়ে সংসারে ॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গা এতেক প্রমাদ।
লাগায় পদ্মার সনে চাঁদের বিবাদ ॥
কহিতে লাগিল চণ্ডী চাঁদের গোচর।
বড়ই দয়ার পুত্র তুমি চন্দ্রধর ॥
মনসার ব্যবহার না জান আপনি।
তোমার গৃহেতে গে'ছে মনসা নাগিনী ॥
সর্ব্বথায় মনসার কর অপমান।
আমার বচন চাঁদ না করিবে আন ॥
হেন কাল নাগিনীকে তুমি দিলে বাসা।
শিবেরে অনেক দুঃখ দিয়াছে মনসা ॥
যদি মম বাক্য চাঁদ করহ অন্যথা।
ত্রিভুবনে কেহ সুখ না পাবে সর্ব্বথা ॥

ইহা জানি মনসাকে দূর কর তুমি।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিলাম আমি ॥
শুনিয়া বলিল চাঁদ চণ্ডীর গোচরে।
বিবাদের অস্ত্র মাতা প্রদান আমারে ॥
হেমতাল দিয়া চণ্ডী বলেন চাঁদেরে।
মনসাকে সর্ব্বথা খেদা'য়ে দেও দূরে ॥
হেমতাল দিলা চণ্ডী পদ্মাকে মারিতে।
অস্ত্র পেয়ে সদাগর হরিষ মনেতে ॥
চণ্ডী বলে হেঁতাল থাকিবে তব স্থানে।
যেখানে স্মরণ কর আসিবে আপনে ॥
হেম তাল পেয়ে চাঁদ বলে অহঙ্কারে।
এক লক্ষ পদ্মা মোরে কি করিতে পারে ॥
অব্যর্থ তোমার বাক্য পাথরের গড়।
পদ্মার সহিতে বাদ করিব বিস্তর ॥
এখানে সনকা রামা পদ্মা পূজিবারে।
সখিগণ সঙ্গে গেল মণ্ডপ ভিতরে ॥
হেনকালে চন্দ্রধর দিল দরশন।
পদ প্রক্ষালিয়া করে টঙ্গীতে গমন ॥
খাটের উপরে বসে চন্দ্রধর রায়।
চারিদিকে সখিগণ চামর ঢুলায় ॥
পার্ব্বতীর যত কথা সব পাসরিল।
সুবর্ণের খাটে চাঁদ শয়ন করিল ॥
অতি সুখে নিদ্রা যায় চম্পাকের নাথ।
হেনকালে চণ্ডিকা জানিলা অকস্মাৎ ॥
চণ্ডী বলে যত কথা কহি চন্দ্রধরে।
ঘরে গিয়া পাসরিল দেখিয়া পদ্মারে ॥
সত্য যদি হই আমি হেমন্ত কুমারী।
চাঁদ হস্তে মনসাকে লজ্জা দিতে পারি ॥
ফুলের পালঙ্কে চাঁদ করিছে শয়ন।
হেনকালে চণ্ডী তাঁরে দেখায় স্বপন ॥
কবি নারায়ণ দেব ভাবি বিষহরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী ॥

চণ্ডিকার আদেশে চন্দ্রধর কর্ত্তৃক মনসার ঘট ভগ্ন ও নানা দূরাবস্থা এবং রাজ্য মধ্যে পদ্মা পূজা নিষেধ।

লাচাড়ী ত্রিপদী। ভাটিয়াল রাগ ॥

চাঁদে স্বপ্ন কহেন শঙ্করী।
পদ্মা গেল তব ঘরে, সর্ব্বনাশ করিবারে,
মারিয়া খেদাও বিষহরী ॥
বাণিজ্যের বিবরণ, সব হ'লে বিস্মরণ,
স্কন্ধেতে লাগিল তোর শনি।
মম বাক্য হেলা করি, পূজ তুমি বিষহরী,
সর্ব্বনাশ করিব ভবানী ॥
মহা যজ্ঞ বলি দানে আমাকে পূজ বিধানে
যদি চাহ আপন কুশল।
শুন চম্পকের পতি, যদি পূজ পদ্মাবতী,
ধন পুত্র হারাবে সকল ॥
স্বপ্ন দেখি সদাগরে, ধেয়ে গেল পূজা ঘরে,
এক দৃষ্টে চাহে ব্রতী দিকে।
হেমতাল কান্ধে করি, ঘট ভাঙ্গে বাড়ি মারি
সনকা কাঁকলি ধনি রাখে ॥
চারিপাশে সখিগণ, ধরি সাধুর চরণ,
কত জন সাধুকে বুঝায়।
করি চাঁদ হুড়াহুড়ি, ঘট ভাঙ্গে বাড়ি মারি,
কবি নারায়ণ দেব গায় ॥

পয়ার

সখিগণ পলায় দেখিয়া হুড়াহুড়ি।
ঘটোপরে মারে চাঁদ হেমতাল বাড়ি॥
ভয় পে'য়ে মনসা উঠিল রথোপরে।
লম্ফ দিয়া চন্দ্রধর চাহে ধরিবারে॥
ধরিতে না পারে চাঁদ উচোট খাইয়া।
লজ্জা পেয়ে হেমতাল ফেলে পাকাইয়া॥
কোপ করি বলে চাঁদ সনকার তরে।
আমি বর্ত্তমানে তুমি ভয় কর কারে॥
কেন এত দিন তব হইল কুমতি।
অন্য দেব এড়ি কেন পূজ পদ্মাবতী॥
যেই ঘরে পদ্মা পূজা সনকা করিল।
সেই ঘর ভাঙ্গি চাঁদ জলেতে ফেলিল॥
ভিটা কাটি মাটি তার ফেলাইল দূরে।
অন্য মাটি আনি ভিটা বান্ধে সদাগরে॥
গোময় আনিয়া স্থান লেপিল সত্বর।
সনকারে প্রায়শ্চিত্ত করায় তৎপর॥
তিনরাত্রি উপবাস করে বিধিমতে।
তত্রাচ না খায় অন্ন সনকার হাতে॥
বিবিধ বিধান মতে স্নান পূজা করি।
চাঁদের শয্যাতে যায় সনকা সুন্দরী॥
কেলিকলা কৌতুহলে বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে চৈতন্য পায় কাক রব শুনি॥
রজনী প্রভাত হ'লে প্রত্যূষ কালেতে।
পাত্রগণ লয়ে, রাজা বসিল সভাতে॥
বাজারে বাজারে চাঁদ চর পাঠাইয়া।
সর্পের বাদিয়া যত আনে ডাকাইয়া॥
ছোট বড় যত সর্প বান্ধি ভারে ভারে।
আনিয়া যোগায় সব রাজার গোচরে॥
চাঁদ বলে শুন বাক্য যতেক বাদিয়া।
কৌতুক দেখিব খেল সাপ নাচাইয়া॥
সর্প মেলি খেলা সবে করে ভাল করি।
চাঁদেরে দেখিয়া সর্প যায় গড়াগড়ি॥
খেলায় বাদিয়াগণ চাঁদের নগর।
অগ্নি হেন ক্রোধ করি উঠে সদাগর॥
লড়ালড়ী করি সর্প যায় পলাইয়া।
সর্প ধরিবারে চাঁদ যায় লাফ দিয়া॥
দুই হাতে সর্প চাঁদ সাপটিয়া ধরে।
চাঁদেরে দেখিয়া সর্প ছট্ ফট্ করে॥
সর্প লেজে ধরি চাঁদ পাছাড়ে আপনে।
ভয়েতে কাতর সর্প চাঁদ দরশনে॥
বিপ্র জানকী নাথের কবিত্বের আশা।
সবাকার শত্রু নাশ করুন মনসা॥

লাচাড়ী ত্রিপদী।

নাচে রাজা চন্দ্রধর, অতিশয় মনোহর,
হেমতাল বাড়ি ল'য়ে কান্ধে।
মুখে পাকা চাপ দাড়ি, ঘন ঘন মাথা নাড়ি,
উত লাফে নাচয়ে আনন্দে॥
চাঁদ বলে লঘু কাণী, মম তত্ত্ব নাহি জানি,
পূজা খেতে মম ঘরে এলে।
যদি লাগ পাই তোরে, পাঠাইব যম পুরে,
ভাগ্যে মম ডরে পলাইলে॥
মনসার অপমান, করি চাঁদ হর্ষমান,
নাগের করিল বিড়ম্বনা।
নগরে বাজারে চর, পাঠাইয়া চন্দ্রধর,
বিষহরী পূজা করে মানা॥
স্থানে স্থানে রাজ-চর, ভ্রমিতেছে নিরন্তর,
যেই জন বিষহরী পূজে।

তাহাকে পরাণে মারে, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে,
ঘরে ঘরে চর ফিরে কাজে ॥
চাঁদের পুরীর মাঝে, বাণিয়াগণ সমাজে,
পদ্মা পূজা কৈল যে যে লোকে।
গ্রহণ সময় পেয়ে, প্রায়শ্চিত্ত করাইয়ে,
নির্দ্দোষ করায় একে একে ॥
পদ্মা পূজার মণ্ডপ, আসনাদি ঘট সব,
যথা তথা দেখে আর শুনে।
ঘট ভাঙ্গে লোকে মারে, মণ্ডপ ফেলায় পু'ড়ে,
বিপ্র জানকী নাথ ভণে ॥

মহাদেবের নিকট মনসার গমন ও চন্দ্রধর কর্ত্তৃক অপমান বৃত্তান্ত বর্ণন।

পয়ার।

ঘট ভাঙ্গি চন্দ্রধরে কুবুদ্ধি লাগিল।
মনসার সঙ্গে বাদ আরম্ভ হইল ॥
সুখেতে থাকিতে চাঁদে লাগিলেন বিধি।
আপনি মরিবে বেটা আপন কুবুদ্ধি ॥
এই মতে আছে চাঁদ আপনার পুরী।
মনে বড় কষ্ট পায় জয় বিষহরী ॥
নেতা বলে শুন পদ্মা আমার বচন।
স্বত্বরে চলিয়া যাও শিবের সদন ॥
নেতার বচন পদ্মা শুনিয়া শ্রবণে।
অবিলম্বে চলিলেন শিবের সদনে ॥
পদ্মাকে দেখিয়া শিব চমকিত মন।
কি কারণে পদ্মার এথায় আগমন ॥
শিব বলে পদ্মাবতী শুনহ বচন।
কি কারণে দেখি তব বিরস বদন ॥
বিষহরী বলে শুন বাপ মহেশ্বর।
মম সঙ্গে বাদ করে চাঁদ সদাগর ॥
পূজা পেয়ে যাই আমি ঝালু মালু পুরি।
সনকা পূজিতে ঘরে নিল ভক্তি করি ॥
কবি নারায়ণ দেব বন্দি বিষহরী।
পদ্মার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী ত্রিপদী, পট মঞ্জুরী রাগ।

কান্দে জয় বিষহরী, ভাঙ্গা ঘট হাতে করি,
কান্দি কহে বাপের গোচরে।
তুমি বাপ শূলপাণি, না শুন আমার বাণী,
বধ দিব তোমার উপরে ॥
মাও নাহি বাপ তুমি, যত দুঃখ পাই আমি,
তুমি বিনে নিবেদিতে নাই।
চাঁদ হইয়ে মনুষ্য, গর্ব্ব করে তব শিষ্য,
তাতে আমি অপমান পাই ॥
মনসার বাক্য শুনি, বলিলেন শূলপাণি,
কহ পদ্মা শুনি তত্ত্ব কথা।
কে করিল অপমান, মরিবে যে নাহি জ্ঞান,
কেন তব করে এ অবস্থা ॥
পদ্মা বলে মহেশ্বরে, তুমি এত কর মোরে,
নর বেটা চাঁদে দিয়া বর।
ল'য়ে হেমতাল বাড়ি, খেদাইল হ'তে পুরী,
কাঁকালি ভাঙ্গিল চন্দ্রধর
আরো মন্দ বলে যত তাহা বা কহিব কত,
বলে মোরে ধামনা ভাতারী।
অপমান স'তে নারি বলে মোরে চেঙ্গামুড়ী
লঘু জাতি কাণী বিষহরী ॥

এই সব মন দুঃখ, খাইব চাঁদের বুক,
নারায়ণ দেব রস ভণে।
ত্রিজগতের নাথ হর, চাঁদেরে দিয়াছ বর,
সংহারিবে তাহাকে কেমনে ॥

পদ্মার প্রতি শিবের সঙ্কেতাদেশে, পাণ্ডু
নাগ কর্ত্তৃক চন্দ্রধরের পুত্রগণে
দংশন এবং চন্দ্রধর কর্ত্তৃক
প্রাণ দান।

পয়ার।

শিব বলে শুন মাতঃ আমার বচন।
চাঁদ তুল্য সেবক নাহিক অন্য জন ॥
তেকারণে একবাক্য বলি তব কাছে।
ফুল ছিঁড় ডাল ভাঙ্গ মূল যেন বাঁচে॥
অনেক প্রকারে শিব বুঝায় পদ্মারে।
অবিলম্বে গেল পদ্মা নেতার গোচরে ॥
বিস্তারিয়া কহিলেন যত বিবরণ।
কি মতে চাঁদের পুত্র করিব নিধন।
মনেতে ভাবিয়া নেতা কহিল সত্বর।
ডাক দিয়া আনিলেন পাণ্ডু বিষধর।
মনসা বলেন পাণ্ডু শুনহ বচন।
সত্বরে দংশিয়া আস চাঁদের নন্দন ॥
মনসার বাক্যে পাণ্ডু চলিল তখনে।
দংশিতে চাঁদের পুত্রে চম্পক ভবনে ॥
উপনীত হয়ে নাগ চম্পক ভবন।
একে একে দংশে চাঁদ পুত্র ছয় জন ॥
ছয় পুত্র ঢলি পড়ে ঘরের ভিতরে।
সনকা বিষাদ ভাবি লাগে কান্দিবারে ॥
হেমতাল স্কন্ধে চাঁদ আসিল সত্বর।
কহিতে লাগিল কথা সনকা গোচর ॥
পুত্র কোলে করি থাক না কান্দিবে তুমি।
চণ্ডিকা নিকট হ'তে যাবৎ আসি আমি ॥
বায়ুরথ তাজী ঘোড়া করি আরোহণ।
ত্বরায় চলিল চাঁদ পবন গমন ॥
এইমতে চলি গেল কৈলাস পর্ব্বতে।
যথা আছে মহাদেব গৌরীর সহিতে ॥
শিবের চরণে ধরি করয়ে ক্রন্দন।
চণ্ডিকার পায়ে পড়ি করে নিবেদন ॥
শিব বলে শুন চাঁদ আমার বচন।
মনসার ঘট তুমি ভাঙ্গ কি কারণ ॥
এত শুনি চন্দ্রধর হেট করে মাথা।
পার্ব্বতী বলেন হরে পরিবর্ত্ত কথা ॥
তোমার কুমারী জান বিদিত সংসারে।
চাঁদের শকতি তাঁরে কি করিতে পারে ॥
উদরেতে মহা ক্রোধ পূজা না পাইয়া।
মিথ্যা কহে পদ্মাবতী তোমাকে আসিয়া ॥
এতেক বলিয়া দেবী দিলেন উত্তর।
হাস্য পরিহাস করে ভবানী শঙ্কর ॥
শিব বলে চন্দ্রধর কহ বিবরণ।
এথা আগমন তব কিসের কারণ ॥
শিবের বচন শুনি বলে চন্দ্রধর।
নাগেতে খাইল মম, ছয়টী কোঙর ॥
তাহাদের বাঁচাইব কেমন উপায়ে।
তেকারণে আসি নিবেদিতে তব পায়ে ॥
শিব বলে মহাজ্ঞান দিয়াছি বলিয়া।
সে মন্ত্রে বাঁচাও সবে জল পড়া দিয়া ॥
আজ্ঞা পেয়ে চন্দ্রধর সানন্দিত মন।
দণ্ডবত করে হর গৌরীর চরণ ॥

হর গৌরী প্রদক্ষিণ করি তিনবার।
বিদায় হইল চাঁদ দেশে যাইবার॥
তাজী ঘোটকের পৃষ্ঠে হইয়া সোয়ার।
শীঘ্রগতি চলি গেল পুরে আপনার॥
স্নান করাইল পুত্রে গঙ্গা জল দিয়া।
শারি করি বিছানাতে শোয়াইল নিয়া॥
মহাজ্ঞান পড়ি চাঁদ জল ছড়া দিল।
চৈতন্য পাইয়া সব উঠিয়া বসিল॥
জল পড়া দিয়া পরে ভাঙ্গে দিল চুম।
পাকাইল দুই চক্ষু ভাঙ্গে কাল ঘুম॥
পুনঃ জল পড়া দিয়া মারিল চাপড়।
উঠিয়া পড়িল সবে গায়েতে কাপড়॥
নানা বাদ্য জয়ধ্বনি চাঁদের নগরে।
চর নাগ কহে বার্ত্তা পদ্মার গোচরে॥
সাবধানে শুন মাতঃ বচন আমার।
প্রত্যক্ষ দেখিনু চাঁদ বাঁচাল কুমার॥
এত শুনি বিষহরী চিন্তাযুক্ত মন।
নেতার নিকটে তবে জিজ্ঞাসে কারণ॥
চাঁদ পুত্র ছয়জনে খায় পাণ্ডু নাগে।
বল কোন বুদ্ধিতে বাঁচাল তাহা দিগে॥
নেতা বলে শুন ভগিনী জয় বিষহরী।
মহাজ্ঞান শিখিয়াছে চাঁদ অধিকারী॥
পুনরপি কহে পদ্মা নেতার সাক্ষাতে।
মহাজ্ঞান আছে তার জানিব কি মতে॥
নেতা বলে শুন ভগিনী বচন আমার।
কাটি চাঁদ বাগোয়ান কর ছারখার॥
বাগোয়ান কাট গিয়া নাগগণ নিয়া।
জীয়াইবে দেখ চাঁদ হুঙ্কার মারিয়া॥
মনসা বলেন শুন নেতা লো সুন্দরী।
মম যত নাগ ডাকি আন শীঘ্র করি॥

মনসার বাক্যে নেতা চলিল সত্বর।
উপনীত হইল ধামাই বরাবর॥
নেতা বলে ধামাই আমার বাক্য শুন।
পৃথিবীর যত নাগ ডাক দিয়া আন॥
শুনিয়া চলিল নাগ হরিষ অন্তরে।
সাড়া দিয়া আসিলেক পর্ব্বত সাগরে॥
গন্ধমাদন নামেতে পর্ব্বত ছাড়িয়া।
মণিরাজ নাগ তবে আসিল চলিয়া॥
রবির কিরণ ছটা যাঁর মণি জ্যোতিঃ।
যথা থাকে মণিরাজ নাহি দিবা রাতি॥
দ্বাবিংশতি কোটী নাগ আসিল সংহতি।
তাহা দেখি হরষিত জয় পদ্মাবতী॥
অদ্ভুত পর্ব্বত হতে আসে অজগর।
তার সঙ্গে শত কোটী আসে বিষধর॥
দণ্ডক পর্ব্বত হতে অনন্ত আসিল।
বহু কোটী নাগ তাঁর সংহতি আনিল॥
ক্ষণে শত মুণ্ড ধরে ক্ষণে শত ফণা।
মুখ হতে খসি পড়ে অগ্নি কণা কণা॥
দরশনে ভস্ম হয় স্পর্শনে সংশয়।
যাহার মুখের লালে এক নদী বয়॥
পৃথিবী যুড়িয়া আসে বিষ অবতার।
যাঁর শব্দ শুনি দেবে লাগে চমৎকার॥
পদ্মারে নোয়ায় মাথা মাও মাও বলি।
লক্ষ চুম্ব দিয়া পদ্মা কোলে লয় তুলি॥
হিমালয় কৈলাস দ্বিপর্ব্বত যুড়িয়া।
সর্ব্বদা তক্ষক থাকে লেঙ্গুরে বেড়িয়া॥
পঞ্চশত ফণা অন্ধকার করি আসে।
সূর্য্যের গ্রহণ যেন হইল আকাশে॥
পদ্মাকে নোয়ায়ে মাথা রহে নাগরাজ।
জয় জয় শব্দ হল নাগের সমাজ॥

বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে আসে বিষধর।
নাগের গর্জ্জন শুনি দেবে লাগে ডর॥
মাথা নোয়াইয়া রহে পদ্মার গোচর।
খাল বিল যুড়ি রহে কটক বিস্তর॥
এই মতে রহিলেক যত বিষধর।
নাগ দেখি বিষহরী হরিষ অন্তর॥
বাগোয়ান কাটিবারে মনের আনন্দে।
যাত্রা করে বিষহরা পরম সানন্দে॥
কবি নারায়ণ দেব মনসা কিঙ্কর।
পয়ার প্রবন্ধে রচে লাচাড়ী সুন্দর॥

চাঁদের বাগান কাটিতে নাগগণ সহ পদ্মার
গমন ও বাগান ছেদনে সর্পের
দুরবস্থা এবং পুনঃ
বাগান জিয়ান।

লাচাড়ী ত্রিপদী পট মঞ্জুরী রাগ।

চলিলেন বিষহরী, নাগ গণ সঙ্গে করি,
চাঁদের বাগান কাটিবারে॥
রথেতে করিয়া ভর, মনসা চলেন সত্বর,
পৃথিবী যুড়িয়া বিষ ধরে॥
শিঙ্গা যে ডম্বরু কাড়া, উত্তম মৃদঙ্গ সাড়া,
নানা শব্দ নানা বাদ্য বাজে।
দগড় পিনাক ঢোল, নানা বাদ্য উতরোল,
পবনের গতি পদ্মা সাজে॥
ডাক ছাড়ে বিষহরী, নাগগণ সঙ্গে করি,
বীর পান কর নাগগণ।
যদ্যপি চাহ কুশল, চাঁদ বাগান সকল,
কুঠারেতে করহ কর্ত্তন॥
আম্র আনারস যত, গুয়া নারিকেল কত,
হরিতকী দাড়িম্ব শ্রীফল।
জাম বহেড়া কাঁঠালে, আমলকী ফলে ফুলে,
কাটী পাড় যতেক ডেফল॥
জামির ছোলঙ্গ যত, কমলা কণ্টকী কত,
বাছি কাট শ্যামপত্র তাল।
নারাঙ্গ খেজুর কুল, ত্রিফলা বদরি মুল,
অগরু চন্দন পিয়াল শাল॥
বকুল যে ভুঁইচাঁপা, গোলাপ কণক চাঁপা,
চাঁপা নাগেশ্বর গন্ধরাজ।
জাতী যূথিকা মালতী, আদি পুষ্প নানাজাতি,
কাটিপাড় যত ফল গাছ॥
এড়িয়া নাগের ছায়া, ধরহ মনুষ্য কায়া,
কুঠারেতে গাছ কাটি পাড়।
নারায়ণ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
চলে নাগ হরিষ অন্তর॥

পয়ার।

যেই মতে আদেশ করিল বিষহরী।
সেই রূপে চলে নাগ অস্ত্র হাতে করি॥
উপনীত হয়ে সবে চম্পক নগরে।
চাঁদের বাগান যত লাগে কাটিবারে॥
চর গিয়া কহে বার্ত্তা চাঁদ বিদ্যমান।
মনসার চরে কাটে তোমার বাগান॥
জ্বলন্ত অগ্নিতে যেন ঘৃত দিলে ঢালি।
সেই মতে চন্দ্রধর ক্রোধে উঠে জ্বলি॥
ওষ্ঠ কামড়ায় চাঁদ মোচড়ায় দাড়ি।
বাম কান্ধে তুলি লয় হেমতাল বাড়ি॥

ভুজঙ্গ দেখিয়া যেন খগপতি ধায়।
সেই রূপে চন্দ্রধর বাগানেতে যায়॥
হেমতালবাড়ি দেখি জয় বিষহরী।
হংস রথ আরোহনে যায় ত্বরা করি॥
হেমতাল ফিরাইয়া দিলেন ফিরান।
দেখি যত নাগগণ উড়িল পরাণ॥
চাঁদেরে দেখয়ে যেন যম দরশন।
ত্রাসে ভঙ্গ দিল তবে যত নাগগণ॥
জল বরিষণ যথা দেখিয়া কৈ মাছ।
সে মতে পলায় যত নাগের সমাজ॥
কোন নাগে মারে চাঁদ হেমতাল বাড়ি।
কোন নাগে আছাড়ায়ে লেঙ্গুরেতে ধরি॥
বড় বড় এসেছিল যত সব সর্প।
চাঁদেরে দেখিয়া ঘুচে তাহাদের দর্প॥
চোর দেখি সাধু যেন যায় তাড়া দিয়া।
সেই মতে সর্পগণে মারয়ে রুষিয়া॥
অজরা অমরা বর দিয়েছেন হরে।
নাগের শকতি তার কি করিতে পারে॥
পুত্রবর আপনে দিয়াছেন চণ্ডী মা।
গর শকতি তারে দিতে নারে ঘা॥
কীর্ত্তি নাগ রুষিলেক নিজরূপ ধরি।
কামড়ায়ে ল'য়ে গেল হেমতাল বাড়ি॥
হস্ত শূন্য হয়ে চাঁদ লড়ালড়ী করে।
শত শত সর্পগণ বেড়িল চাঁদেরে॥
আশে পাশে ধরে নাগ বুকে পিঠে আড়ে।
ক্রোধে জ্বলি চাঁদ বেগে হস্ত পদ ঝাড়ে॥
হর গৌরী স্মরি চাঁদ হুঙ্কার মারিল।
চাঁদেরে এড়িয়া যত নাগ পলাইল॥
রণভূমে ফিরে চাঁদ হুঙ্কার মারিয়া।
লক্ষ লক্ষ নাগ মারে হাটু চাপা দিয়া॥
চাঁদের সংগ্রাম নাগ নারে সহিবার।
তা দেখি বাসুকী নাগ হয় আগুসার॥
অনন্ত কর্কট আর বোড়ী যে বিশাল;
শঙ্খচূর, তক্ষক পাণ্ডুর মহাকাল॥
আড়ালিয়া মণিনাগ কীর্ত্তি শঙ্খচূড়।
আগিয়া আগুলি আর গোমা যে গোক্ষুর॥
শ্বেত যে কেশরী নাগ কাল যে বিকাল।
বড় বড় নাগ রোষে দুরন্ত বিশাল॥
এইমতে নাগগণ ধায় মহারোষে।
লজ্জিতে না পারে চাঁদ বেড়িয়া চৌপাশে॥
কোন নাগ কর্ণে ধরি করে লড় বড়ি।
কোন নাগ গলে ধরি উপাড়য় দাড়ি॥
কোন নাগ হাতে ধরি ছাঁদিলেক গা।
কোন নাগ চাঁদেরে জড়িয়া ধরে পা॥
সর্প বিষ চন্দ্রধর সহিতে না পারে।
ভবাণী শঙ্কর বলি ঘন ডাক ছাড়ে॥
হর গৌরী স্মরি চাঁদ গাও দিল ঝাড়া।
ভূমেতে পড়িল যত নাগ গড়া গড়া॥
দুই চারি নাগে চাঁদ ধরে লরাইয়া।
লেজেতে ধরিয়া নাগ ফেলে আছাড়িয়া॥
ভাঙ্গিয়া গাছের ডাল আউলীয়া মারে।
কাহার কাকালা ভাঙ্গে কার মুণ্ড ছিঁড়ে॥
রঙ্গ দেখে বিষহরী থাকিয়া রথেতে।
মোহ প্রাপ্ত নাগগণ গাছের আঘাতে॥
মরা নাগ বাচাইল হুঙ্কার মারিয়া।
লেজ লাড়া দিয়া নাগ উঠে লাফাইয়া॥
থাবা দিয়া চন্দ্রধর নাগগণ ধরে।
নাগের উপরে চাঁদ নাগেরে আছাড়ে॥
নাগের আঘাতে নাগ পলাইয়া যায়।
উঠিয়া পলায় নাগ ফিরিয়া না চায়॥

গর্ত্তেতে পলায় কেহ কেহ গাছে উঠে।
পর্ব্বত উপরে কেহ কেহ ধায় মাঠে ॥
এই মতে পলাইল যত বিষধর।
পদ্মাকে বিস্তর গালি পাড়ে চন্দ্রধর ॥
গালি শুনি বিষহরী রথে করি ভর।
নেতার সংহতি গেল কৈলাস শিখর ॥
মুলমন্ত্র পড়ি চাঁদ হুঙ্কার মারিল।
যত সব কাটা বৃক্ষ যোড়া লাগি গেল ॥
জল পড়া দিয়া চাঁদ হস্ত যোড় করে।
বৃক্ষেতে লাগিল পত্র শঙ্করের বরে ॥
পুনরপি চন্দ্রধর পড়ি দিল জল।
উঠিয়া লাগিল যোড়া বৃক্ষে যত ফল ॥
বাগান বাঁচায় চাঁদ মহাজ্ঞান তেজে।
বিষহরী বলে প্রাণ রাখি কোন লাজে ॥
কবি যতুনাথ দেব বন্দি বিসহরী।
মনসাকে যুক্তি দেন নেতালো সুন্দরী ॥

চন্দ্রধরের মহাজ্ঞান হরণের মন্ত্রণা ও
কণকা রূপে মনসার
নিকট গমন।

নেতা বলে শুন ভগিনী জয় বিষহরী।
কোন ছার কার্য্য কর অহঙ্কার করি ॥
আমি কহি এক বুদ্ধি শুন এক মনে।
চন্দ্রধর মহাজ্ঞান হরণ কারণে ॥
শঙ্খপতি নৃপতির তনয়া সনকা।
তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী নামেতে কণকা ॥
উপহার লয়ে চল ভগ্নী দেখিবার।
তব রূপ দেখি সাধু মাগিবে শৃঙ্গার ॥
কপটে করাবে সত্য মাগে যবে রতি।
বিচার করি না সত্য করিবে দুর্ম্মতি ॥
নেতার বচন পদ্মা শুনিয়া শ্রবণে।
নানা উপহার ল'য়ে চলিল তখনে ॥
অম্র আনারস গুয়া নারিকেল ফল।
কলসী ভরিয়া লয় দধি তুগ্ধ ঘোল ॥
নানা উপহার ল'য়ে সনকার ঘরে।
ভগিনী ভগিনী বলে ডাকেউচ্চৈঃস্বরে ॥
লড় দিয়া আসিলেন সনকা বাহিরে।
ভগিনী ভগিনী বলি মিলিল গোচরে ॥
কণকা ভগিনী দেখি সনকা সুন্দরী।
বিস্তর কান্দিল রামা ভগিনী গলে ধরি ॥
বসিবারে আনি দিল রত্ন সিংহাসন।
কর্পূর তাম্বুল দিল মুখের শোধন॥
একত্রে বসিয়া দোহে কথোপকথনে।
কুশল জিজ্ঞাসে রামা কণকার স্থানে ॥
হেনকালে গৃহেতে আসিল সদাগর।
সনকা কণকা যথা বাড়ীর ভিতর ॥
সম্মুখে দেখিল চাঁদ পরম সুন্দরী।
চাঁদেরে দেখিয়া ঘরে গেল শীঘ্র করি ॥
কণকার রূপ দেখি চাঁদ সদাগর।
হৃদয়ে ফুটিল তার কাম পঞ্চশর ॥
চাঁদ বলে শুন প্রিয়া সনকা সুন্দরী।
তব ঘরে আসিয়াছে কাহার কুমারী ॥
কবি যতুনাথ দেব ভাবি বিষহরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী ॥

চাঁদ কর্ত্তৃক কণকার রূপ বর্ণন ও পরিচয়
জিজ্ঞাসা এবং চাঁদের মহাজ্ঞান
ও কণকার আলিঙ্গন
দানে অঙ্গীকার।

লাচাড়ী ত্রিপদী, পটমঞ্জুরী রাগ।

বল প্রিয়া কাহার কুমারী!
অতি নব পয়োধর, দেখি দহে কলেবর,
যেন দেখি স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
সুচারু চামর যেন, চিকুর তিলক তেন,
দশন দাড়িম্ব বীজ পাতি।
নাসা যেন তিল ফুল, নখের নাহিক মূল,
রক্ত গৌর হেমের আকৃতি॥
সনকা বলেন শুনি, কণকা মোর ভগিনী,
কেন সাধু না চিন তাহারে।
মাতা পাঠাইয়া দিল, জানিতে মোর কুশল,
তেকারণে আসে মম ঘরে॥
সাধু বলে সনকারে, বিনয় বলি তোমারে,
পালিবা যে আমার বচন।
কণকার এ যৌবন, দেখি স্থির নহে মন,
বল মোরে দিতে আলিঙ্গন॥
কণকা বলেন শুনি, যদি রাখ মম বাণী,
বিষ জ্বালে ভ্রাতা মোর মরে।
দারুণ কালীয় নাগে, খাইয়াছে রাত্রিযোগে,
তেকারণে আসি এথাকারে॥
মহাজ্ঞান পেলে তুমি, তাহা নিতে আসি আমি,
জ্ঞান পেলে বাঁচাইতে পারি।
পূরাব তোমার মন, দিব তোমা আলিঙ্গন,
যদি জ্ঞান দেও দয়া করি॥
পেয়ে কণকার আশ, সাধু করে পরিহাস,
মহাজ্ঞান দিব হে নিশ্চয়।
দিয়ে তুমি আলিঙ্গন, রাখহ মোর জীবন,
কবি যদুনাথ দেব কয়॥

চাঁদের মহাজ্ঞান হরিয়া মনসার কপটে
গমন ও পুনঃ বাগান ছেদন।

ধুয়া।

মোর হরি পাগল কৈল রাধা গোয়ালিনী।

পয়ার।

কামবাণে হতজ্ঞান হ'য়ে চন্দ্রধর।
ডাক দিয়া মহাজ্ঞান হইল সত্বর॥
বিষহরী বলে তবে বুঝি মহাজ্ঞান।
মরা শরীরেতে প্রাণ দেও বিদ্যমান॥
হেন কালে মাছি গোটা দেখিয়া সম্মুখে।
ছিঁড়িয়া দ্বিখণ্ড করি রাখিল তাহ কে॥
মহাজ্ঞান পড়ি চাঁদ তাতে জল দিল।
উড়া দিয়া মাছি গোটা অন্তর হইল॥
মহাজ্ঞান পেয়ে পদ্মা সানন্দিত মন।
হস্তেতে ভৃঙ্গার করি বাহিরে গমন॥
ক্ষণেক থাকহ সাধু এখানে বসিয়া।
ঝারি হাতে বাহির হইতে আসি গিয়া॥
কাম ভাবে বিকল হইল সদাগর।
বাহির হইয়ে পদ্মা রথে করি ভর॥
ডাক দিয়া বিষহরী বলে হরষিতে।
ভাত খেতে বসে ছিলে ছাই পৈল পাতে॥
মহাজ্ঞান বলে চাঁদ না মান আমারে।
জ্ঞান হরিলাম এবে কি করিবে মোরে॥
আজি হতে ছাড় চাঁদ ধনপুত্র আশ।
মম সনে বাদে তব হবে সর্ব্বনাশ॥

এ বলিয়া গেল পদ্মা বিচিত্র বিমানে।
আপনার নাগ পুনঃ ডাক দিয়া আনে॥
আদেশিল নাগগণে বাগান কাটিতে।
শুনিয়া চলিল যত নাগ হরষিতে॥
কাটি লণ্ড ভণ্ড করে চাঁদের বাগান।
চর গিয়া বার্ত্তা দিল চাঁদ বিদ্যমান॥
মনসার নাগেতে বাগান কাটি পাড়ে।
শুনি বজ্র ভাঙ্গি যেন পড়ে চাঁদ শিরেঃ॥
স্তব্ধ হয় চাঁদ বাক্য না আসে মুখেতে।
সত্বর চলিল চাঁদ বাগান দেখিতে॥
কাটা বৃক্ষগণ দেখি চাঁদ সদাগর।
মহাজ্ঞান পড়ি জল দিলেন সত্বর॥
মূল মন্ত্র হরিলেন দেবী বিষহরী।
কাঁদিতে লাগিল চাঁদ মস্তকেতে ধরি॥
কবি যদুনাথ দেব মনসা কিঙ্কর।
পয়ার প্রবন্ধে বলে লাচাড়ী সুন্দর॥

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

মাথে হাত কান্দে সদাগর।
মম সঙ্গে সত্যবাণী, আপনি করিল কাণী,
মহাজ্ঞান হরি নিল মোর॥
যত বিড়ম্বনা তোরে, প্রতিশোধ দিল মোরে,
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
দীর্ঘ তোর কেশ খোপা, না কাটিনু করি কৃপা,
করিতে না পারি বিড়ম্বন॥
ছিল পদ্মা যেই ঘরে, ভাঙ্গিলেক সদাগরে,
সেই ঘর ফেলিল পুড়িয়া।
যেই ঘরে বিষহরী, পূজিল তাহার নারী,
সেই মাটি ফেলিল খুদিয়া॥

ডাক ছাড়ে সদাগর, শুনরে তেরা নফর,
ঝাটে আন গুঞ্জরীর জল।
বিটল কাণীর সনে, একত্রেতে যে বিছানে,
পাখালিয়া করহ নির্ম্মল॥
যদুনাথ দেব কয়, সুকবি-বল্লভ হয়,
শুনরে নির্ব্বোধ সদাগর।
জগত জননী সনে, বাদ কর কি কারণে,
বিধি বাদী হইলেক তোর॥

পয়ার।

চন্দ্রধরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার দংশন এবং
ওঝা ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক প্রাণ দান।

স্নান করি হরষিতে জয় বিসহরী।
ডাক দিয়া পাণ্ডু নাগ আন শীঘ্র করি॥
পদ্মা বলে শুন পাণ্ডু আমার বচন।
সত্বরে দংশিয়া আসি চাঁদের নন্দন॥
পদ্মার বচন পাণ্ডু না করিল আন।
একে একে হরিলেক ছয় জন প্রাণ॥
পুত্র ঢলি পড়ে ঘরের ভিতরে।
বিষাদে সনকা রামা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
ক্রন্দন শুনিয়া চাঁদ আসিল তখন।
মনে ভাবে মহাজ্ঞান নাহিক স্মরণ॥
ধড় ফড় করে চন্দ্রধর মহামতি।
মনে নাহি মহাজ্ঞান হয়েছে বিস্মৃতি॥
চাঁদ বলে শুন তেরা আমার বচন।
ওঝা ধন্বন্তরি আন জীয়াতে নন্দন॥
চাঁদের বচনে তেরা সত্বরে চলিল।
ওঝার নিকটে কথা কহিতে লাগিল॥

সাবধানে শুন ওঝা বচন আমার।
নাগে খাইল চাঁদের ছয়টী কুমার ॥
ঝাটে আসি তাহাদের দেও প্রাণ দান।
এবার করিবে সাধু বহুল সম্মান ॥
হাসি হাসি বলে তবে ওঝা ধন্বন্তরি।
লীলায় জীয়া'তে পারি খেলে বিষহরী ॥
ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে চড়ি ওঝা ধন্বন্তরি যায়।
ছয় কোটী শিষ্য পাছে ঢাক ঢোল বায় ॥
ওঝা ধন্বন্তরি আসি হুঙ্কার মারিল।
একে একে ছয় জন বাঁচিয়া উঠিল ॥
পুত্রগণ বাঁচে চাঁদ সানন্দিত মন।
ওঝাকে সম্মান করে দিয়া বহু ধন ॥
চর নাগ বার্ত্তা কহে পদ্মার গোচর।
ধন্বন্তরি বাঁচাইল চাঁদের কোঙর ॥
পুনশ্চ মনসা বলে পাণ্ডুকে ডাকিয়া ॥
আর বার চাঁদ পুত্রে আসহ দংশিয়া।
শুনিয়া চলিল নাগ হরষিত মন।
পুনরপি চাঁদ পুত্রে করিল দংশন ॥
এইমতে তিনবার ছয় পুত্র মরে।
ওঝা ধন্বন্তরি আসি বাঁচায় হুকারে ॥
তাহা দেখি বিষহরি চিন্তাযুক্ত মন।
নেতার গলায় ধরি করেন ক্রন্দন ॥
কবি যদুনাথ বলে ভাবি বিষহরী।
মনসার করুণায় একটা লাচাড়ী ॥

মনসার বিলাপ ও নেতার স্থানে পরামর্শ জিজ্ঞাসা।

লাচাড়ী ত্রিপদী রাগ করুণ ভাটিয়াল।

নেতার গলায় ধরি, কান্দে জয় বিষহরী,
স্বরূপ বচন বল মোরে।
চাঁদের ছয় কোঙর, খায় পাণ্ডু বিষধর,
বাঁচিয়া উঠিল কার বরে ॥
নেতা ভগ্নী বল মোরে, দুষ্ট বেটা চন্দ্রধরে,
প্রথমে বাঁচায় মহাজ্ঞানে।
বিষম দেখিয়া বৈরী, মহাজ্ঞান আনি হরি,
এখন বাঁচায় কোন জনে ॥
নেতা বলে বিষহরী, শঙ্খু ওঝা ধন্বন্তরি,
ছয় পুত্র বাঁচায়ে হুঙ্কারে।
যদি থাকে শঙ্খু ওঝা, তোমার না হবে পূজা,
না পারিবে বাদ সাধিবারে ॥
নেতার বচন শুনি, মনসা বলেন পুনি,
শুন ভগ্নী নেতালো সুন্দরী।
যাইয়া তুমি সত্বরে, আন তক্ষক নাগেরে,
দংশিবারে ওঝা ধন্বন্তরি ॥
শুনিয়া পদ্মার কথা, হাসিয়া বলেন নেতা,
ধন্বন্তরি না ডরে তাহারে ॥
যদুনাথ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
তক্ষক পলায় তার ডরে ॥

পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ বিবরণ।

পয়ার।

বিষহরী বলে শুন নেতালো সুন্দরী।
কি মতে তক্ষকে জিনে ওঝা ধন্বন্তরি॥
নেতা বলে শুন ভগ্নী আমার বচন।
জানি তক্ষকের পরাভবের কারণ॥
তৃতীয় পাণ্ডবার্জ্জুন বিদিত সংসার।
অভিমন্যু নাম ধরে তাঁহার কুমার॥
তার ঘরে জনমিল পরীক্ষিত রাজা।
ইন্দ্র তুল্য তাহাকে সকলে করে পূজা॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডা'তে না পারে।
অরণ্যেতে গেল রাজা মৃগ মারিবারে॥
সসৈন্য সহিতে রাজা অরণ্যেতে যায়।
ধ্যানে মগ্ন এক মুনি আছিল তথায়॥
মন আর পবন করিয়া এক স্থানে।
সমাধিতে আছে মুনি অচৈতন্য জ্ঞানে॥
নানান প্রকারে রাজা বলিল বিস্তর।
চক্ষু মেলি মুনিবর না দিল উত্তর॥
রাজা বলে ভণ্ড তপস্বী হইয়া।
ভাঙ্গ খেয়ে আছে দুই চক্ষু পাকাইয়া॥
এই বেটা তপস্বী যে ভাঙ্গের নেশায়।
কপটে বসিয়া আছে যোগ মগন কায়॥
বিনাশ হইতে রাজা আছে ভবিতব্য।
তেকারণে মুনিকে করয়ে উপদ্রব॥
বিনা দোষে রাজা তারে করি অবহেলা।
মুনির গলায় দিল মরা সাপ মালা॥
এত করি গেল রাজা ঘরেতে চলিয়া।
মুনি পুত্র শৃঙ্গী তাহা দেখিল আসিয়া॥
ধ্যানেতে জানিল শৃঙ্গী মুনির কুমার।
পরীক্ষিত করি গেল এত অত্যাচার॥
এত বিড়ম্বন করি পরীক্ষিত গেল।
সাপ মালা খসাইয়া ভূমিতে রাখিল॥
সাপ বিড়ম্বনে শৃঙ্গী মনে পায় তাপ।
পরীক্ষিতের উপরে দিলেন ব্রহ্মশাপ॥
যদি মুনি পুত্র হই ব্রহ্মতেজ থাকে।
সপ্তদিন মধ্যে তাঁরে খাউক তক্ষকে॥
মুনি শাপে তক্ষক দংশিবে পরীক্ষিতে।
লোক মুখে শুনি ওঝা যায় বাঁচাইতে॥
কবি যদুনাথ দেব ভাবি বিষহরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী॥

পরীক্ষিতকে বাঁচাইতে ওঝা ধন্বন্তরির গমন ও তক্ষকের সহিত পরিচয়।

লাচাড়ী ত্রিপদী।

ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠেতে চড়ি, চলিলেন ধন্বন্তরি,
পরীক্ষিত রাজা জীয়াবারে।
বিষ লড়ি ঝারী ভরি, লয় বাম কাঁধে করি,
কমণ্ডলু লয়ে সাপ্য করে॥
হরষিত হয়ে যায়, দুই পাশে ঢাক বায়
ছয় কোটী শিষ্য সঙ্গে চলে।
রৌদ্রেতে তাপিত হয়ে, শীতল পবন পেয়ে,
বসিলেন বটবৃক্ষ তলে॥
তক্ষক আসিল পরে, ব্রাহ্মণের বেশ ধরে;
জিজ্ঞাসা করেন ধন্বন্তরি।
জাতি গোত্র প্রশ্ন করি, প্রণমিল ধন্বন্তরি,
দ্বিজ জ্ঞানে মনে ভক্তি করি॥
হরষিতে ধন্বন্তরি, শিষ্যগণ সঙ্গে করি,
ঝারী মেলি বিষ লাড় খায়।

দেখিয়া তক্ষক কয়, জিজ্ঞাসিয়া পরিচয়,
কহ তুমি চলেছ কোথায় ॥
ভাল বেশ ধর তুমি সেজন্য জিজ্ঞাসি আমি,
কোথায় চলেছ কি জন্যেতে।
যদুনাথ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
তক্ষক দংশিবে পরীক্ষিতে ॥
পাণ্ডুবংশে উৎপত্তি, পরীক্ষিত নরপতি,
তক্ষক দংশিবে সেই রাজা।
তারে বাঁচাবার তরে, চলেছি আমি সত্বরে,
নাম মোর ধন্বন্তরি ওঝা।

তক্ষক সহ ধন্বন্তরির বাদানুবাদ।

পয়ার।

তক্ষক শুনিয়া বলে ওঝার বচন।
কি কারণে বল তুমি অশক্য কথন ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল যে এ তিন সংসারে।
তক্ষক দংশনে কেবা বাঁচাইতে পারে ॥
তুমিও জানহ ভাল তক্ষক বাখান।
যে নাগের শ্বাসে হয় গিরি খান খান ॥
এত অশক্য কথা আসে তব মুখে।
শুনিয়া হাসিবে তোমা যত বিজ্ঞ লোকে ॥
কোপে ধন্বন্তরি বলে, মাল সাট দিয়া।
প্রত্যক্ষ দেখাতে পারি তোমাকে মারিয়া ॥
ভাল মন্দ ব্রাহ্মণ যে শুদ্রের দেবতা।
তেকারণে সহি আমি এতবড় কথা ॥
অন্য জাতি কহে যদি এ সব বচন।
তখনে পাঠাই তাঁরে যমের সদন ॥
পুনঃ ধন্বন্তরী কহে করিয়া প্রতাপ।
ব্রাহ্মণ হইয়া কহ এতেক প্রলাপ ॥
ধন্বন্তরি বলে যদি এ সব বচন।
তাহা শুনি ব্রাহ্মণ বলেন ততক্ষণ ॥
কুশাতে কাটয়ে যাঁরে ঝাড়ের ভিতর।
তাহাকে বাঁচায়ে বেটা ওঝা নাম তোর ॥
ভাইট বাসক মূল আনিয়া উফাড়ি।
ঝুলি হ'তে তাহা দিয়া টাকা লও ভাড়ি ॥
আমি সে তক্ষক নাগ না চিন আমারে।
কপটেতে আসিয়াছি তোমা ভাণ্ডিবারে ॥
তোমাকে মারিয়া পাঠাইব যম ঘরে।
সুখে বেড়াইবে নাগ পৃথিবী ভিতরে ॥
কবি যদুনাথ বলে ভাবি বিষহরী।
ওঝা তক্ষকের বাদে একটা লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী ত্রিপদী পটমঞ্জরী রাগ।

বলে ওঝা ধন্বন্তরী, শুন নাগ অধিকারী,
দ্বিজরূপে কহ বড় কথা।
যদি নিজরূপ ধর, তক্ষক পন্নগবর,
মোচড়ি ছিড়িতে পারি মাথা ॥
ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ মায়া, ধরে নাগ নিজ কায়া,
মস্তকেতে সহস্রেক ফণা।
তক্ষকের বিষতাপে, দেবতা গন্ধর্ব্ব কাঁপে,
মুখে ঝরে অগ্নি কণাকণা ॥
নাগ বলে ধন্বন্তরি, বটবৃক্ষ ভস্ম করি,
পুনঃ যদি বাঁচাইতে পার।
যদুনাথ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
তবে জানি ওঝা নাম ধর ॥

তক্ষক কর্ত্তৃক ওঝার মন্ত্র-পরীক্ষা ও কপটে পরীক্ষিত রাজাকে দংশন।

ধুয়া।

লাগিল শ্যামের বাঁশী শ্রীরাধার বাদে।

পয়ার।

নাগ ধন্বন্তরি দোঁহে লাগিল ঝগড়া।
অত্যন্ত প্রকাণ্ড গাছ অতিবড় গোড়া॥
সেই বটবৃক্ষ হয় অত্যন্ত বিশাল।
মূল তার গিরি সম অতি উচ্চ ডাল॥
মূল দেশে আছে ব্রহ্মা হংসের বাহনে
মধ্য ভাগে মহাদেব বৃষ আরোহণে॥
শিরঃ ভাগে নারায়ণ গরুড়েতে স্থিতি।
স্থানে স্থানে কহি শুন যার যে বসতি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
যক্ষ দান বাদী যত পিশাচ খেচর॥
বিষ্ণু দূত যম দূত বার ক্ষেত্র তিথি।
এ সকল দেব তথা নিত্য করে স্থিতি॥
পৃথিবীতে আছে যত পক্ষী নানা জাতি।
কত শত পক্ষী তথা করয়ে বসতি॥
কাকাতুয়া বিহঙ্গম শালিকা শালিকী।
শাঁইচান, কবুতর, পেচক পেচকী॥
শারী, শুক, কাদাখোঁচা, আর চন্দনিয়া।
সারস, সারসী, ভৃঙ্গ, হরিতাল টিয়া॥
চাতক, চাতকী, ঘুঘু, নুরী, বুক্, ভুকী।
বুলবুল, কোকিল, শ্যামা, হিরামন পাখী॥
বহরী, মদনা আর যত পক্ষী ইতি।
সবে মিলি সেই বৃক্ষে করয়ে বসতি॥
এই সব পক্ষী বৃক্ষে থাকে থরে থরে।
উপরে থাকয়ে ডাল কাটয়ে সুতারে॥
ইহা শুনি মনে মনে চিন্তে সূত্রধরে।
স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া কেন আসি মরিবারে॥
তক্ষক বিক্রম যবে ছুতার দেখিল।
দ্বি-চক্ষু মুদিয়া ডালে জড়িয়া ধরিল॥
সহস্র ফণায় জড়ি বৃক্ষ গোটা ধরি।
তক্ষক করিল ভস্ম বিষানলে পুড়ি॥
বৃক্ষ মধ্যে যত ছিল ভস্ম হৈল কোপে।
ভয় পেয়ে ধন্বন্তরি মহ জ্ঞান জপে॥
তক্ষক বলেন শুন ধন্বন্তরি বেজ।
আজি সে জানিব তব মহাজ্ঞান তেজ॥
ভস্ম বটবৃক্ষ তুমি বাঁচালে নিশ্চয়।
তবে সে বাঁচাবে মরা মোর মনে লয়॥
ভস্ম হয়ে যায় বৃক্ষ বাতাসেতে উড়ি।
মুষ্টি করি ধরে তাহা ওঝা ধন্বন্তরি॥
হাঁসিয়া বলেন নাগে ওঝা ধন্বন্তরি।
চেয়ে দেখ ভস্ম হতে বৃক্ষ সৃষ্টি করি॥
কমণ্ডলু জল ওঝা লইলেক করে।
মহামন্ত্র পড়ি দিল ভস্মের উপরে॥
মনে মনে মন্ত্র পড়ে যোড় করি হাত।
ভস্ম হতে বাহির হইল দুই পাত॥
পুনরপি মহামন্ত্র লাগিল পড়িতে।
ডালে মূলে বাড়ে বৃক্ষ ছুতার সহিতে॥
যেই স্থানে যেই পক্ষী আছিল যেমতে।
পুনরপি বাঁচি উঠে, বৃক্ষের সহিতে॥
হাসিয়া বলেন তবে ওঝা ধন্বন্তরি।
লজ্জায় তক্ষক রহে মাথা হেট করি॥
তক্ষক বলেন শুন ধন্বন্তরি বেজ।
এক্ষণে জানিনু তব মহাজ্ঞান তেজ॥
বহু ধন আশে যাও বাঁচাতে রাজারে।
সেই ধন দিব আমি ফিরে যাও ঘরে॥

এই বেণামূলে আছে সপ্ত রাজার ধন।
ইহা লয়ে গৃহে তুমি করহ গমন ॥
হীরা, মণি, মাণিক্য যে প্রবাল কাঞ্চন।
আপন ইচ্ছায় লও যত লয় মন ॥
শিষ্যগণ ধরি বেণামূল উফারিল।
বহুবিধ ধন তাতে দেখিতে পাইল ॥
শিষ্যগণ লয় ধন মোট বন্ধি করি।
ধন মান পেয়ে ঘরে গেল ধন্বন্তরি ॥
তক্ষক দংশনে নাহি ওঝার মরণ।
কহিলাম তব স্থানে সব বিবরণ ॥
সকল রাজ্যেতে সাড়া দিয়াছে রাজন।
সর্প পেলে যথা তথা করয়ে নিধন ॥
চক্রব্যূহ করিয়া রাখিল স্থানে স্থানে।
পুরি প্রবেশিতে নাহি পারে কোন জনে ॥
রাজ্যে রাজ্যে মহারাজ দিয়াছে ঘোষণা।
পুরি প্রবেশিতে শুদ্ধ দ্বিজে নাহি মানা ॥
সপ্তদিন মধ্যে শাপ মুনির বচন।
সপ্ত দিন গেল তাঁর নাহিক মরণ ॥
দ্বিজ বেশে তক্ষক প্রবেশে রাজপুরে।
তক্ষকের কপটেতে মহারাজ মরে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ দেখ ভাদ্রমাস দিনে।
অকাল বদরী বিপ্র দিল রাজা স্থানে ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া নৃপ হয়ে হৃষ্টমন।
বসিবারে আনি দিল রত্নসিংহাসন ॥
কপটে তক্ষক নাগ করিল প্রবেশ।
মরণ সময় যেন যমের আদেশ ॥
অকাল বদরী পেয়ে রাজা হতজ্ঞান।
হস্তেতে লইয়া ফল লইলেক ঘ্রাণ ॥
ঘ্রাণ সহ গেল বিষ মস্তক ভিতরে।
ক্রমে ক্রমে ছায় বিষ সমস্ত শরীরে ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠে বিষ মস্তক উ ।
ততক্ষণে ঢলিয়া পড়িল নৃপবর ॥
দেখিয়া তক্ষক নাগ হরিষ অন্তরে।
পবন গমনে চলি যায় নিজ ঘরে ॥
অরাজক দেখি লোক ধায় লাখে লাখে।
আচম্বিতে বজ্রাঘাত যেন পড়ে বুকে ॥
রাজাকে দেখিতে প্রজা করে হুড়াহুড়ি।
লাখে লাখে রাজা আসে ছাড়ি নিজপুরি ॥
রাজাকে লইয়া রাণী করয়ে ক্রন্দন।
বলরাম দেব কহে মনসা চরণ ॥

রাণী ও প্রজালোকের বিলাপ এবং সর্পঃ
বংশনাশে জন্মজয়ের প্রতিজ্ঞা।

লাচাড়ী—ত্রিপদী, রাগ করুণ ভাটিয়াল।

উঠ প্রভু মহামতি, চন্দ্রবংশ নরপতি,
কেন তব হল এ গতি।
সারদা তোমার নারী, কাঁদয়ে চরণ ধরি,
উঠ উঠ মম প্রাণ পতি ॥
জন্মে তোমা জানি, তুমি প্রভু শিরোমণি,
আমি তব প্রাণের প্রেয়সী।
জনক তক্ষক মোর, বধিল জামাতা তাঁর,
বিধবা করিল তোমা দংশি ॥
মৃগয়া করিতে গেলে, তথা প্রভু শাপ পেলে,
মুনি গলে সর্প দিলা সুখে।
মনেতে পাইয়া তাপ, মুনি পুত্র দিল শাপ,
সপ্তদিনে খাইতে তক্ষকে ॥
মুনি পুত্র শাপ বাণী, নিশ্চয় ফলিল জানি,
শ্বশুর বধিল জামাতারে।
কান্দে জন্মেজয় রাজা, সঙ্গে কান্দে যত প্রজা,
হাহা বিধি কি কৈল আমারে ॥

যদি চন্দ্রবংশী হই, সবাকে নিশ্চয় কই,
বাপ মোর বধিল তক্ষকে।
বলরাম দেব বলে, জন্মেজয় যজ্ঞকালে,
নাগ না রাখিবে মর্ত্ত্যলোকে ॥

পরীক্ষিতের অভিষেক ও সর্প যজ্ঞারম্ভ।

পয়ার।

পতি কোলে করি কান্দে সারদা সুন্দরী।
তক্ষক দংশিয়া স্বামী মোরে কৈল রাঁড়ী ॥
বাপের সৎকার করি রাজা জন্মেজয়।
বিধিমতে শ্রাদ্ধ করে রাজার তনয় ॥
শ্রাদ্ধাদি করিল রাজা ক্ষত্রিয় আচারে।
নানাবিধ ধন দান দিলেন দ্বিজেরে ॥
জন্মেজয় অভিষেক করি রাজাগণে
শুভক্ষণে বসাইল রত্নসিংহাসনে ॥
রাজা হয়ে রাজ্য পালে রাজা জন্মেজয়।
মুনিগণে নিমন্ত্রিয়া আনে নিজালয় ॥
সনক নারদ ব্যাস আর পরাশর।
বাল্মীকি ভার্গব ভৃগু আদি মুনিবর ॥
রাজা নিমন্ত্রণ পেয়ে আসিল সত্বরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজে সমাদরে ॥
বসিবারে আনি দিল রত্নসিংহাসন।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিল মুনিগণ ॥
রাজা বলে তক্ষকে জানহ সর্ব্বজনে।
শ্বশুর হইয়া দংশে জামাতা কেমনে।
ত্রিভুবনে মম পিতা অজেয় নৃপতি।
কন্যা দিয়া করিলেক অনেক পিরীতি ॥
গরুড়ের ভয়ে নাগ মর্ত্ত্যেতে না রয়।
তাহাকে রাখিল পিতা করিয়া নির্ভয় ॥
রাজা হয়ে রাজ্য পালে মারে দুষ্টজন।
তার প্রতিফল চিন্তিলেন নারায়ণ ॥
মাতামহ নহে মম হয়ে পিতৃ বৈরী।
মারিব সকল নাগ সর্পযজ্ঞ করি ॥
হোমকুণ্ড কাটিলেক পৃথিবী মণ্ডলে।
মুনিগণ সম্বোধিয়া জন্মেজয় বলে ॥
মুনিগণ করিলেন আহুতি প্রদান।
আপনি আসিয়া অগ্নি হলা অধিষ্ঠান ॥
যে নাগের নাম লয়ে করেন আহুতি।
সে নাগ আসিয়া কূপে পড়ে শীঘ্রগতি ॥
যেই যেই নাগ নাম লয় চিনি চিনি।
মন্ত্রবলে কুণ্ডে আসি পড়য়ে আপনি ॥
মরিল অনেক নাগ নাহিক এড়ান।
তক্ষক মনেতে চিন্তে আপন কল্যাণ ॥
মন্ত্র তেজে পৃথিবীতে রহিতে না পারে।
ইন্দ্রের শরণ লয় অমর নগরে ॥
ভীত হয় দেবগণ তক্ষক দর্শনে।
সৃষ্টি নাশ হল বলি বলে দেবগণে ॥
সিংহাসনতলে ইন্দ্র তক্ষকে রাখিয়া।
চাতুরী করিয়া রহে মনেতে ভাবিয়া ॥
যদুনাথ পণ্ডিতের কবিত্ব চাতুরী।
পয়ায় প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী ॥

ইন্দ্রের শরণে তক্ষকের স্থিতি।

লাচাড়ী ত্রিপদী পট মঞ্জুরি রাগ।

শুন ইন্দ্র দেবরাজ, আমি যে তক্ষক রাজ,
লইলাম তোমার শরণ।
যত নাগ মহীতলে, পুড়ি মারে যজ্ঞস্থলে,
জন্মেজয় পরীক্ষিত সুতে ॥

শাপ দিল মুনিবরে, দংশিলাম জামাতারে,
ধন্বন্তরি পাঠাইয়া ঘরে।
পাইয়া যে জন্মেজয়, পিতৃশোক অতিশয়,
যজ্ঞ করে আমা বধিবারে॥
যজ্ঞের যে নাম শুনি উড়িল আমার প্রাণী,
যার নামে না রহে পরাণ।
পুড়ি মরে নাগ যত, তাহা বা কহিব কত,
পৃথিবীতে না রহে সন্তান॥
শুনিয়া বিষম কাজ, স্থান দিল দেবরাজ,
সত্য করি দেব সুরপতি।
শ্রীবলরাম পণ্ডিত, রচিত মধুর গীত
শুনি হরষিত পদ্মাবতী॥

মন্ত্রবলে ইন্দ্র সহ তক্ষককে আকর্ষণ এবং
রাজার নিকট আস্তিকের
দক্ষিণা প্রার্থনা।

পয়ার।

তক্ষক উদ্দেশ করে রাজা জন্মেজয়।
ইন্দ্রের স্মরণে নাগ পলাইয়া যায়॥
জন্মেজয় বলে তবে ঋষি পুরোহিতে।
আর কোন কোন নাগ আছে পৃথিবীতে॥
জন্মেজয় বচনে বলেন মুনিগণ।
তক্ষক আছয়ে লয়ে ইন্দ্রের স্মরণ॥
তক্ষকে আনিতে মুনি চাহে মন্ত্রবলে।
একাকি না আসে নাগ ইন্দ্রসহ চলে॥
মুনিগণ মুখে রাজা শুনিয়া বচন।
কোপে জ্বলে জন্মেজয় লোহিত লোচন॥
আমি চন্দ্রবংশি রাজা ভুবন মণ্ডলে।
ত্রিভুবন জিনিবারে পারি বাহুবলে॥
যজ্ঞকালে বাদ করা উচিত না হয়।
মম হস্তে বাঁচি ইন্দ্র তেকারণে রয়॥
আহুতি লইয়া মন্ত্র পড়ে মুনিবর।
ইন্দ্রসহ তক্ষক আসিল কুণ্ডোপর॥
সৃষ্টি নাশ হবে হেন ভাবি দেবগণ।
সকল দেবতা গেল আস্তিক সদন॥
অনেক কাকুতি করি স্তব কৈল ভঙ্গ।
বিস্তারিয়া দেবগণ বলিল প্রসঙ্গ॥
যজ্ঞেতে আসিল মুনি সানন্দিত মন।
মুনি দেখি হরষিত নৃপতি নন্দন।
কি কারণে মহামুনি এথা আগমন॥
মম স্থানে আছে তব কিবা প্রয়োজন।
মুনি বলে জন্মেজয় যজ্ঞ কর তুমি।
সকলে দক্ষিণা পায় না পাইনু আমি॥
রাজা বলে দান লও সন্তুষ্ট হইয়া।
সসাগরা পৃথিবী যে দিব উৎসর্গিয়া॥
মুনি বলে পৃথিবীতে নাহি কোন প্রীতি।
উৎসর্গিয়া দেও মোরে একটা আহুতি॥
মধুর কোমল গীত পদ বন্ধ এড়ি।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী॥

পিতৃশোকে ইন্দ্র ও মুনিগণের নিকট
জন্মেজয়ের দুঃখ বৃত্তান্ত বর্ণন।

লাচাড়ী ত্রিপদী রাগ গিরি।

শুন মুনি মহামতি, দেবরাজ সুরপতি,
তোমাদেরে কহি দুঃখ কথা।
তক্ষক সে নাগবর, মাতামহ হয় মোর,
কহি শুন তাহার বারতা॥

মুনি শাপিলেন বাপে, দংশিবে তক্ষক সাপে,
শুনি ওঝা আসি বাঁচাবারে।
ধন দিয়া বহুতর, তাঁকে পাঠাইল ঘর,
কপটেতে বধিল পিতারে ॥
মুনি পুত্র গুণনিধি, সৃজিয়া রাখিল বিধি,
শোক দূর হেতুর কারণ।
এই সব বিঘটন, শুন মুনি বিবরণ,
হ'ল পিতা অকালে মরণ ॥
তক্ষক যে মাতামহ, যজ্ঞেতে করিব দাহ,
ছাড় তারে সহস্র লোচন।
মুনি বলে দান দিবা, বাক্য মম না লঙ্ঘিবা,
নাগ লয় ইন্দ্রের শরণ ॥
জন্মেজয় বলে মুনি, তুমি বড় তত্ত্বজ্ঞানী,
হেন দুষ্ট রাখি কি কারণে।
বিপ্র জগন্নাথ বলে, মনসার পদতলে,
মুনি বলে রাখহ জীবনে ॥

আস্তিক মুনি কর্ত্তৃক তক্ষক ও নাগ-বংশ রক্ষা এবং সর্পযজ্ঞ সমাপন ও পদ্মার আদেশে নাগগণ কর্ত্তৃক ওঝাকে দংশন এবং ওঝা ও শিষ্যগণ কর্ত্তৃক বিষ ভস্ম।

পয়ার।

মুনি বলে জন্মেজয় চাহি এক দান।
একটি আহুতি মোরে করহ প্রদান ॥
তাহার দক্ষিণা চাহি তক্ষক নাগেরে।
সপ্ত সাগরের নাগ দান কর মোরে ॥
মুনির অলঙ্ঘ্য বাক্য লঙ্ঘিতে না পারে।
তুষ্ট হয়ে দান রাজা দিল মুনিবরে ॥
যজ্ঞ সমাপন করি গেল নৃপবর।
দেব মুনি চলি গেল যার যেই ঘর ॥

নাগগণ জীয়াইয়া দেন মুনিবরে।
তুষ্ট হয়ে তক্ষক চলিল নিজ ঘরে ॥
এই সব নাগ নারে লঙ্ঘিতে ওঝাকে।
পূর্ব্ব বিবরণ যত বলিনু তোমাকে ॥
নেতা বলে চল যাই ওঝার নগরে।
যে প্রকারে পারি বধ করিব তাহারে ॥
নেতার বচন শুনি জয় বিষহরী।
হরষিতে চলি গেল ওঝার নগরী ॥
পদ্মা বলে শুন ভগি নেতালো সুন্দরী।
চাঁদের সম্পদ দেখি সহিতে না পারি ॥
চাঁদ না বলয়ে মন্দ ওঝা বলে মোরে।
কি বুদ্ধি করিয়া বধ করিব তাহারে ॥
চাঁদ সনে নহে বাদ, বাদ ওঝা সন।
ধন্বন্তরি করে মোরে এত বিরম্বন ॥
ধন্বন্তরি ওঝা যদি থাকে পৃথিবীতে।
জিনিতে নারিব বাদ চাঁদের সহিতে ॥
চাঁদের সহিত বাদ রহুক এখন।
অগ্রে লব ধন্বন্তরি ওঝার জীবন ॥
নেতার সহিতে পদ্মা যুক্তি করি সার।
পাঠাইল পঞ্চ নাগ ওঝা বধিবার ॥
মহাপদ্ম মহাপাণ্ডু আর মহাকাল।
প্রচণ্ড কমল শ্বেত কাল যে বিশাল ॥
এই পঞ্চ নাগে আজ্ঞা দিল বিষহরী।
সত্বরে বধিবে যেয়ে ওঝা ধন্বন্তরি ॥
পদ্মার আদেশে নাগ চলে হরষিতে।
যার বিষ ত্রিভুবন না পারে সহিতে ॥
শঙ্খপুরে গেল নাগ প্রকার প্রবন্ধে।
প্রবেশিতে নারে পুরে ঔষধের গন্ধে ॥
নেউটিয়া যেতে নাগ মনে বাসে ভয়।
ওঝার নিকটে গেলে জীবন সংশয় ॥

সাত পাঁচ ভাবে নাগ পড়িয়া সঙ্কটে।
ছিদ্র না পাইয়া নাগ বেড়ায় কপটে॥
এক দিন গুঞ্জরীর ঘাটে মনোরঙ্গে।
জল ক্রীড়া করে ওঝা শিষ্যগণ সঙ্গে॥
সাহস করিয়া নাগ জলে প্রবেশিয়া।
মহাপাণ্ডু নাগ দংশে চরণ চাপিয়া॥
দুঃখ পেয়ে ধন্বন্তরি ফিরিয়া চাহিল।
কালকূট বিষ তারে সর্ব্বাঙ্গ ছাইল॥
ওঝা বলে শুন শিষ্য অপরূপ কথা।
কোন নাগে আসি মোরে দংশিলেক এথা॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া শিষ্য বিমর্ষ হইল।
মন্ত্রবলে ঝাড়ি তার বিষ নামাইল॥
শিষ্যগণ সঙ্গে ওঝা চলিল তখন।
কৌতুকে ঘরেতে আসি করিল ভোজন॥
সুখে নিদ্রা যায় ওঝা শুইয়া খাটেতে।
মহাপদ্ম নাগ তারে দংশে আচম্বিতে॥
হাহাকার করি তবে উঠিল গারুড়ি।
বিষে ছন্ন হয়ে ওঝা যায় গড়াগড়ি॥
শিষ্য নামাইল বিষ মহামন্ত্রে ঝাড়ি।
মন্ত্রবলে সুস্থির করিল ধন্বন্তরি॥
অবজ্ঞা করিয়া ওঝা নারীগণ সঙ্গে।
নানারঙ্গে ক্রীড়া করে মনের তরঙ্গে॥
শ্বেতকাল নাগ করি সাহসেতে ভর।
দক্ষিণ চরণে তাঁর মারিল কামড়॥
কালদন্ত ঘায় ওঝা পাইল বেদনা।
বিষে অঙ্গ পোড়ে তাঁর পাসরে আপনা॥
শিষ্যগণ আসি তথা মিলিল সত্বর।
ঔষধের ফোঁটা দিল ঘায়ের উপর॥
নির্ব্বিষ হইয়া ওঝা অহঙ্কার করে।
নাগের কামড়ে মোরে কি করিতে পারে॥
আর দিন মৃগয়াতে গেলেন অরণ্যে।
দংশিল কমল নাগ বিষম সন্ধানে॥
হুঙ্কার মারিয়া ওঝা মহাজ্ঞান জপে।
কালকূট বিষ ভস্ম করয়ে প্রতাপে॥
হাটিয়া বেড়ায় ওঝা রাত্রি নিশাভাগে।
তাহাতে কামড় দিল মহাকাল নাগে॥
বিলম্ব না করে ওঝা নাগেরে ঠোকরে।
মন্ত্রবলে বিষ ভস্ম করিল সত্বরে॥
লজ্জা পেয়ে আকুল হইয়ে নাগগণ।
পদ্মার গোচরে যেয়ে জানায় কারণ॥
ঔষধ লঙ্ঘিয়া যাই ধন্বন্তরি পুরি।
দংশিয়া ওঝাকে কিছু করিতে না পারি॥
নেতা বলে নাগ পাঠাইয়া কার্য্য নাই।
মায়ারূপ ধরি চল তুমি আমি যাই॥
লইল বিষের লাড়ু মন কৌতূহলে।
দধি দুগ্ধ লইলেন বিষের মিশালে॥
বিষ মাখি দধি দুগ্ধ সাজায়ে পসার।
গোয়ালিনী রূপে গেল দধি বেচিবার॥
বিপ্র শ্রীজানকী নাথ বন্দি বিষহরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী॥

গোয়ালিনী বেশে দধি বিক্রি করিতে
মনসার গমন ও ধন্বন্তরির
সহিত কথোপকথন।

লাচাড়ী ত্রিপদী, পটমঞ্জুরি রাগ।

দধির পসার করি, গোয়ালিনী রূপ ধরি,
দেখা দিলা ওঝার সদন॥
মধুর বচন কয়, রূপ দেখি মোহ হয়,
কিবা ওঝা কিবা শিষ্যগণ॥

গোয়ালিনী অঙ্গ ভঙ্গে, চলে মনোহর রঙ্গে,
দেখি মুনিগণ মোহ যায়।
জিনিয়া কোকিলধ্বনি, মধুর বচন শুনি,
রূপেতে ত্রিভুবন ভুলায়॥
ঈষৎ কটাক্ষ হাস, করিয়া মোহন লাস,
রাজহংস জিনিয়া গমন।
মুখপদ্ম প্রকাশিত, নয়ন ঘুমায় নিত্য,
মধুকর না ছাড়ে কখন॥
অধর বান্ধুলী ফুলে, দেখিয়া পুরুষ ভুলে,
গোয়ালিনী কথা কয় ছলে।
গোয়ালিনী রূপ দেখি, ফিরাইতে নারে আখি,
এথা আস ধন্বন্তরি বলে॥
ক্ষীর ননী ভাল দই, এই সব নিত্য লই,
দধি দুগ্ধ লইব আনন্দে।
শিষ্যগণ সঙ্গে করি, বিষ খায় ধন্বন্তরি,
বিষ জারে ঔষধের গন্ধে॥
রূপ দেখি ধন্বন্তরি, বলে বাক্য ব্যঙ্গ করি,
শুন বাক্য গোয়ালা সুন্দরী।
নগরে বাজারে যাও, যথা তথায়ে বেড়াও,
যুবা নারী কেনে একেশ্বরী॥
ভাল নহে তোর মতি, বুদ্ধিহীন তোর পতি
স্ত্রী জাতি হইয়া স্বতন্তরা।
আসিয়াছ পতি ছাড়ি, দধি বেচ বাড়ী বাড়ী,
ধিক তোরে কি বলিব বাড়া॥
দেখি তোর রূপ টান, ধরাইতে নারি প্রাণ,
আকুল হইল কামবাণে।
আমার বচন ধর, মন মোর শান্ত কর,
প্রাণ রাখ আলিঙ্গন দানে॥
গোয়ালিনী ক্রোধেজ্বলে, ওঝাকে বিরূপ বলে,
তুলসী বনের ব্যাঘ্র তোরা।
আকৃতি প্রকৃতি হেরি, মুখ হেনজ্ঞান করি,
পাপ মতি পর নারী চোরা॥
শুন ওঝা ধন্বন্তরি, মুখ সাজা দিতে পারি,
লোকে ভাল না বলিবে শুনি।
এ তব মুখের দোষে, দুঃখ পাইবে বিশেষে,
জানকীর মধু রস বাণী॥

গাভী রূপে নেতা কর্ত্তৃক ঔষধ হরণ ও
মালিনী রূপে মনসার ওঝাকে ছলনা
এবং নেতার গোয়ালিনীরূপে সার-
দার নিকট সরুজার সখ্যতা প্রসঙ্গে
নানা উপহার লইয়া সারদার
নিকট কপটে মনসার
গমনোদ্যোগ ।

ধূয়া।

হরি মোরে ত্রাণং ত্রাণং ত্রাণং ত্রায়।
ভরসা গোবিন্দ মোরে রাখ রাঙ্গা পায়॥

পয়ার।

গঞ্জন বচনে ওঝা লজ্জিত হইল।
ওঝাকে গঞ্জিয়া পদ্মা স্বস্থানে চলিল॥
যত বিষ খায় ওঝা দধির মিশালে।
সকল হইল ভস্ম বীজ মন্ত্র বলে॥
বিষ খেয়ে ধন্বন্তরি বিহ্বলে বেড়ায়।
ছয় কোটী শিষ্য আগে পাছে ঢাক যায়॥
বিষ খাওয়াইয়া ওঝা বধিতে না পারি।
বিরস বদন হইলেন বিষহরী॥
নেতার সহিতে পদ্মা করেন মন্ত্রণা।
এত বিষ খায় ওঝা না পায় যন্ত্রণা॥
ঔষধের বলে করে অনুমান করি।
যার গন্ধে বিষ ভস্ম করে ধন্বন্তরি॥

যাবত ঔষধ থাকে ওঝার নগরে।
তাবত করিতে কিছু না পারি ওঝারে ॥
পদ্মা বলে শুন বাক্য নেতালো সুন্দরী।
ঔষধ খাইয়া আস গাভী রূপ ধরি ॥
গাভী রূপে গেল নেতা ওঝার নগরে।
ঔষধের বাগানে পড়িল বায়ু ভরে ॥
ডালে মুলে খায় গাভী ঔষধ উফাড়ি।
শিকড় খাইল তার শৃঙ্গ দিয়া কুড়ি।
ঔষধ খাইয়া গাভী বেড়া ভাঙ্গি যায়।
ক্রোধ হয়ে ধন্বন্তরি গাভী পাছে ধায় ॥
শতে শতে শিষ্য ধায় লড়ালড়ি করে।
নানা সন্ধি করে গাভী ধরিতে না পারে ॥
চরণে খুড়িয়া মাটি করে খান খান।
পৃষ্ঠে লেজ করি গাভী করিল পয়ান ॥
ঔষধ খাইল গাভী দেখি ধন্বন্তরি।
বিরস বদনে গেল মনে দুঃখ স্মরি ॥
ঔষধ হরিয়া নেতা হরষিত মনে।
কহিল সকল কথা মনসার স্থানে ॥
শুনিয়া মনসা দেবী প্রসন্ন বদন।
ধরিয়া মালিনী রূপ চলে ততক্ষণ ॥
বিষেতে মাখিয়া পুষ্প গাঁথিলা সুন্দর।
বিলক্ষণ মালা গাথে গন্ধে মনোহর ॥
জাতি যুতী মালতী চম্পক নাগেশ্বর।
পারুলী বকুল কুন্দ বান্ধুলী টগর ॥
কণক মালতী চাপা ওর যে লবঙ্গ।
বিচিত্র মাধবী লতা অশোক সুরঙ্গ ॥
রক্ত নীলোৎপল আর পুষ্প শেফালিকা।
মল্লার কেতকী শ্বেত পলাশ মল্লিকা ॥
কুঞ্জ পারিজাত আর দ্রোণ যে ধুতুরা।
শ্বেত ওর রক্ত ওর রঙ্গিন কস্তুরা ॥
আর কত পুষ্প লয়ে সাজায়ে পসার।
কপট প্রবন্ধে পদ্মা গেলা শঙ্খ দ্বার ॥
শিষ্যগণ পড়ায় বসিয়া ছাত্র শালা।
হেন কালে গেল পদ্মা লয়ে পুষ্প মালা ॥
ওঝা বলে মালিনী আমাকে দেও ফুল।
বিশেষ তোমার রূপে হয়েছি ব্যাকুল ॥
হাসিয়া মালিনী বলে করি নানা ছলা।
চাঁদ যোগ্য আনিয়াছি বন-পুষ্প মালা ॥
রূপে গুণে সন্তোষিত পরশিলে গায়।
সর্ব্বাঙ্গ যুড়ায় গন্ধ যোজনান্ত যায় ॥
পরিলে আমার মালা পাসরে আপনা।
পুরস্কার দিবা মোরে করি বিবেচনা ॥
ওঝা বলে দিব আমি বহু পুরস্কার।
কোন গ্রামে বাস কর কি নাম তোমার ॥
সুগন্ধা আমার নাম শোনাপুরে বসি।
এতেক বলিয়া হাসে পরম রূপসী ॥
ওঝার গলাতে তুলি দিল পুষ্প মালা।
হাতে মাথে দিল পুষ্প গন্ধে মন ভোলা ॥
সকল শিষ্যের মালা দিল জনে জনে।
মোহিত হইল সব পুষ্পের কারণে ॥
মালিনীর রূপে আর পুষ্পের সৌরভে।
শিষ্য গুরু মোহ যায় পুষ্পের প্রভাবে ॥
গারুড়ি পাগল হ'ল পদ্মার কপটে।
বিপদ পড়িলে মহাজন বুদ্ধি টুটে ॥
বিষের মিশালে পুষ্প পরিল ওঝায়।
সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া বিষে অগ্নি উঠে গায় ॥
বিষে ছন্ন হ'য়ে ওঝা আপনা পাসরে।
মর্ম্মস্থল ভেদে বিষে ওঝা ঢলি পড়ে ॥
বিষম শঙ্কটে ওঝা পেয়ে পরিত্রাণ।
হরিষ হইয়া ওঝা করে অনুমান ॥

ওঝা বলে পুষ্পে কেন এতেক জঞ্জাল।
বিষম পুষ্পের মালা দেহ করে কাল॥
পদ্মার মায়ায় ওঝা মোহিত হইয়া।
মনে মনে যুক্তি করে শিষ্যে প্রবোধিয়া॥
গোড়েতে সর্পের গর্ত্ত উপরে মালঞ্চ।
তেকারণে এই পুষ্পে এতেক প্রপঞ্চ॥
মালিনী বলেন ওঝা কহিলা স্বরূপে।
মালঞ্চ বেড়িয়া থাকে বড় বড় সাপে॥
ওঝাকে প্রবোধি পদ্মা মধুর বচনে।
সবাকে বিদায় দিয়া গেল নিজ স্থানে॥
নেতার সহিত পদ্মা করেন মন্ত্রণা।
অবোধ ওঝার নাহি বিষের যন্ত্রণা॥
কি মতে বধিব তারে বলে পদ্মাবতী।
তাহার উপায় নেতা কর শীঘ্রগতি॥
নেতা বলে বিষম গারুড়ি ধন্বন্তরি।
এ সব কারণে তারে কি করিতে পারি॥
অমর না হয় আছে, অবশ্য মরণ।
কিরূপে জানিব তার মৃত্যুর কারণ॥
গারুড়িক নারী হয় বড় রূপবতী।
কপটে সখ্যতা কর তাহার সংহতি॥
ওঝাকে দরিদ্র কর করিয়া প্রকার।
তবে সে জানিব কিসে মৃত্যু হবে তার॥
হাসিয়া বলেন পদ্মা এই যুক্তি সার।
গোয়ালিনী রূপে তুমি যাও আর বার॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা দেও নিতি নিতি।
সখ্যতা করহ তুমি তাহার সংহতি॥
পদ্মার বচনে নেতা সাজা'য়ে পসার।
সারদার স্থানে গেল দধি বেচিবার॥
সারদা বলেন বামা তোমার কি নাম।
সত্য করি কহ তুমি থাক কোন গ্রাম॥
দধি দুগ্ধ আমাকে যোগাও দিনে দিনে।
বড়ই সন্তোষ পাই তোমা দরশনে॥
গোয়ালিনী বলিল সুনন্দা মোর নাম।
সপ্ত পুরুষে বাস মঙ্গল কোঠা গ্রাম॥
তব দরশন পাই মম পুণ্য ফলে।
দধি দুগ্ধ আনিয়া যোগাব কৌতূহলে॥
শুনিয়া মায়ের নাম সারদা রূপসী।
হাসিয়া বলেন তুমি হও মোর মাসী॥
সাত পাঁচ কথা কহে নারী ব্যবহারে।
দধি বেচি গোয়ালিনা যায় নিজ ঘরে॥
দধি দুগ্ধ এমতে যোগায় দিনে দিনে।
আনন্দে কৌতুক করি নানা রঙ্গ মনে॥
বাটা ভরি পাণ দেয় তৈল যে সিন্দুর।
আসিতে যাইতে স্নেহ বাড়িল প্রচুর॥
একদিন গোয়ালিনী আনন্দিত মনে।
কপটে প্রস্তাব করে সারদার সনে॥
নারায়ণ নামে রাজা বসে শান্তিপুরে।
তাঁর এক তনয়া সরুজা নাম ধরে॥
রূপে গুণে ব্যবহারে তোমার সমান।
আমিও ক'য়েছি তথা তোমার বাখান॥
মনে বড় কৌতুক তোমার নাম শুনি।
সখ্যতা করাতে মোরে বলে পুনি পুনি॥
নিশ্চয় তোমার যদি পাই অনুমতি।
সখ্যতা করাতে পারি তাহার সংহতি॥
এত গুণে সখ্যতা যে বড় পুণ্যে ঘটে।
যমজভগিনী যেন জন্মে মাতৃ পেটে॥
সারদা বলেন তাঁরে করিয়া ব্যগ্রতা।
আপনি হাটিয়া যদি করাও সখ্যতা॥
শুনিয়া গোয়ালিনী চলি গেল নিজ ঘরে।
কহিল সকল কথা পদ্মার গোচরে॥

পরস্পরে মনুষ্য পাঠায় দিনে দিনে।
নানা উপহার দিয়া পরম যতনে॥
গমনাগমনে বাড়ে দোহার গৌরব।
গোয়ালিনী দূতী হয়ে করে এই সব॥
কপটে রহিল পদ্মা মায়ারূপ ধরি।
কিবা ভাল কিবা মন্দ বলিতে না পারি॥
এক দিন সারদা বলিল যত্ন করি।
কি প্রকারে প্রাণ সখি আসে মম পুরি॥
গোয়ালিনী বলে বাক্য না বলিও আর।
আনিতে তোমার সখি সে ভার আমার॥
হাসিয়া সারদা বলে মধুর বচনে।
আনিয়া প্রাণের সখি দিবেন আপনে॥
জননী সদৃশ তোমা মান্য করি অতি।
বিলম্ব না কর মাসী চল শীঘ্রগতি॥
কোন কথা পায় যদি নারীগণ মিলে।
ভাল মন্দ না বিচারি কথা মায়া ভোলে॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ সৃজে প্রজাপতি।
সর্ব্বনাশ হয় যে না বুঝে পাপ মতি॥
হাসিয়া বলিল নেতা পদ্মার গোচর।
মায়ারূপে বিষহরী চলেন সত্বর॥
দিব্য অলঙ্কার লয় উত্তম বসন।
ভাল ভাল নানা বস্তু লয় নানা ধন॥
সোণার বাটাতে গুয়া কর্পূর তাম্বুল।
কস্তুরী চন্দন চুয়া সুগন্ধি ফুল॥
মাদক সন্দেশ বস্তু লইল অধিক।
সুবর্ণ বাটাতে লয় পঞ্চটি মাণিক॥
সখিগণ আগে পাছে পাটোয়ার করি।
পদ্মাবতী চলিলেন মায়ারূপ ধরি॥
পণ্ডিত জানকী নাথ মনসার দাস।
মধুর কোমল বাণী করিল প্রকাশ॥

সারদার সহিত মনসার কপট সখ্যতা।

লাচাড়ী ভাগ।

গোয়লিনী আগে করি সরুজা সুন্দরী।
সখি সম্ভাষিতে চলে চতুর্দ্দোলে চড়ি॥
রঙ্গিন দোলাতে চড়ি পরম কৌতুকে।
ওঝা পুরে প্রবেশে বেষ্টিত নারী লোকে॥
সরুজার আগমন সারদা শুনিয়া।
কোলাকুলি করি সখি নিল বাড়াইয়া॥
পরম হরিষে দোহে আসনে বসিল।
বস্ত্র অলঙ্কার যত দাসী আনি দিল॥
উত্তম বসন দিল রত্ন অলঙ্কার।
কস্তুরী চন্দন চুয়া গজমতি হার॥
সুগন্ধি পুষ্পের মালা গলে দিল তুলি।
পঞ্চটী মাণিক্য দিল সখি সখি বলি॥
এসব সরুজা বামা হরিষ অন্তরে।
সখি ব্যবহারে দিল সারদার করে॥
সখ্যতা করিল দোহে সানন্দিত মনে।
বাড়িল পরম প্রীতি ব'সে একাসনে॥
নারীতে নারীতে মেলা যেন কাম ঘটে।
সারদা পড়িল ভোলে পদ্মার কপটে॥
সারদা আনিয়া ঘরে যমে দিল বাসা।
কপটেতে সর্ব্বনাশ করিতে মনসা॥
মর্ম্ম কথা প্রতিদিন কহে দুই জনে।
ভিন্ন ভাব নাহিক জানকী নাথ ভণে॥

মনসা কপটে সারদার নিকট ধন্বন্তরির মৃত্যু বৃত্তান্ত শ্রবণ।

পয়ার।

দুই সখি এক প্রাণ নাহিক অন্যথা।
গৃহ ছিদ্র পদ্মাবতী জানিল সর্ব্বথা॥
দেবতার কপট মনুষ্যে নাহি জানে।
এতেক কপট করে চাঁদের কারণে॥
জলে ঝম্প দেয় গলে কলসি বান্ধিয়া।
সুখে নিদ্রা যায় যেন ঘরে অগ্নি দিয়া॥
অমৃত বলিয়া যেন বিষ পান করে।
দিনে দিনে রোগ যেন বাড়য়ে উদরে॥
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি না থাকে পণ্ডিতে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহ না পারে খণ্ডা'তে॥
চিত্ত বুঝি বিষহরী থাকে সাবধানে।
এক দিন বলে পদ্মা সারদার স্থানে॥
নানা কথা প্রসঙ্গ করেন পদ্মাবতী।
সখার বিবাদ কেন, নাগের সংহতি॥
বিষ পান করে সখা বিষে করে স্নান।
দেখিয়া শুনিয়া মোর ডরে কাঁপে প্রাণ॥
হাসিয়া সারদা কহে কিছু নাহি ডর।
নাগের প্রতাপ নাহি গারুড়ি গোচর॥
চাঁদ ছয় পুত্র ওঝা দিল বাঁচাইয়া।
বড় বড় নাগ তাঁরে দংশয়ে বেড়িয়া॥
পদ্মা বলে প্রাণ সখি শুন সাবধানে।
এক কথা জিজ্ঞাসা করিব তব স্থানে।
স্বরূপ না কহ যদি খাও মোর মাথা।
রাখিব আপন চিত্তে না ভাঙ্গিব কথা॥
সাপের গরল ওঝা ঝারী ভরি খায়।
ব্যাঘ্রেতে চড়িয়া ভ্রমে আপন ইচ্ছায়॥
এক কথা কহি আমি শুন প্রাণ সখি।
সত্য কহ ওঝার মরণ আছে নাকি॥
সারদা বলেন শুন প্রাণের সঙ্গিনী।
তেকারণে কহি ভিন্ন ভাব নাহি জানি॥
যদ্যাপি অন্যেরে কও খাও মোর মাথা।
আপনার চিত্তে যেন থাকে গুপ্ত কথা॥
আজি রাত্রি জিজ্ঞাসিয়া চাহিব ওঝারে।
কল্য প্রাতে সেই কথা বলিব তোমারে॥
দড়া দড়ি করিলা সারদা বিষহরী।
হেন কালে ঘরেতে আসিল ধনন্তরি॥
ভোজন করিয়া খাটে গড়াগড়ি যায়।
জিজ্ঞাসিল সারদা ধরিয়া দুই পায়॥
ব্রহ্মশাপে কাল পূর্ণ ওঝার হইল।
নারী স্থানে মৃত্যু কথা বলিতে লাগিল॥
ওঝা বলে পূর্ব্বে আমি খেলি সাপ সনে।
সর্প স্থান হইতে যাই পরীক্ষিত স্থানে॥
দেখিনু উদয়কাল নাগেরে কুক্ষণে।
না মানি আমার মন্ত্র লড় দিল বনে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
সেই বনে বসেন পৌলস্ত তপোধন॥
তাঁর খাট তলে নাগ রহে লুকাইয়া।
কোপ করি যাই তারে আনিতে ধরিয়া॥
জড়িয়া রহিল নাগ খাটের খুটাতে।
টানিতে লাগিনু তারে ধরি দুই হাতে॥
কুর্ম্মের লড়নে যেন পৃথিবী কম্পিত।
আসন লড়িল মুনি হইল চকিত॥
কোপ করি মুনিবর করেন উত্তর।
কি নাম তোমার কহ কোথা তব ঘর॥
ধন্বন্তরি ওঝা আমি শঙ্খপুরে ঘর।
সর্প ধরি খেলা করি এই কর্ম্ম মোর॥

মুনি বলে আর সর্প ধরিয়া খেলাও।
আমার শরণে আছে তারে এড়ি যাও ॥
না শুনি মুনির বাক্য ধরিনু সাপেরে।
কোপেতে দারুণ শাপ দিলেন আমারে ॥
যদি মুনি পুত্র হই ব্রহ্ম তেজ থাকে।
এ উদয়কাল নাগে দংশিবে তোমাকে ॥
সারদার স্থানে ওঝা এ সব কহিয়া।
সুখে নিদ্রা যায় ওঝা খাটেতে শুইয়া ॥
প্রত্যুষ সময় উঠি চলিল বাহিরে।
সারদা চলিয়া গেল সখির গোচরে ॥
সারদা বলেন সখি খাও মোর মাথা।
অন্য জন স্থানে না কহিবা এই কথা ॥
পূর্ব্বাপর কহিল সকল বিবরণ।
শুনিয়া সানন্দ বড় মনসার মন ॥
ছ তোলা তণ্ডুল অন্ন ওঝার ভক্ষণ।
অপচয় নহে তার এক গোটা অন্ন ॥
এক গোটা মূল অন্ন যেই দিনে টুটে।
সে দিনে উদয়কাল দংশিবে ললাটে ॥
সারদা বলেন সখি খাও মোর মাথা।
অন্ন মূল কথা গোটা রাখিবা সর্ব্বথা ॥
বিদায় হইয়ে পদ্মা বাহির হইল।
দীন হীন জন যেন বহুধন পা'ল ॥
কবি নারায়ণ দেব ভাবি বিষহরী।
পয়ার এড়িয়া বলে একটা লাচাড়ী ॥

নেতার সহিত মনসার কথোপকথন ও
উদয়কাল নাগ আনিতে শিবের
নিকট গমন।

লাচাড়ী ত্রিপদী।

কাল পূর্ণ ওঝার হইল।
কপটে পাতিয়া সই, গৃহ ছিদ্র বার্ত্তা লই,
ছল করি মনসা ভাঁড়িল ॥
বাড়ীর বাহিরে নেতা, পদ্মা সনে কহে কথা
কার্য্য সিদ্ধি হ'ল অনুমানি।
শিব স্থানে যাও হেটে, উদয়কাল আন ঝাটে,
শুণুক চাঁদের গালি কাণী ॥
যুক্তি করি পদ্মাবতী, নেতাকে ল'য়ে সংহতি,
উদয়কালে আনিতে চলিল।
ওঝার পুরিল দিন, শুভের না দেখি চিন,
ধন্বন্তরি নাম লুকাইল ॥
পূর্ণ কুম্ভ বহুতর, দিব্য রমণী চামর
দধি ল'য়ে দাঁড়ায় সম্মুখে।
যাত্রা করে পদ্মাবতী, নেতাকে লয়ে সংহতি
যাত্রা সিদ্ধি মনের কৌতুকে ॥
নারায়ণ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
পদ্মা চলে নাগ আনিবার।
আনিতে উদয়কাল, খণ্ডাইবারে জঞ্জাল,
আর নাহি ওঝার নিস্তার ॥

পয়ার।

কৈলাসেতে গেল পদ্মা শিবের সদনে।
নমস্কার করে দেবী বাপের চরণে ॥
শিব বলে কহ পদ্মা কেন আগমন।
আজি কেন দেখি তব বিরস বদন ॥



শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী।

মনসা বলেন শুন বাপ ত্রিপুরারি।
চাঁদের সহিতে বাদ জিনিতে না পারি ॥
একবার মারে মোরে হেতালের বাড়ী।
তাহার ব্যথায় গাও নাড়িতে না পারি ॥
সেই দুঃখে পাণ্ডু নাগে দেই পাঠাইয়া।
চন্দ্রধর ছয় পুত্রে আসিল দংশিয়া ॥
ধন্বন্তরি গিয়া তারে করে প্রতিকার।
আমা সঙ্গে বাদ করি বাঁচে বারে বার ॥
মুনি মুখে শুনিয়াছি আদি বিবরণ।
উদয়কালের হাতে ওঝার মরণ ॥
এত শুনি সদাশিব বলেন তখন।
ওঝাকে বধিতে নাগ না দিব কখন ॥
যে সময়ে দেবাসুর সমুদ্র মন্থিল।
ত্রিভুবনে জানে ওঝা তখনে জন্মিল ॥
লোক উপকারী ধন্বন্তরি মহাশয়।
হেন ওঝা বধিবারে উচিত না হয় ॥
বাপের মুখেতে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
সকরুণে পদ্মাবতী করেন ক্রন্দন ॥
কবি নারায়ণ দেব ভাবি বিষহরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী ॥

শিবের নিকট মনসার বিলাপ ও উদয়কাল নাগ লইয়া গমন।

লাচাড়ী ভাগ—রাগ ভাটিয়াল।

মনসা ক্রন্দন করে বাপের গোচরে।
উদয়কাল নাগ দেয় ওঝা বধিবারে ॥
মাও নাহি বাপ হর নাহি মায়া দয়া।
নিশ্চয় মরিব আমি গরল ভক্ষিয়া ॥
কুশাঘাতে চক্ষু কাণা করে বিমাতায়।
কাকালি ভাঙ্গিল চাঁদ হেমতলা যায় ॥
ভাঙ্গ ধুতুরা শিব খাও নিরন্তর।
এক তিল জ্ঞান নাহি আপনা কি পর ॥
আমি যে কুমারী তব জানে ত্রিসংসারে।
তোমার কিঙ্কর হাতে লজ্জা দেও মোরে॥
মনসার বাক্যে শিব বলে হরি হরি।
অকারণে বধ তুমি ওঝা ধন্বন্তরি ॥
দিলাম উদয়কালে চল বিষহরি।
বাদ সারি পাছে জীয়াইবা ধন্বন্তরি ॥
বাপের বচনে পদ্মা হরষিত মন।
প্রদক্ষিণ করি বন্দে বাপের চরণ ॥
নারায়ণ দেব কয় মনসার দাস।
পদ্ম পুরাণের কথা করিল প্রকাশ ॥

গাভী রূপে নেতার দ্বিতীয়বার ওঝার পুরে গমন ও ঔষধ হরণ।

পয়ার।

নাগ ল'য়ে পদ্মাবতী হরষিত মনে।
শীঘ্র গতি চলি গেলা আপন ভবনে ॥
নাগ বলে শুন মাত আমার বচন।
না পারি যাইতে আমি ওঝার ভবন ॥
ওঝার নগরে আছে ঔষধ বিশাল।
যার গন্ধে মহা বিষ নাময়ে পাতাল ॥
বিষহরী বলে নাগ কাতর না হবে।
আগেতে ঔষধ হরি পাছে তুমি যাবে ॥
নেতাকে বলেন বাক্য জয় বিষহরী।
ঔষধ হরিতে নেতা চল শীঘ্র করি ॥

পদ্মার বচন নেতা শুনিয়া শ্রবণে।
গাভী রূপ ধরি গেলা ওঝার ভবনে॥
নারায়ণ দেব রচি সরস পয়ার।
কহে এক লাচাড়ী চরণে মনসার॥

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

গাভী রূপে নেতা যায়, ঔষধি চাবায়ে খায়,
নাগ নাহি ডরায় ওঝায়।
বিচিত্র গাভীর কায়, ওঝার ঔষধ পায়,
বহুল ঈশ্বল মূল খায়॥
ক্ষারের ঔষধ খায় মহৌষধ লাগে পায়,
যার নামৌষধ ধন্বন্তরি।
এ হেন ঔষধ পায়, মায়া রূপে গাছ খায়,
ডাল মূল খাইল উভাড়ি॥
বলে ওঝা ধন্বন্তরি, গাভী বধ নাহি করি,
তেকারণে যায় সে সারিয়া।
তক্ষক পলায় ত্রাসে, যেই ঔষধের বাসে
সে ঔষধ গাভী যায় খা'য়া॥
কাঁদে ওঝা ধন্বন্তরি ভূমে পড়ে গড়া গড়ি,
হাতে হাতে হারাইনু নিধি।
নারায়ণ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
ওঝাকে লাগিল কাল বিধি॥

পিপীলিকা রূপে ওঝার অন্ন হরণ এবং
উদয়কাল কর্ত্তৃক ওঝাকে দংশন।

পয়ার।

কান্দে ওঝা ধন্বন্তরি পড়ি ধরনীতে।
ঔষধ হরিয়া নেতা চলিল ত্বরিতে॥
হরষিত হয়ে দেখি শিবের নন্দিনী।
মাপি দিলেন বিষ খুলিয়া আপনি॥
চলিল উদয়কাল মনসা ভাবিয়া।
মহাতেজে যায় নাগ বিষে মত্ত হ'য়া॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
বিষে অন্ন রান্ধে ওঝা করিতে ভোজন॥
অন্ন পরিবেশ ওঝা হস্ত পাখালিতে॥
পিপীলিকা রূপে অন্ন হরে আচম্বিতে॥
জল হস্তে লইল গণ্ডুষ করিবার।
হস্তে অন্ন ল'তে বাধা পড়িল তাহার॥
কাল ভোগে ধন্বন্তরি কাতর হইল।
বাধা না মানিয়া ওঝা ভোজন করিল॥
মুখে পান দিল ওঝা করি আচমন।
শয়ন মন্দিরে গিয়া করিল শয়ন॥
দশমী মঙ্গলবারে ওঝা জন্ম হ'ল।
কাল নিদ্রা আচ্ছাদিয়া ওঝাকে ধরিল॥
সে কালে উদয় কাল প্রবেশিল ঘরে।
শূন্যে চাহি ঠোকর মারিল ব্রহ্ম-দ্বারে॥
কবি নারায়ণ দেব ভাবি বিষহরী॥
পয়ার এড়িয়া বলে একটা লাচাড়ী॥

বিষাচ্ছন্ন ধন্বন্তরির খেদ।

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

উদয় কাল দিল ঘা, বিষে ছায় সর্ব্ব গা,
ভয় পায় ওঝা ধন্বন্তরি।
উদয়কালে যারে খায়, ক্ষণ রক্ষা নাহি পায়,
কপটে হরিল বিষহরী॥
মুনিবাক্য ব্যর্থ নয়, না ভাবিলাম হৃদয়,
এখনে প্রমাদ হ'ল মোর॥
ঔষধ খাইল গাভী, মায়া করি পদ্মা দেবী,
এবে জানিলাম পূর্ব্বাপর॥

আমার ভয় পাইয়া, উদয়কাল পালাইয়া,
রহিল মুনির খাট তলে।
না জানিয়া ধরি তারে, মুনি শাপ দিল মোরে,
না মানিনু মহাজ্ঞান বলে॥
ব্রহ্মশাপ আসি ঘটে, মৃত্যু হইল নিকটে,
মহাজ্ঞান না আসে মনেতে।
বিধি মোরে বাদী হল, নিকট হইল কাল,
কেন বৃথা জন্মি পৃথিবীতে॥
ধনা মনা চল ধেয়ে, কৈলাস পর্ব্বতে যেয়ে
ঔষধ আনিয়া রাখ প্রাণ।
নারায়ণ দেব কয়, নরসিংহের তনয়,
এই বার নাহিক কল্যাণ॥

ধনা মনা ঔষধ আনিবার সময় মনসা কর্তৃক কপটে ঔষধ হরণ ও পুনঃ ধনা মনাকে ছলনা।

পয়ার।

ধনা মনা চলি যায় পর্ব্বতে পর্ব্বতে।
দুই গোটা মরা মৎস্য ল'য়ে দোহে হাতে॥
ছোয়াইয়া যায় মরা মৎস্য প্রতি গাছে।
দৈব যোগে মিলিলেক ঔষধের কাছে॥
দুই জনে ডালে মূলে ঔষধ লইয়া।
সত্বরে আসিল দোহে পর্ব্বত ছাড়িয়া॥
চলিলেক ধনা মনা হরিষ অন্তরে।
কহিতে লাগিল নেতা পদ্মার গোচরে॥
নেতা বলে শুন ভগ্নী জয় বিষহরী।
না সাধিলা বাদ না মরিল ধন্বন্তরি॥
ঔষধ লইয়া যায় ধনা, মনা, এ'সে।
বাঁচিবে উঠিবে ওঝা ঔষধ পরশে॥
উপায় চিন্তহ ভগ্নী জয় বিষহরী।
যাবত ঔষধ স্পর্শে না বাঁচে গারুড়ি॥
শুনিয়া উপায় চিন্তে শিবের নন্দিনী।
মুক্তকেশে কাঁদে পদ্মা লোটায়ে ধরণী॥
ধনা, মনা, দুই জন সুন্দরীকে দেখি।
কে তুমি বলিয়া দোঁহে জিজ্ঞাসিল ডাকি॥
কার নারি কার কন্যা থাক কোন্ স্থানে।
ধরণী লোটা'য়ে তুমি কান্দ কি কারণে॥
শুনিয়া সুন্দরী বলে কি বলিব আর।
ওঝা ধন্বন্তরী হয় মেসুয়া আমার॥
নাগের দংশনে তার হইল মরণ।
সুন্দর শরীর তার করিছে দাহন॥
বড় শোক পাই চিত্তে মেসুয়া মরণে।
ভূমিতে পড়িয়া আমি কান্দি তেকারণে॥
স্তব্ধ হয় ধনা, মনা, বাক্য নাহি তুণ্ডে।
বজ্র ভাঙ্গি পড়ে যেন দোঁহাকার মুণ্ডে॥
ঔষধ ফেলিয়া তাঁরা আসিল কান্দিয়া।
ফাঁফর হইল দোহে ওঝাকে দেখিয়া॥
ঔষধ দিবার তরে ধন্বন্তরি কয়।
শীঘ্র দিলে ঔষধ আমার প্রাণ রয়॥
ধনা মনা বলে আসি ঔষধ লইয়া।
হেন কাল বলে নারী বলিল কান্দিয়া॥
ধন্বন্তরি ওঝা হয় মেসুয়া আমার।
অগ্নিতে দাহ করে শরীর তাহার॥
ব্যাকুল হইয়া তব মরণ শুনিয়া।
কান্দি কান্দি আসি দোহে ঔষধ ফেলিয়া॥
তোমাকে দেখিয়া হই চিন্তিত এখন।
কপটেতে ঔষধ হরিল কোন জন॥
ওঝা বলে ধনা মনা প্রমাদ ঘটিল।
মনসা কপট করি ঔষধ হরিল॥

ওঝা বলে ধনা মনা চলহ ধাইয়া।
যেখানে ফেলেছ তাহা আন বিচারিয়া॥
নেতা বলে শুন ভগ্নী জয় বিষহরী।
আর বার দোঁহাকে পাঠায় ধন্বন্তরি॥
নেতার বচনে পদ্মা ঔষধ হরিল।
ঔষধ না পে'য়ে দোঁহে ফিরিয়া আসিল॥
ওঝা বলে ধনা মনা যাও পুনর্ব্বার।
যত্ন করি আন গিয়া মাটি তথাকার॥
মৃত্তিকা আনিতে তবে দোঁহে লড় দিল।
হুঙ্কারেতে কুণ্ড তথা মনসা সৃজিল॥
মাটি না পাইয়া দোঁহে কান্দিয়া কহিল।
আচম্বিতে সেই খানে এক কুণ্ড হল॥
ধন্বন্তরি বলে পুনঃ যাও ধনা মনা।
যত্ন করি আন গিয়া সে কুণ্ডের ফেণা॥
ফেণা আনিবার তরে ধনা মনা গেল।
হংসরূপে বিষহরী সে ফেণা খাইল॥
ফেণা না পাইয়া দোহে বিষাদিত মন।
ওঝার নিকটে গিয়া কহে বিবরণ॥
তোমার বচনে যাই ফেণা আনিবারে।
হংস চক্র বাক পক্ষী খাইল তাহারে॥
এ কথা শুনিয়া ওঝা বিষণ্ন বদন।
নিশ্চয় জানিল এবে হইবে মরণ॥
কাল পূর্ণ হ'ল ওঝা স্মরে নারায়ণ।
হেন কালে প্রাণ বায়ু হ'ল নির্গমন॥
কবি নারায়ণ রচে সরস পয়ার।
কহে ত্রক লাচাড়ী চরণে মনসার॥

ওঝার মরণে সারদার সহ নারীগণ ও শিষ্য-
গণের বিলাপ ও ওঝার শ্মশান সজ্জা।

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

করুণ ভাটিয়াল।

কান্দে, সারদা কমলা, তার সঙ্গে কান্দে লীলা
হৃদয় হানিয়া দুই হাতে।
আমি অভাগিনী নারী, নিজ পতি বধ করি,
কলঙ্ক রাখিনু ত্রিজগতে॥
মন্ত্রণা দিলেন নেতা, মায়া ক'রে নাগ মাতা,
ছলে আসি সখ্যতা করিল।
করিয়া অনেক মায়া, গৃহ-ছিদ্র বার্ত্তা ল'য়া,
কপটেতে তোমাকে বধিল॥
হা হা মম প্রাণনাথ, একি হ'ল অকস্মাৎ,
বজ্রাঘাত পড়িল শিরেতে।
তোমার যে মহাজ্ঞানে রক্ষা কর ত্রিভুবনে,
তোমাকে না রাখে পৃথিবীতে॥
সমুদ্র মন্থন কালে, তুমি প্রভু জনমিলে,
আশা সিদ্ধি করিল শঙ্কর।
হেন দেখি মহেশ্বরে, নাগ দিয়া বধ করে,
ব্যর্থ হয় সব স্তুতি মোর॥
পুরুষ বধের পাপ, বিধি দিল এত তাপ,
পশ্চাতে হইবে কোন গতি।
কহে কবি জগন্নাথে, ক্রন্দন সংবর চিত্তে,
অবশ্য পাইবে নিজ পতি॥

পয়ার।

যত সর্প ধরে ছিল ধন্বন্তরি ওঝা।
শিষ্যগণ বাহির করিল বোঝা বোঝা॥

সারদার ক্রন্দনে বৃক্ষের পত্র ঝরে।
ছয় কুটী শিষ্য কান্দি গড়াগড়ি পড়ে॥
ওঝাকে বাহির করে ধরিয়া সকলে।
আনি রাখে মৃত দেহ তুলসীর তলে॥
আনন্দিত নাগগণ ওঝার মরণে।
রথভরে পদ্মাবতী চাহে নেতা সনে॥
নারায়ণ দেব কহে মনসার দাস।
পদ্মা বধে সবার হউক শত্রু নাশ॥
মনসার পূজাতে যে জন বাধা করে।
যাইয়া উদয়কাল দংশুক তাহারে॥
ভাই ভগ্নী আদি তার যত বন্ধু থাকে।
মনসার নাগ যেয়ে দংশিবেক বুকে॥

লাচাড়ী ভাগ।

কান্দয়ে সারদা বামা প্রভু পদে ধরি।
বাদেতে লাগিল কাণী বেঙ্গ চেঙ্গাহারী॥
মন্ত্র তেজে প্রভু মোর ব্রহ্মাণ্ড জীয়া'ল।
তক্ষকে জিনিয়া প্রভু স্বুবর্ণ আনিল॥
তাহার যে বীজ মন্ত্র জানে মহেশ্বরে।
উদয়কাল যায় কেন হেন ওঝা মরে॥
ব্রহ্মজ্ঞান কেন তব না হল স্মরণ।
বুঝি ব্রহ্মশাপে সব হ'লে বিস্মরণ॥
মায়া দয়া ছাড়ি প্রভু গেলে কোন্ স্থানে।
পুত্র পরিবারাদি পুষিবে কোন্ জনে॥
নারায়ণ দেব কয় মনসার পায়।
ধন্বন্তরি দাহ হেতু শ্মশান সাজায়॥

সন্ন্যাসী রূপে মনসার "ওঝার মৃত দেহ দাহনে" নিষেধ ও ভাসানাদেশ এবং নেতাবক শব রক্ষা।

ধুয়া।

মরিনু তরাসে সই, মরিনু তরাসে।
টলমল করে নৌকা, লীলুয়া বাতাসে॥

পয়ার।

নেতা বলে বিষহরী, হবে অপযশঃ।
অগ্নিতে ওঝাকে যদি, পুড়ি করে ভস্ম॥
নেতার বচন পদ্মা শুনিয়া শ্রবণে।
সন্ন্যাসীর বেশ, ধরিলেন ততক্ষণে॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, কমণ্ডলু হাতে।
তুলসীর মালা তুলি দিলেন গলাতে॥
পীতাম্বর পীতাম্বর ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
আসিলেন পীতাম্বর, সন্ন্যাসী গোচরে॥
আসি পীতাম্বর করে, চরণ-বন্দন।
কোথা থাক যোগী তুমি কোথা আগমন॥
যোগী বলে থাকি আমি, বিহঙ্গ পর্ব্বতে।
ত্রিগর্ত্ত বলিয়া নাম, ঘোষে ত্রিজগতে॥
কৈলাস পর্ব্বতে যাই দেখিতে ভবানী।
তোমার নিকটে আসি বিপরীত শুনি॥
কি কারণে কর দাহ, ধন্বন্তরি বেজ।
কণ্ঠ হতে নাহি যায় মহাজ্ঞান তেজ॥
বাঁধিয়া কলার ভুর দেও ভাসাইয়া।
যদি সতী পায় লাগ, দিবে বাঁচাইয়া॥
যোগীর বচন শুনি, ওঝাকে ভাসা'ল।
ত্রিরাত্র করিতে শ্রাদ্ধ যোগী আজ্ঞা দিল॥
ধন্বন্তরি ভাসি যায়, দক্ষিণ সাগরে।
ভাটী বাঁকে গিয়া নেতা, ধরিল সত্বরে॥

অস্থিপ্রক্ষালিয়া তাঁর, লয় শুখাইয়া।
ধনা রাক্ষসীর করে দিল গছাইয়া॥
ওঝার মরণে, হরষিত বিষহরি।
নাচিতে লাগিল পদ্মা, নেতা সঙ্গে করি॥
হরিদাসদ্বিজ কহে সরস পাঁচালী।
মনসার বরে বৃদ্ধি হ'ক ঠাকুরালী॥

ওঝার মরণে মনসার নৃত্য ও চাঁদের পুত্র গণকে চতুর্থ বার দংশনে নাগ প্রেরণ।

লাচাড়ী, ত্রিপদী।

নাচে জয় বিষহরী, নেতা সখি সঙ্গে করি,
ধন্বন্তরি করিয়া বিনাশ।
এখন সাধিব কাজ, চাঁদ বেটা পাবে লাজ,
আর না করিবে বাদ আশ॥
মহাজ্ঞান আনি হরি, ছিল ওঝা ধন্বন্তরি,
কপটেতে করিনু বিনাশ।
ছয় পুত্র আছে তার, চল পাণ্ডু দংশিবার,
চাঁদের হইল বুদ্ধি নাশ॥
শুনি মনসার কথা, নাগ করে হেট মাথা,
কহে পাণ্ডু গোচরে পদ্মার।
দংশিলাম তিনবার, বাঁচাইল পুত্র তাঁর,
অন্য নাগে পাঠাও এবার॥
পদ্ম নাগ, কেউটিয়া, পদ্ম শঙ্খ, বিগতিয়া,
পদ্ম গন্ধ আর ব্রহ্ম-জাল।
হরিদাস দ্বিজ কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
গুপ্তে নাগ পাঠাও সকাল॥

চতুর্থবার নাগগণ কর্ত্তৃক একে একে চাঁদের পুত্রগণকে দংশন।

পয়ার।

বন্দিলেক ছয় নাগ, পদ্মার চরণ।
চম্পক নগরে চলে, চাঁদের ভবন॥
গুঞ্জুরী হইয়া পার, প্রবেশিল পুরে।
ছয় পুত্র নিদ্রা যায় বিছানা উপরে॥
প্রত্যুষ সময়ে সব, উঠিয়া বসিল।
একে একে প্রাতঃকৃত্য, সবে নির্ব্বাহিল॥
হেনকালে মালী যায়, পুষ্প সাঁজী ল'য়ে।
পদ্মশঙ্খ নাগ গেল, ভ্রমর হইয়ে॥
পুষ্প লয়ে জয়ধর, শুঙ্গিতে লাগিল।
সেই কালে নাসিকাতে, কামড় মারিল॥
দংশন করিয়া নাগ, হইল অন্তর।
প্রথমে ঢলিয়া পড়ে, পুত্র জয়ধর॥
পদ্মনাগ গেল তবে, শুক রূপ ধরি।
উড়া দিয়া পড়িলেক শ্রীধরের বাড়ী॥
মাও বাপ করি পাখা ডাকিতে লাগিল।
পোষা পাখী জ্ঞান করি, হস্ত বাড়াইল॥
ঠোকর মারিয়া পাখী, হইল অন্তর।
দ্বিতীয়ে ঢলিয়া পড়ে, বালক শ্রীধর॥
চলিলেক পদ্মগন্ধ, মাছি রূপ ধরে।
উড়া দিয়ে পড়ে নাগ, জটাধর শিরে॥
ব্রহ্মতালু মধ্যে তাঁর, মারিল কামড়।
তৃতীয়ে ঢলিয়া পড়ে, শিশু জটাধর॥
যাত্রাধর বসিয়াছে, পাশা খেলিবারে।
নিজ রূপে কেউটিয়া, প্রবেশিল ঘরে॥
চরণে চাপিয়া তাঁর, মারিল কামড়।
চতুর্থেতে ঢলিয়া পড়িল যাত্রাধর॥

চাঁদ পুত্র গঙ্গাধর, ঝাপানি খেলায়।
বিগতিয়া নাগ গিয়া, তাঁর লাগ পায়॥
চরণে চাপিয়া তাঁর, দংশন করিল।
পঞ্চমেতে গঙ্গাধর ঢলিয়া পড়িল॥
কাগজের ঘুড়ী খেলে, শিশু দুর্গাবর।
গুণ ছিড়ি পড়ে ঘুড়ি ঝাড়ের উপর॥
তাহা নিতে বালকে দংশিল ব্রহ্ম-জালে।
ষষ্ঠে শিশু দুর্গাবর, পড়িলেক ঢলে॥
ছয় পুত্র মরিলেক শুন্য হ'ল পুরি।
বিলাপ করিয়া কান্দে, সনকা সুন্দরী॥
হরিদাস দ্বিজ বলে ভাবি বিষহরী।
সনকার ক্রন্দনেতে, একটা লাচাড়ী॥

পুত্র শোকে সনকার বিলাপ।

লাচাড়ী ত্রিপদা।

করুণ ভাটিয়য়াল।

কান্দে রামা হেরি পুত্র মুখ।
ছয় পুত্র যার মরে, কি মতে সে প্রাণ ধরে,
সংসারেতে কার এত দুঃখ॥
ছয় পুত্র নাম মোর, শ্রীধর যে জয়ধর,
জটাধর আর যাত্রাধর।
ডিগাম্বর, দুর্গাধর, এই ষষ্ঠ পুত্র মোর,
এক সঙ্গে গেল যমঘর॥
চাঁদের চরণে ধরি, কান্দে সনকা সুন্দরী
শুনরে নির্ব্বোধ সদাগর।
ফুল মুষ্টি কত হয়, দিলে ছয় পুত্র রয়,
সানন্দে যাউক পদ্মা ঘর॥
শুনি মনসার নাম, চাঁদ বলে রাম রাম,
যা'ক পুত্র আমার নিছনি।
ঢোল যে দগড় আনি, করাইব জয়ধ্বনি,
শুনি যেন পুড়ি মরে কাণী॥
হরিদাস দ্বিজ কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
শুনরে নির্ব্বোধ সদাগর।
আস্তিক জননী সনে, বাদ কর কি কারণে
বিধি বাদী হইয়াছে তোর॥

চাঁদ কর্ত্তৃক পুত্রগণের শব ভাসান ও নেতা কর্ত্তৃক রক্ষা এবং পুরাণা ডিঙ্গা সংস্কার ও নূতন ডিঙ্গা গঠনাদেশ।

পয়ার।

করাইয়াছিল চাঁদ ছয় পুত্র বিভা।
লীলাবর্তী, তারাবতী, আর চন্দ্রপ্রভা॥
মালাবতী, চন্দ্রাবর্তী, প্রভাবতী কন্যা।
এই ছয় পুত্র বধূ রূপে গুণে ধন্যা॥
শিশু দুর্গাবরের রমণী প্রভাবর্তী।
কান্দিতে না জানে বধূ অতি শিশু মতি॥
কমল নয়নে জল বাহির না হয়।
কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যেন না হয় উদয়॥
বান্ধিয়া কলার ভুরা চাঁদ সদাগর।
ছয় পুত্রে ভাসাইল গুঞ্জরী সাগর॥
ভাটি বাঁকে গিয়া নেতা ধরিল সদরে।
একে একে রাখে নিয়া রাক্ষসীর ঘরে॥
ছয় পুত্র মরিল হইল শূন্য পুরি।
ছয় বধূ সনে কান্দে সনকা সুন্দরী॥
চাঁদ বলে শুন প্রিয়া আমার বচন।
আমার শপথ যদি করহ ক্রন্দন॥

কাণীর উচ্ছিষ্ট পুত্র ভাসাইনু জলে ।
পুত্র হবে তুমি আমি থাকিলে কুশলে ॥
সনকারে শান্ত করে হস্তেতে ধরিয়ে ।
বাহিরে বসিলে চাঁদ সমবেত হ'য়ে ॥
গুঞ্জরীর তটে চাঁদ উঠাইল টঙ্গি ।
সোণা রূপা লাগাইল চাঁদ বড় রঙ্গি ॥
গালিচা পাতিল চাঁদ তাহার উপর ।
হরষিতে তাহাতে বসিল চন্দ্রধর ॥
হিরণ্যগর্ভ, শ্রীগর্ভ, পণ্ডিত জশাই ।
কবিরাজ শোভাকর সুমিত্র রাঘাই ॥
শুভঙ্কর, শুভানন্দ পাত্র ভগবান ।
সকল আসিয়া মিলে চাঁদ বিদ্যমান ॥
বাপের যে তের ডিঙ্গা নষ্ট হয় জলে ।
কোন দিন পাত্র মিত্র আমাকে না বলে ।
দাড়ী মাঝী প্রতি আজ্ঞা করে সদাগর ।
তুলিলেক তের ডিঙ্গা কুলের উপর ॥
কুলেতে তুলিয়া ডিঙ্গা দিল লাড়াচাড়া ।
পুনরপি গাব দিয়া করিলেক সারা ॥
পিতা গেল বাণিজ্যেতে তের ডিঙ্গা লয়ে ।
একখান ডিঙ্গা আমি লব বাড়াইয়ে ॥
তাহা শুনি পাত্রগণ বলিল বচন ।
শুভক্ষণ দেখি কর ডিঙ্গার পত্তন ॥
বাপ হ'তে পুত্র যদি বড় কর্ম্ম করে ।
কুলের প্রদীপ হেন লোকে বলে তারে ॥
ছুতারে ডাকিয়া আজ্ঞা করে সদাগর ।
মন পবনের ডিঙ্গা গঠহ সত্বর ॥
হরিদাস দ্বিজ কহে মনসা চরণে ।
রচিল লাচাড়ী এক ডিঙ্গার গঠনে ॥

সূত্রধরগণ কর্ত্তৃক মন পবন বৃক্ষান্বেষণ এবং অদ্ভুত পুরিতে বৃক্ষ প্রাপ্তি ।

লাচাড়ী ত্রিপদী ।

ডিঙ্গা গঠে চাঁদ সদাগর ।
ষোল শত সূত্রধর, বিলম্ব না কর আর,
পর্ব্বতেতে চলহ সত্বর ।
মন পবন যদি পাও, তবে সে গঠিব নাও,
অন্য গাছে নাহি প্রয়োজন ।
বলিলেন সদাগর, সূত্রধরের গোচর,
পান, ফুল করহ গ্রহণ ॥
যথায় সে বৃক্ষ পাও, তথায় চলিয়া যাও,
চল শীঘ্র পর্ব্বত-শিখরে ।
কান্দে যত সূত্রধর, মস্তকেতে দিয়া কর,
মন পবন পাব কোথাকারে ॥
অদ্ভুত পর্ব্বতে যায়, মন পবন নাহি পায়,
ভণে কবি দেব নারায়ণ ।
অদ্ভুত পর্ব্বত ছাড়ি, চলে সবে কৃষ্ণগিরি,
বন পথে করিল গমন ॥

পয়ার ।

হর গৌরী স্মরি সবে চলে কৃষ্ণগিরি ।
পাইল সরল, শাল, পিঙ্গল, সিন্দুরী ।
করঞ্জ, বহেড়া পায় চাঁপা, নাগেশ্বর ।
মন পবন তথায় না পায় সূত্রধর ॥
তথা হতে চলি গেল সিন্ধু গিরিবরে ।
হরীতকী বট আদি পায় তথাকারে ॥
তথা না পাইল বৃক্ষ মন যে পবন ।
ভূমে বসি সূত্রধর করয়ে ক্রন্দন ॥

এক বৃক্ষ উঠি বলে শুনহ ছুতার।
কি জন্য ব্যাকুল হয়ে লাগ কান্দিবার ॥
শুনিয়া তাহার বাক্য বলে সূত্রধর।
ডিঙ্গা বানাইতে চাহে চাঁদ সদাগর ॥
বড় বড় পর্ব্বত চাহিনু বিচারিয়া।
মন যে পবন বৃক্ষ না পাই খুঁজিয়া ॥
বৃক্ষ বলে মম বাক্য শুন সূত্রধর।
অদ্ভুত নামেতে পুরি সমুদ্র ভিতর ॥
তাহাতে আছয়ে বৃক্ষ মন যে পবন।
সেই বৃক্ষ মূলে বসে যত দেবগণ ॥
তথা গেলে পাবে বৃক্ষ তব মনোনিত।
বিলম্ব না কর বসি চলহ ত্বরিত ॥
তাহা শুনি চলিলেক সূত্রধর গণ।
অদ্ভুত পুরিতে গেল বৃক্ষের সদন ॥
আশীতাল উচ্চ বৃক্ষ পর্ব্বত সমান।
যুড়িয়া দ্বাদশ ক্রোশ বৃক্ষ পরিমাণ ॥
দক্ষিণ ডালেতে বসে যত দেবগণ।
উত্তর ডালেতে হয় কার্ত্তিক আসন ॥
ডালে বসতি করেন হর আর গৌরী।
বার ক্ষেত্র অজাগর বৃক্ষে আছে বেড়ি ॥
যে যায় কাটিতে বৃক্ষ তারে খায় বাঘে।
সেই বৃক্ষ বেড়িয়াছে বড় বড় নাগে ॥
অতি উচ্চ বৃক্ষ গোটা কাটিতে না পারে।
আসিয়া বলিল সবে চাঁদের গোচরে ॥
সরস পাঁচালী ভণে কমল নয়ন।
পয়ার প্রবন্ধে এক লাচাড়ী রচন ॥

বৃক্ষ কাটিতে না পারিয়া চাঁদের নিকট ছুতারের নিবেদন, চাঁদ কর্ত্তৃক হরগৌরীপূজা ও বৃক্ষ ছেদনের বর প্রাপ্তি।

লাচাড়ী, ভাগ—গিরি রাগ।

শুন শুন ওহে সাধু, বণিক নন্দন।
কাটিতে না পারি বৃক্ষ, মন যে পবন ॥
হিমগিরি, কৃষ্ণগিরি, ভ্রমি নীলাচল।
কৈলাস পর্ব্বত আদি, চাহিনু সকল ॥
অদ্ভুত পুরিতে যাই, শুনি বৃক্ষ মুখে।
কাটিতে না পারি বৃক্ষ, পড়িয়া বিপাকে ॥
বারক্ষেত্র অজাগর, রাখে কাল নাগে।
যে যায় কাটিতে বৃক্ষ, তারে খায় বাঘে ॥
সূত্রধর মুখে চাঁদ, শুনিয়া বচন।
হরগৌরী পূজিবারে, করিল গমন ॥
চাঁদ বলে শুন বাপ, দেব ত্রিপুরারী।
আজ্ঞা কর সেই বৃক্ষ কাটি ডিঙ্গা গড়ি ॥
শিব বলে চন্দ্রধর, শুন দিয়া মন।
লক্ষ বলি দিয়া ডাল করহ ছেদন ॥
কাটি দক্ষিনের ডাল ফেলাও ত্বরিত।
গঠন করহ ডিঙ্গা, তব মনোনীত ॥
হরগৌরী পূজি চাঁদ, পাইলেক বর।
ষোল শত সূত্রধর, চলিল সত্বর ॥
কবি নারায়ন দেব, কণ্ঠে সরস্বতী।
ডাল কাটিবারে বলে, শঙ্কর পার্ব্বতী ॥

সূত্রধর কর্ত্তৃক মন পবন বৃক্ষ ছেদন এবং কালীদহের জল পরিমাণাদেশ।

পয়ার।

আগু পাছু নাহি চায়, যত সূত্রধরে।
অদ্ভূত পুরিতে গেল বৃক্ষ কাটিবারে॥
ধাইয়া দংশিতে আসে সর্প অজাগর।
শিবের দোহাই দিল যত সূত্রধর॥
ধ্যানস্থ হইয়া চায় সর্প অজাগর।
জানিলেক বৃক্ষ গোটা দিয়াছে শঙ্কর॥
ঝম্প দিয়া অজাগর পরিল সাগরে।
কাটিতে লাগিল বৃক্ষ সকল ছুতারে॥
চারি ক্রোশ বৃক্ষ গোটা আড়ে পরিসর।
রাত্রি দিনে কাটি পড়ে ভূমির উপর॥
বলি দিয়া সদাগর মন কৌতূহলে।
নামাইল বৃক্ষ গোটা নর্ম্মদার জলে॥
উত্তরের বৃক্ষ ভাসি দক্ষিণেতে যায়।
দুই কূলে বসি প্রজাগণ রঙ্গ চায়॥
কত দিনে বৃক্ষ গোটা আসিল গুঞ্জরী।
টঙ্গিতে থাকিয়া দেখে চাঁদ অধিকারী॥
বহু লোক একত্র করিয়া সদাগর।
উঠাইল বৃক্ষ গোটা কূলের উপর॥
সরস পাঁচলী ভনে কমল নয়ন।
পয়ার প্রবন্ধে এক লাচাড়ী রচন॥

লাচারী ত্রিপদী—পটমঞ্জুরী রাগ।

ধন্য ধন্য সূত্রধর, বলে চাঁদ সদাগর,
আগু হ'য়ে লও গুয়া পান।
মন যে পবন কাঠ, ঝাটে কর পাট পাট,
কার্য্য কৈল পুত্রের সমান॥
সুবর্ণ বলয় তার, সূত্রধর পরিবার,
আর দিল সুবর্ণ টোপর।
রাজার প্রসাদ পেয়ে, সূত্রধর চলে ধেয়ে,
চিরিবারে লাগিল সত্বর॥
নিশ্চয় হয় ছুতার, ভাগিনা বিশ্বকর্ম্মার,
তার ঠাঁই আছে অধিষ্ঠান।
রাত্রিকালে নিশাভাগে, বিশ্বকর্ম্মা আসি লাগে,
চিরি গাছ করে খান খান॥
পাটকর্ম্ম করি সারা, ছুতার চাঁচিয়া দাঁড়া,
জানাইল চাঁদের গোচর।
দেখি দিন শুভক্ষণ, ডিঙ্গা করিতে গঠন,
আদেশ করিল সদাগর॥
গোপাল মির বহর, পাঠাইল সদাগর,
জল মাপি আনহ নিশ্চয়।
কালীদহে কত পানী, মাপিয়া আইস জানি,
দ্বিজ হরিদাস দেব কয়॥

কালীদহের জল পরিমাণ ও দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক ডিঙ্গা গঠনের লগ্ন গণনা।

পয়ার।

চাঁদ বলে শুন মির বহর গোপাল।
কালীদহ জল মাপি আনহ সকাল॥
চাঁদের বচনে মির সন্তুষ্ট হইয়া।
জল মাপিবারে নৌকা আনে ডাক দিয়া॥
হিঙ্গুল বরণ বৈঠা রঙ্গিন যে দাড়।
হইল মির বহর সেনায় সোয়ার॥
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে রঙ্গে সারি গেয়ে।
চাঁদের নিকটে যায় মহাহৃষ্ট হ'য়ে॥

তোমার আদেশে জল মাপি দেখি ভাল।
দুই দিগে দশ তাল মধ্যে তের তাল ॥
চাঁদ বলে শুন তেড়া আমার বচন।
দৈবজ্ঞ আনিতে ত্বরা করহ গমন ॥
লগ্নের আদেশ তাঁর শুনি পদ্মাবতী।
জশাই দৈবজ্ঞ বাড়ী গেল শীঘ্রগতি ॥
পদ্মা বলে শুন বিপ্র বচন আমার।
ধন বংশ নাশ যদি না হবে তোমার ॥
রাহু শনি যোগ চাহি লগ্ন স্থির কর।
সেইক্ষণে ডিঙ্গা যেন গঠে সদাগর ॥
পুনরপি জশাই লাগিল বলিবার।
ভক্তি যেন থাকে মাতঃ চরণে তোমার ॥
জশাইর বাক্য পদ্মা শুনিয়া শ্রবণে।
রথভরে চলি গেলা চাঁদের ভবনে ॥
বিচিত্র পঞ্জিকা হাতে জশাই লইয়া।
চাঁদের নিকটে বিপ্র আসিল চলিয়া ॥
রাহু শনি যোগে লগ্ন করি নিরুপণ।
সেই কালে বলে ডিঙ্গা করিতে গঠন ॥
সরস পাঁচালী কহে দেব নারায়ণ।
ডিঙ্গার গঠনে করে লাচাড়ী রচন ॥

সূত্রধর কর্ত্তৃক ডিঙ্গা গঠন।

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

পটমঞ্জুরি রাগ।

ডিঙ্গার পত্তন করে, চন্দ্রধর সদাগরে,
মনেতে হইয়া সানন্দিত।
চণ্ডিকারে দেয় ডালি, মহিষ ছাগল বলি,
পূজা করে কুল পুরোহিত ॥
সাত ঘটিকা সময়, মাহেন্দ্র যে ক্ষণ হয়,
হাতে সাধু লইয়া হাতুরা।
চণ্ডিকার শ্রীচরণ, শিরেতে করি বন্দন,
গঠন করিল ডিঙ্গা দাঁড়া ॥
সেই দাঁড়ার উপর, মিলি যত সূত্রধর,
লাগাইল সিন্দুরের ফোটা।
দুপাশে লাগায় বাট, দিয়া মন পবন কাঠ
গঠে ডিঙ্গা নাহি টুটা ফাটা ॥
মালুম গাছ তুলিল, সোণারূপা লাগাইল,
গুড়া লাগাইল সারি সারি।
দুপাটী তেপাটি করি, পাট যোড়ে সারিসারি,
বাদ্যে কম্পে চম্পক নগরী ॥
আনিয়া দগড় ঢোল, মিশা'য়ে মৃদঙ্গ বোল
বীণা বাদ্য বাজে বহুতর।
ডিঙ্গা গঠয়ে ছুতার, উপমা নাহিক তার,
দেখিয়া আনন্দ সদাগর ॥
রাজ্যে যত লোক বসে, চাঁদের আদেশে আসে,
নিয়োজিল ডিঙ্গা বান্ধিবারে।
শুনি লোক হরষিত, চাঁদ বলে পুরোহিত
দেবী পূজ বিবিধ প্রকারে ॥
চাঁদ বলে সূত্রধর, আমার বচন ধর,
কালীদহে তের তাল জল।
ডিঙ্গা গঠ চৌদ্দ তাল, তবে সে হইবে ভাল,
যেন রহে কালীদহে তল ॥
ষোল শত সূত্রধর, ডিঙ্গা গঠে মনোহর;
দিবারাত্রি নাহি অবসর।
পাট কর্ম্ম কৈল সারা, লাগাইল বাঁক গুড়া,
সোণারূপা লাগায় পাথর ॥
সুগন্ধ চন্দন কাঠ, তাহাতে গঠে কপাট,
লক্ষ টাকা পায় সূত্রধর।

পে'য়ে সবে পরস্কার, চাঁদে করি নমস্কার,
নিজ গৃহে চলিল সত্বর ॥
গাব কষ দিয়া নায়, নামাইতে সাধু যায়,
আসিয়া মিলিল প্রজাগণ।
নৃত্য গীত কৌতুহলে, ডিঙ্গা নামাইল জলে
হরিদাস দ্বিজ সুরচন ॥

চন্দ্রধর কর্ত্তৃক ডিঙ্গায় দ্রব্যাদি বোঝাই করন।

পয়ার।

শিবলিঙ্গ পূজিবারে রাজা চন্দ্রধর।
তোলাইল পঞ্চ ঘর ডিঙ্গার উপর ॥
চৌদিকে বাজার বসে মধ্যে বসে হাট।
নানান প্রবন্ধে দিল চৌকাঠ কপাট ॥
চৌদিকে মণ্ডপ তোলে লোক ব্যবহারে।
মৃত্তিকা ভরিল সাধু ডিঙ্গার ভিতরে ॥
মালঞ্চ করিল সাধু পরম যতনে।
রোপিল বিবিধ পুষ্প পূজার কারণে ॥
নানা পুষ্প রোপিলেক মালঞ্চ মাঝার।
চাঁপা, নাগেশ্বর আদি বিবিধ প্রকার ॥
পাটশাক রোপিল বেগুণ বার মাসি।
দেব পিতৃ পূজিবারে রোপিল তুলসী ॥
দ্রোণ যে ধুতুরা পুষ্প রোপে চন্দ্রধর।
শিঙ্গা রব করি চাঁদ পূজিতে শঙ্কর ॥
জাতী, যুথী, মালতী, বকুল, পারিজাতে।
কস্তুরী, করবী, পুষ্প, রোপিল তাহাতে ॥
ওর যে গোলাপ পুষ্প পরম সুন্দর।
মাধবী কেতকী পুষ্প লবঙ্গ বিস্তর ॥
রোপিল টগর পুষ্প বান্ধুলী সুন্দর।
রোপে স্থল কদম্ব অশোক বহুতর ॥
রঙ্গিন শেফালী আর পুষ্প নানা জাতি।
গন্ধরাজ বেল পুষ্প রোপিলেক তথি ॥
মিঠা নারিকেল রোপে সুমিষ্ট শ্রীফল।
মিঠা পান রোপিলেক নানাবিধ ফল ॥
চাঁপা কলা ছোলঙ্গ দাড়িম্ব আর আম।
ইত্যাদি রোপিল যত নাহি জানি নাম ॥
চাঁদে বলে শুন ভাই কাণ্ডারী ভুলাই।
ইহা হ'তে কোন বস্তু সহরেতে নাই ॥
কবি হরিদাস দ্বিজ বন্দি বিষহরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে মধুর লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী ত্রিপদী।

চাঁদ বলে কাণ্ডারী ভুলাই।
তুমি হও অতি সুধী, কহ বাণিজ্যের বুদ্ধি,
কোন দ্রব্যে তথা লাভ পাই ॥
ভুলাই বলে সদাগর, তব বাপ কোটীশ্বর,
জানিত বাণিজ্য ব্যবহার।
ভাল দ্রব্য যত্ন করি, লয়ে যে'তো ডিঙ্গা ভরি,
সোণা রূপা আনিত অপার ॥
মাঝা বলে সদাগর, মাষকলাই বিস্তর,
হরিদ্রা আর্দ্রক মূলা আর।
আনিয়া মিষ্ট কুমড়, থরে থরে ডিঙ্গা ভর,
চালিতা উঠাও ভারে ভার ॥
লও কত পাকা হাড়ি, ভাল মতে যত্নকরি,
ছাগল, কৌতর, মেড়া, ভেড়া।
হংস লও লাখে লাখে, যাহা তারা নাহি দেখে,
খরগোশ খাসীতে ভর ভরা ॥

হরিণ যে কৃষ্ণসার, শূকর মহিষ আর,
যাহা দেখি রাক্ষস পাগল।
হরীতকী আনারস, গুয়া দাড়িম্ব পনস,
ইত্যাদি বিবিধ মিস্ট ফল॥
ডুলাই বলে অবশেষে, শুনি চন্দ্রধর হাসে
নালিতা লইবা ছালা ভড়ি।
দিলে যার এক পাতি, স্বর্ণ পাবে চৌদ্দ রত্তি,
হেন দ্রব্য লও যত্ন করি॥
নানা বর্ণে পাট শাড়ী নীলাম্বরী আদি করি
শতরঞ্চ লও বহুতর।
গুয়া পাণ নারিকেল, কমলা নারঙ্গ বেল,
যাহাতে ভেটিবে নৃপবর॥
ডুলাই বলিল যাহা, চন্দ্রধর নিল তাহা,
একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভড়ি।
হরিদাস দ্বিজ কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
যতনে বন্দিলা বিষহরী॥

চাঁদের আদেশে সৈন্য সজ্জা ও সনকা
কর্ত্তৃক অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন।

পয়ার।

চাঁদ বলে শুন তেড়া আমার বচন।
ঢেড়া দিয়া সর্ব্ব সৈন্য করহ সাজন॥
চাঁদের বচনে তেড়া ঢোলে দিল কাঠি।
তোলপাড় করিলেক চম্পাকের মাটি॥
উজির নাজির চলে যত মিরগণ।
সাজিয়া চলিল সবে হস্তী আরোহণ॥
রায় বাঁশিয়া সকল সাজে লাখে লাখে।
কামানী ধানুকী ঠাট চলে একে একে॥
যুঝার পাইক সাঁজে মাথে উভ বোঁটা।
হস্তে ধনু পৃষ্টে তুণ পরে বীর পাটা॥
রুনু ঝুনু শব্দ করে চরণে নুপুর।
গলাতে সুবর্ণ হার মুকুতা প্রচুর॥
খাসা দাঁড়ী সাজি চলে কাঁধে তরোয়াল।
সুন্দর শরীর দেখি অত্যন্ত বিশাল॥
হাট ঘাট যত ইতি মিলিল ত্বরিতে।
অর্দ্ধ সৈন্য চন্দ্রধর রাখে চম্পকেতে॥
আর অর্দ্ধ সৈন্য চলে করি বীরপণা।
ডিঙ্গাতে চড়িয়া সৈন্য বাজা'য়ে বাজনা॥
চাঁদ বলে শুন তেড়া আমার বচন।
সনকার স্থানে বল করিতে রন্ধন॥
বাণিজ্যে যাইব আমি দক্ষিণ পাঠনে।
ভোজন করিব আজি ল'য়ে জ্ঞাতিগণে॥
সনকা তেড়ার মুখে শুনি বিবরণ।
রন্ধন করিতে রামা করে আয়োজন॥
সীতলী, পাতলী, জশী, পঞ্চমী, দুর্ব্বলী।
আয়োজন করে সবে হয়ে কুতুহলী॥
তার মধ্যে তিন দাসী মৎস্য মাংস কুটে।
জীরা লঙ্কা আদি আর দুই সখী বাটে॥
স্নানান্তে সনকা রামা পরিয়া বসন।
ত্বরিত গমনে গিয়া চড়ায় রন্ধন॥
এক মুখে জ্বাল দেয় নয় মুখে জ্বলে।
নয়টী পাতিল চড়ে ঘৃত আর তৈলে॥
বার মাসী বেগুন তৈলেতে ভাজা করি।
বেত আগা লইলেক ঘৃতেতে সম্ভারী॥
রান্ধিল কলার শাক হরিষ বিশেষে।
মোহিত করয়ে সবে ব্যঞ্জনের বাসে॥
রান্ধয়ে কচুর শাক কাঁকড়া বিস্তর।
একে একে তোলাইল ঘৃতের উপর॥

রান্ধিল লুধিয়া শাক লাউ যে কুমড়া।
সম্ভারিল যত দ্রব্য দিয়া শস্থ পোড়া॥
মুগ, বুট, অরহর, কলাই, মুসুর।
খেশারি ইত্যাদি দাল রান্ধিল প্রচুর॥
নিরামিষ রান্ধিয়া থুইল এক পাশে।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রামা রান্ধয়ে হরিষে॥
চাকা চাকা করি কত আদ্রক কাটিল।
রুহিতের মুণ্ড দিয়া মুড়া প'কাইল॥
রান্ধিল ইলিস মৎস্য সহিতে বেগুণ।
শকুল, কাতল, বাঠা, দাতিনা, কাউন॥
কালীঘণী মৎস্য আর রাউর খরশুল।
রান্ধিল পোলতা দিয়া রুহিতের ঝোল॥
রান্ধিল শকুল মৎস্য বদরি সহিতে।
কাতলের মুণ্ড রান্ধে মুগদাল সাথে॥
জাতি লাউ রান্ধিলেক কুষ্মাণ্ডের বীজ।
বড় বড় মৎস্য দিয়া রান্ধিল মরিচ॥
কলার থোরের শুক্তা রান্ধিল বিশাল।
আদা শুক্তা রান্ধিলেক হরিদ্রা মিশাল॥
যতেক ব্যঞ্জন রান্ধে আপনার মনে।
বদরি অম্বল রামা রান্ধিতে না জানে॥
হেটে পড়ে অম্বল উপরে উঠে ফেণা।
লাড়িতে লড়য়ে তাঁর দুই কর্ণ সোনা॥
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধি হল অবসর।
মাংসের ব্যঞ্জন তবে রান্ধিল বিস্তর॥
বাসি মাংস রান্ধিলেক ঘৃতেতে ভাজিয়া।
সদ্য মাংস রান্ধে রামা বাছিয়া বাছিয়া॥
ছাগলের মাংস দিয়া অম্বল রান্ধিল।
কৌতর, হংসের মাংস ভাজিয়া লইল॥
একে একে রান্ধিলেক পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
পঞ্চ বর্ণ পিঠা রান্ধে হরষিত মন॥
কলসে কলসে দুগ্ধ ঘনাবর্ত্ত করি।
মিষ্ট অন্ন রান্ধিলেক সনকা সুন্দরী॥
নানাবর্ণে পিটা রান্ধি মনের হরষে।
আতপ তণ্ডুল অন্ন রান্ধে অবশেষে॥
সনকা রন্ধন হ'তে হ'য়া অবসর।
তেড়াকে আদেশে জানাইতে সদাগর॥
দ্বিজ হরিদাস দেব ভাবি বিষহরী।
পয়ার এড়িয়া বলে একটা লাচাড়ী॥

তেড়া প্রমুখাৎ রন্ধন সমাপন শ্রবণে
চাঁদের জ্ঞাতিগণ নিমন্ত্রণ।

লাচাড়ী ত্রিপদী।

চলহ তেড়া সত্বরে, জানাইতে সদাগরে,
জ্ঞাতিগণে দিয়া আ'স সাড়া।
রন্ধন করিতে আ'নু, কোন দ্রব্য না পাইনু,
বিলম্বে হইবে অন্ন করা॥
রন্ধনে আ'সিনু ঝাটি, তত আখা ভিজা কাঠি,
না রান্ধিনু ব্যঞ্জন বিস্তর।
সাধু যাবে ভিন্ন দেশে, না জানি কখন আসে,
শুন ভাত খাবে সদাগর॥
শুনি তেড়া চলে ধেয়ে, সদাগরে বলে গিয়ে,
রন্ধন হইল সমাপন।
তেড়া বলে মহাশয়, বিলম্ব উচিত নয়,
শীঘ্র চল করিতে ভোজন॥
চাঁদ বলে শুন তেড়া, জানাও বণিক পাড়া,
ভোজন করিতে মম সনে।
শুনি চাঁদের বচন, চলে তেড়া হর্ষ মন,
নিমন্ত্রিতে চাঁদ জ্ঞাতিগণে॥

নিমন্ত্রণ পেয়ে জ্ঞাতি, চলিলেক শীঘ্র গতি,
উপনীত চাঁদের গোচর।
হরিদাস দ্বিজ কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
স্নান করে রাজা চন্দ্রধর ॥

চাঁদ কর্ত্তৃক হরগৌরী পূজা ও মনসা সহ বাদানুবাদ।

পয়ার।

পাষাণ নির্ম্মিত ঘাট অতি মনোহর।
তাহাতে করয়ে স্নান চাঁদ সদাগর ॥
স্নান করি সদাগর দিব্য বস্ত্র পরে।
হরষিতে বসিলেক পূজা করিবারে ॥
গণপতি ধ্যান করে দেবতা সহিতে।
নিবেদন করি সাধু পুষ্প দিল মাথে ॥
রাহু শনি পূজিলেক দশ দিক-পাল।
যমকেতু পূজে আর অষ্ট লোকপাল ॥
ওর যে ধুতুরা পুষ্প লয়ে চন্দ্রধর।
হরষিতে পূজে সাধু উমা মহেশ্বর ॥
আপনা শরীর কাটি লইয়া রুধির।
বিল্ব পত্র দিয়া পূজে চরণ চণ্ডীর ॥
একে একে পূজিলেক যত দেবগণ।
হেনকালে বিষহরী দিলা দরশন ॥
পদ্মা বলে শুনহ নির্ব্বোধ সদাগর।
এক মুষ্টি ফুল দিয়া মোরে পূজা কর ॥
চাঁদ বলে কোন দেবী আমিত না জানি।
পরিচয় দিয়া তবে লও ফুল-পাণী ॥
হেমতাল বাড়ী চাঁদ তুলি লয় স্কন্ধে।
হের আইস পূজা তোমা করিব আনন্দে ॥
বিনা দোষে তোর স্বামী ছাড়ি গেল তোরে।
এক্ষণে এসেছ তুমি সাঙা বহিবারে ॥
জাতিতে বণিক্য আমি সাঙা নাহি জানি।
শিবের সম্পর্কে তুমি আমার ভগিনী ॥
চাঁদের শুনিয়া পদ্মা নিষ্ঠুর বচন।
অন্তরীক্ষে রথ ভরে করিল গমন ॥
হরিদাস দ্বিজ ভাবি বিষহরী।
পয়ার এড়িয়া বলে একটা লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী ত্রিপদী।

পটমঞ্জুরী রাগ।

অন্তরীক্ষে বলেন মনসা।
তুমি পুষ্প দেও হাতে, আমি তাহা লব মাথে,
বিবাদ না কর বুদ্ধি নাশা ॥
না চাহি বিস্তর ধন, তোর ফুলে তুষ্ট মন,
শুনরে নির্ব্বোধ সদাগর।
তুমি না পূজিলে মোরে, না পূজিবে এসংসারে,
তেকারণে বলি যে বিস্তর ॥
দিব তোর মহাজ্ঞান, বাঁচায়ে দিব বাগান,
বিবাদ না কর অধিকারী।
ছয় পুত্র দিব তোর, সুখে বসি রাজ্য কর,
চৌদ্দ ডিঙ্গা দিব রত্নে ভরি ॥
আপনার চক্ষু কান, তাহা তোর নাহি জ্ঞান,
মরা পুত্র জীয়াবে কি মতে।
চাঁদ বলে অজ্ঞলোকে, কি বুঝিয়া পূজে তোকে
না পারিবে মম পূজা খেতে ॥
শুনিয়া চাঁদের কথা, পদ্মা বলে শুন নেতা,
আর মন্দ না সয় পরাণে।
মনসা চরণ সার, ভবসিন্ধু তরিবার,
কবি হরিদাস দ্বিজ ভণে ॥

জ্ঞাতিগণ সহ চাঁদের ভোজন ও
সনকা সনে আলিঙ্গন প্রার্থনা।

পয়ার।

পূজা সাঙ্গ করি চাঁদ উঠিল সত্বরে।
উত্তম বসন সাধু পরিধান করে ॥
চাঁদ বলে শুন তেড়া আমার বচন।
থাল পীড়ি আর গাড়ু দেও জনে জন ॥
চাঁদের বচনে তেড়া করে আয়োজন।
জনে জনে থাল পীড়ি যোগায় তখন ॥
উত্তম আসনে বসে চম্পকের নাথ।
ছোট বড় বিচারি সনকা দিল ভাত ॥
ঘৃত চিনি আনি রামা সবাকারে দিল।
শ্রীবিষ্ণু স্মরিয়া সবে গণ্ডুষ করিল ॥
প্রথমে আনিয়া দিল বড়া অষ্টদশ।
ভোজন কর'য়ে জ্ঞাতি পেয়ে বড় রস ॥
তার পরে আনি দিল শুক্তা পাঁচ সাত।
কিছু কিছু খেয়ে সবে পাখালিল হাত ॥
অবশেষে আনি দিল মরিচ ব্যঞ্জন।
জ্ঞাতিগণ খেয়ে হয় হরষিত মন ॥
পরে আনি দিল মৎস্য মাংস নানা জাত।
কিছু কিছু খেয়ে সবে পাখালিল হাত ॥
অবশেষে আনি দিল পরমান্ন পিঠা।
দধি, দুগ্ধ, গুড়, চিনি ভাল বস্তু মিঠা ॥
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বুল তেড়া যোগায় তখন ॥
মুখ শুদ্ধি করি সবে হরিষ অন্তর।
বিদায় হইয়া গেল যার যেই ঘর ॥
হেন কালে চাঁদ বলে সনকার স্থানে।
রাখহ জীবন মম আলিঙ্গন দানে ॥
সনকা বলেন প্রভু শুনহ উত্তর।
চিন্তায় শুষিল তনু রস নাহি মোর ॥
কবি হরিদাস দ্বিজ ভাবি বিষহরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী ভাগ।
পটমঞ্জুরী রাগ।

চাঁদ বলে শুন প্রিয়া সনকা সুন্দরী।
তোর রূপ দেখি চিত্ত রাখিতে না পারি ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্ধি ভাত দিলে মোরে।
খাইয়া ব্যাকুল চিত্ত মদনের শরে ॥
ঈষৎ কটাক্ষে হেরি হরি নিলে প্রাণ।
কামেতে আকুল চিত্ত হইনু অজ্ঞান ॥
সনকা বলেন হে নির্ব্বোধ সদাগর।
ছয় পুত্র বধূ ঘরে লজ্জা নাহি তোর ॥
সত্তরি বৎসর আমি তব ঘর করি।
এখন নির্লজ্জ হ'লে পাকাইয়া দাড়ি ॥
পুনশ্চঃ সনকা বলে শুন সদাগর।
চিন্তায় শুষিল তনু বল নাহি মোর ॥
কামেতে পীড়িত সাধু কিছু নাহি মানে।
হরিদাস দ্বিজ কহে মনসা চরণে ॥

শিবের নিকট মনসার গমন ও নন্দী কর্তৃক উপদেশ কথন, পারিজাত হরণে সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এবং চাঁদ সহ বিবাদে জয়লাভ করিতে ইন্দ্রের নিকট মনসার অনিরুদ্ধ ও ঊষা ভিক্ষা।

ধুয়া।

দান দিয়ে যাও ঘরে বিনোদিনী রাই।
বারে বারে ভাড়ি যাও লাগ নাহি পাই॥

পয়ার।

সনকা সুবেশ করি করিল শয়ন।
ঋতু রক্ষা করে চাঁদ দেখি শুভক্ষণ॥
চাঁদ সঙ্গে ক্রীড়া করে সনকা সুন্দরী।
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা দেখে বিষহরী॥
ভকত বৎসলা দেবী মহিমা অপার।
সেবকে তরাতে পদ্মা করেন প্রকার॥
নেতা সঙ্গে যুক্তি করে জয় বিষহরী।
কি হেতু পূজিবে মোরে চাঁদ অধিকারী॥
নেতা বলে যাও যথা দেব মহেশ্বর।
কান্দি কহ দুঃখ কথা তাঁহার গোচর॥
পদ্মা বলে তুমি মোর অর্দ্ধ জন লড়ি।
মন্ত্রণায় মন্ত্রী তুমি বুদ্ধির নাগরী॥
নেতার বচনে পদ্মা সানন্দ হইয়া।
অজাগর পৃষ্ঠে চড়ি যায় লড় দিয়া॥
বাপের নিকটে গিয়া মনসা বসিল।
কান্দিয়া শিবের পায় কহিতে লাগিল॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরাভরি যায় সদাগর।
ধনে প্রাণে নাশ করিবারে আজ্ঞা কর॥
ত্রিভুবনে জানে আমি তোমার নন্দিনী।
মনুষ্য দেবতা জিনে কখন না শুনি॥
চম্পক নগর আজি পুড়ি বিষ-জালে।
বিষ্ণু যেন বারাণসী পোড়ে পূর্ব্বকালে॥
সবংশে চাঁদেরে আজি করিব সংহার।
মুষিকের মুণ্ডে যেন বজ্রের প্রহার॥
শিব বলে শুন নন্দী কহ উপদেশ।
কিমতে পূজিবে চাঁদ কহ সবিশেষ॥
নন্দী বলে নিবেদন শুন মহেশ্বর।
তুই বিদ্যাধর দেও পদ্মার গোচর॥
শিব বলে ঝাটে যাও ইন্দ্রের গোচরে।
অনিরুদ্ধ ঊষা মাগি আনহ সত্বরে॥
বিনা অনিরুদ্ধ ঊষা কার্য্য নাহি সার।
তেকারণে আন দোঁহে বাদ জিনিবার॥
দুজনে জন্মাও তুমি পৃথিবী ভিতরে।
কেহ উজানীতে কেহ চম্পক নগরে॥
উজানীতে সাহে রাজা সুমিত্রা সুন্দরী।
ঊষা যাবে তথায় বেহুলা নাম ধরি॥
অনিরুদ্ধ জন্ম লবে চম্পক নগর।
তথায় তাহার নাম হবে লক্ষীন্দর॥
এই যুক্তি দিল নন্দী দেব মহেশ্বরে।
ইন্দ্রের পুরিতে পদ্মা চলিল সত্বরে॥
পারিজাত পুষ্প বৃক্ষ দেখিল সম্মুখে।
নেতাকে জিজ্ঞাসে পদ্মা পরম কৌতুকে॥
পদ্মার বচনে নেতা যোড় করি হাত।
বলে এই পুষ্প নাম হয় পারিজাত॥
দেবের দুর্লভ পুষ্প কি কব তোমায়।
বৃদ্ধ জন যুবা হয় যে পরে গলায়॥
দ্বারিকা নগরে কৃষ্ণ রুক্মিণী সহিতে।
নারদ গেলেন তথা পারিজাত হাতে॥
মুনিবরে দেখিয়া উঠিল দামোদর।
পারিজাত মালা তারে দিল মুনিবর॥

মুনি বলে মালা মোরে দিল পুরন্দরে।
তব যোগ্য মালা দেখি দিলাম তোমারে ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া মালা ল'য়ে যদুরায়।
পরাইয়া দিল মালা রুক্মিণী গলায় ॥
বিদায় হইয়া মুনি চলিল সত্বরে।
কহিলেন গিয়া সত্যভামার গোচরে ॥
পৃথিবী দুর্ল্ভ হয় পুষ্প পারিজাত।
তোমা ছাড়ি রুক্মিণীকে দিল জগন্নাথ ॥
শুনি সত্যভামা দেবী কোপান্বিতা মন।
বস্ত্র অলঙ্কার ছাড়ি ভূমিতে শয়ন ॥
বিষাদ ভাবিয়া সতী করেন ক্রন্দন।
পুনঃ মুনি যেয়ে কৃষ্ণে কহে বিবরণ ॥
তোমার বিচ্ছেদে সতী বিরস বদন।
মুনি মুখে শুনি কৃষ্ণ করিলা গমন ॥
হস্তেতে ধরিয়া কৃষ্ণ তুলিলা আপনে।
সতীকে প্রবোধ করে মধুর বচনে ॥
প্রবোধিয়া সতীকে বলেন গদাধর।
আনি দিব তোমাকে সে পুষ্প তরুবর ॥
গদাধর আদেশ করিল নারদেরে।
ইন্দ্রে বল পারিজাত পুষ্প দিতে মোরে ॥
শুনিয়া না দিল পুষ্প সহস্র লোচন।
যুদ্ধ করি পুষ্প কৃষ্ণ আনিল তখন ॥
সে হইতে পারিজাত আছে সেই খানে।
কহিনু সকল যাহা শুনেছি পুরাণে ॥
এতেক শুনিয়া পদ্মা করিল ভকতি।
যেই কার্য্যে যাই আমি হোক শীঘ্রগতি ॥
বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করি গেল ইন্দ্রপুরি।
দেবগণ দেখে আসে জয় বিষহরী ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অনল পবন।
চন্দ্র, সূর্য্য, ধর্ম্মরাজ আদি দেবগণ ॥
কামদেব, জয়ন্ত, কার্ত্তিক, গণপতি।
সাবিত্রী, পার্ব্বতী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ॥
নবগ্রহে বসিয়াছে দেবরাজে।
ব্যাস, বশিষ্টাদি, ভৃগু, মুনির সমাজে ॥
চিত্রসেন আদি করি গন্ধর্ব্ব সকল।
নদ নদী সাগর বেষ্টিত ভূমণ্ডল ॥
উর্ব্বশী মেনকা আদি স্বর্গ বিদ্যাধরা।
হেনকালে উপনীত জয় বিষহরী ॥
পদ্মাকে দেখিয়া ইন্দ্র হরষিত মন।
বসিবারে আনি দিল রত্নসিংহাসন ॥
হরষিতে পদ্মাকে জিজ্ঞাসে সুরপতি।
কোন কার্য্যে আগমন বল শীঘ্রগতি।
পদ্মা বলে ত্রিভুবনে তুমি দেবরাজ।
তোমাকে কহিতে কথা বড় বাসি লাজ ॥
পিতৃ উপদেশ সিদ্ধি হবে তোমা হতে।
অনিরুদ্ধ উষা দেও বিবাদ জিনিতে।
যদ্যপি আমাকে পূজে চাঁদ সদাগর।
রথে করি আনি দিব দুই বিদ্যাধর ॥
চাঁদ নামে বানিয়া সে চম্পক নগর।
ত্রিভুবনে নাহি হেন দুরন্ত পামর ॥
মম সনে বাদ বেটা করে রাত্রি দিনে।
তাহা দেখি আমাকে না পূজে কোন জনে ॥
ভিন্ন দেশে থাকি মোরে যেইজন পূজে।
ছয় মাস পথে গিয়া তার সনে যুঝে ॥
ছয় পুত্র খাই তার নাগ রূপ ধরি।
তবু গালি পাড়ে মোরে ধামনা ভাতারী ॥
পদ্মা বলে শুন ইন্দ্র, তুমি দেবরাজ।
এই ভিক্ষা দেও মোরে, খণ্ডিবারে লাজ ॥
ইন্দ্র বলে কোন ছলে নিবা পৃথিবীতে।
কিমতে শাপিব দোঁহে বলহ ত্বরিতে ॥

পদ্মা বলে আছে তার লিখন কপালে।
নৃত্যকালে নর্ত্তকীকে টুটাইব তালে ॥
কবি হরিদাস দ্বিজ বন্দি বিষহরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে, একটা লাচাড়ী ॥

কপটে অনিরুদ্ধ ঊষাকে শাপিবার জন্য
ইন্দ্র সহ পরামর্শ।

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

পটমঞ্জুরী রাগ।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসেন বাণী, শুন শিবের নন্দিনী,
যমপুরে এলে আচম্বিতে।
আমি কি করিব হিত, বল তাহার বিহিত,
কি কার্য্য হইবে আমা হ'তে ॥
পদ্মা বলে চন্দ্রধর, চম্পক নগরে ঘর,
মম পূজা নাহি তার ঘরে।
আসি তোমার সাক্ষাতে, অনিরুদ্ধ ঊষা নিতে,
দোহাকারে ভিক্ষা দেও মোরে ॥
অনিরুদ্ধ আর ঊষা, চিরদিন স্বর্গে বাসা,
দেবত্ব পাইল পুণ্যফলে।
স্বর্গসুখ নানামত, ভোগ করে অবিরত,
পৃথিবীতে ল'বে কোন ছলে ॥
পদ্মা বলে চন্দ্রধরে, যত দুঃখ দিল মোরে,
তব স্থানে আসি নিবেদিতে।
দিলে অনিরুদ্ধ ঊষা, পূর্ণ হবে মম আশা,
তবে পারি বিবাদ জিনিতে ॥
যদি ঊষা নাচে ভাল, কপটে টুটাব তাল,
সেই ছলে তুমি দিবে শাপ।
আমি দোহা মাগি লব, পৃথিবীতে জন্মাইব,
তাঁহাতে খণ্ডিবে মনস্তাপ ॥

ইন্দ্র কৈল অঙ্গিকার, ঊষা নৃত্য করিবার,
আদেশিল ঊষা আনিবারে।
হরিদাস দ্বিজ কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
চিত্রসেন চলিল সত্বরে ॥

চিত্রসেন প্রমুখাৎ নৃত্য কথা ঊষা
অনিরুদ্ধের স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন।

লাচাড়ী ত্রিপদী।

ষোড়লচাড়ী।

দেবরাজ আজ্ঞা পে'য়ে, চিত্রসেন চলে ধেয়ে,
জানাইল ঊষার গোচরে।
আদেশিল সুরপতি, চল ঊষা শীঘ্রগতি,
বাদ্যকর সহ নাচিবারে ॥
বেশ করি মনোহর, নৃত্যেতে প্রবেশ কর,
যেন মোহ হয় সুরপুরি।
নৃত্যেতে ভাঙ্গিলে তাল, তবে না হইবে ভাল,
আসিয়াছে জয়বিষহরী ॥
ঊষা বলেন মেনকা, তিলোত্তমা, চিত্ররেখা,
আজি আমি কুস্বপ্ন দেখেছি।
বাহিরিতে প্রাতঃকালে, মস্তক ঠেকিল চালে,
অগ্নিকোণে পড়িলেক হাঁচি ॥
অনিরুদ্ধ কহে তত্ত্বে, কুস্বপ্ন দেখিনু প্রাতে,
ভাঙ্গি পড়ে পর্ব্বতের চূড়া।
রাম-স্বর বহে নাকে, ভয়েতে পরাণ কাঁপে,
আজি নৃত্য না হইবে বাড়া ॥
ঊষা বলে অনিরুদ্ধ, কি জন্যে ভাব বিরুদ্ধ,
ভালে যা' লিখিল প্রজাপতি।
হরিদাস দ্বিজ কয়, বিধিলিপি না খণ্ডয়,
ভাঙাতে চল শীঘ্রগতি।

ঊষার সাজন ও কাচলি বর্ণন।

ধুয়া।

'ভবশা গোবিন্দ মোরে রাখ রাঙ্গাপায়'।

পয়ার।

হরিষ হইয়া সাজে ঊষা লো সুন্দরী।
তাহার সাজনে সাজে যত বিদ্যাধরি॥
মন্দাকিনী জলে স্নান করি দুইজন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে মলয় চন্দন॥
কেশ বেশ করে ঊষা, মুকুতা ছাউনী।
বিজলি চটকে যেন মধ্যে মধ্যে মণি॥
চন্দ্রের মণ্ডল যেন, শ্রবণে কুণ্ডল।
সিঁতিতে সিন্দুর শোভে নয়নে কজ্জ্বল॥
প্রফুল্ল বদন দেখি মুনি মন ভোলে।
সিন্দুর তিলক বিন্দু চন্দনকপালে॥
ময়ুর পেখন খোপা কুসুমের হার।
মণিময় মরকত গজ-মতি হার॥
গ্রীবায় তুলিয়া দিল গজমুক্তা-হার।
তাহাতে কনক পত্র অধিক সুসার॥
যুগল-শ্রবণে শোভে বিচিত্র কুণ্ডল।
আকাশে শোভয় যেন সূর্য্যের মণ্ডল॥
তোড়ল নুপুর পরে যুগল চরণ।
অহর্নিশি যার নাদে, নাচয় মদন॥
কনক দাড়িম্ব যিনি দুই পয়োধর।
সুমেরু শিখরে যেন নব জলধর॥
জলধ পাটের খোপা শোভে থরে থরে।
কনক পেচুয়া দিল তাহার উপরে॥
কর্ণেতে তুলিয়া দিল মাণিক্যের ঢেঁড়ী।
দশ অঙ্গুলিতে পরে, রতন অঙ্গুরী॥
ইজার পরিয়া নিতে কোমর কাঁচিল।
পঞ্চ রঙ্গ কাঁচ তার উপরেতে দিল।
নিতম্বে বান্ধিল রামা কনক ঘাঘর।
গজ-শুণ্ড যিনি ঊরু যুগ মনোহর॥
উজ্জ্বল কাজল ঊষা পরিল নয়নে।
মুনিগণ মোহ যায় কটাক্ষ চাহনে॥
চরণে নুপুর বাজে রুনু ঝুনু ধ্বনি।
তাহাতে শোভয়ে বহুমূল্য রত্নমনি॥
বিচিত্র কাঁচলি দিয়া ঢাকে দুই স্তন।
কাঁচলি উপরে চিত্র এতিন ভুবন॥
ব্রহ্মাচিত্র আছে তাতে সহিতে ব্রহ্মাণী।
বৃষভ বাহনে শিব সহিতে ভবাণী॥
গরুড় বাহনে চিত্র দেব নারায়ণ।
বাণী কমলার চিত্র অতি সুশোভন॥
ঐরাবত পৃষ্ঠে চিত্র দেব পুরন্দর।
শচী চিত্র আছে তাতে, জয়ন্ত কোঙর॥
চন্দ্র সূর্য্য চিত্র তাতে অনল পবন।
যম শনি চিত্র আছে পৃথ্বী হুতাশন॥
রামচন্দ্র চিত্রিত কার্ত্তিক গণপতি।
একে একে চিত্র তাতে যত দেব ইতি॥
বলভদ্র, মদন চিত্রিত দুইজন।
যশোদা, রোহিণী আর নক্ষত্র গগণ॥
কাত্যায়নী চিত্রিত বশিষ্ঠ অরুন্ধতী।
অহল্যা, দ্রোপদী, সীতা, তারা, বসুমতী॥
নবগ্রহ বেষ্টিত চিত্রিত দেবরাজ।
ব্যাস বশিষ্ঠাদি যত মুনির সমাজ॥
অনন্তাদি অষ্ট নাগ চিত্র আছে তথি।
নেতার সহিতে চিত্র আছে পদ্মাবতী॥
বৃহস্পাতি, শুক্র আর সে গন্ধর্ব্বগণ।
অপ্সরা, কিন্নর যত যক্ষ রক্ষগণ॥
চিত্রসেন আদি করি যত বিদ্যাধর।
হিমালয় আদি করি যতেক ভূধর॥

লবণাদি করি চিত্র এ সপ্ত সাগর।
নদ নদী আছে তাতে যত ধরাধর ॥
দক্ষিণ পার্শ্বের চিত্র, কি কহিব গুণ।
বাম পাশে চিত্র যত মন দিয়া শুন ॥
ভুবন উপরে চিত্র দেখ বৃন্দাবন।
নানাপক্ষী ক্রীড়া করে, ময়ুর পেখন ॥
কোনখানে পক্ষী সব যোগায় আহার।
দিঘী সরোবর কত শোভিছে অপার ॥
চাপা নাগেশ্বর আর লবঙ্গ মালতী।
কমল উৎপল চিত্র কুন্দ আর যূথী ॥
শার্দ্দুল মহিষ গণ্ডা ভল্লুক বানর।
যত চিত্র গঠিযাছে অতি মনোহর ॥
কত চিত্র আছে তাতে বর্ণিতে না পারি।
ত্রিভুবন মোহ যায় ঊষা রূপ হেরী ॥
নৃত্য সাজ সাজি ঊষা হ'ল অবসর।
নর্ত্তক সহিতে রামা চলিল সত্বর ॥
ভুবন মোহন রূপে, করেছে সাজন।
সঘন কম্পিতা দেহ, স্থির নহে মন ॥
কবি হরিদাস দ্বিজ বন্দি বিষহরী।
ঊষার চিন্তায় বলে একটা লাচাড়ী ॥

ঊষা কর্ত্তৃক মঙ্গলচণ্ডিকা পূজা ও মনসার মিনতিতে ঊষার পূজায় ভবানীর অপ্রসন্ন।

লাচাড়ী ভাগ, করুণ ভাটিয়াল রাগ।

চিন্তিত সুন্দরী ঊষা বসি নৃত্যঘরে।
কিমতে নাচিব প্রাণ তোলপাড় করে ॥
চিত্ররেখা বলে শুন আমার বচন।
ইষ্টদেবতাকে ঊষা করহ স্মরণ ॥
শুভ মঙ্গলচণ্ডিকা পূজে শিশু হ'তে।
ধূপ দীপ গন্ধ দিয়া পূজে মনোমতে ॥
দেবী দুর্গা পূজিবারে ঊষা চলি যায়।
মিনতি করেন পদ্মা ভবাণীর পায় ॥
মোর মাথা খাও মা, কার্ত্তিক মাথা খাও।
ঊষার পূজাতে যদি তুমি চলে যাও ॥
পদ্মার বচনে চণ্ডী ছলিলা কপট।
ঊষার পূজাতে চণ্ডী না গেল নিকট ॥
হরিদাস দ্বিজ কহে ভাবি বিষহরী।
অবশ্য ঊষার জন্ম হবে মর্ত্ত্যপুরি ॥

অনিরুদ্ধ সহ ঊষার দেব সভায় গমন ও নৃত্য।

পয়ার।

ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে বলিল সুন্দরী।
বিধির লিখন কভু, খণ্ডাতে না পারি ॥
অনিরুদ্ধ ঊষা দোঁহে করিয়া সাজন।
নৃত্য করিবারে গেল দেবের সদন ॥
দেবসভা মধ্যে আছে হরের নন্দিনী।
হেনকালে করিলেক মৃদঙ্গের ধ্বনি ॥
চিত্র সেন ধরিল বিচিত্র অন্তঃপট।
সেইকালে পদ্মাবতী করিল কপট ॥
নৃত্য করিবারে ঊষা করিল গমন।
অন্তঃপুরে থাকি কেহ করে নিরীক্ষণ ॥
বসন্ত মল্লার রাগ আরম্ভ হইল।
হেন কালে উঠি ঊষা নাচিতে লাগিল।
শূন্য ভরে নাচে ঊষা অন্তরে চিন্তিত।
অনিরুদ্ধ বাজায় গন্ধর্ব্ব গায় গীত ॥
চারি পাশে দেবগণ ঊষা নাচে মাঝে।
অচৈতন্য দেবগণ শচী পড়ে লাজে ॥

বসন্ত মল্লার রাগ হল অবশেষ।
পুনরপি ঊষা নৃত্যে করিল প্রবেশ ॥
মনে মনে চিন্তে পদ্মা বিবিধ প্রকার।
কোন মতে তাল ভঙ্গ করিব ঊষার ॥
মধুর কোমল গীত পদ বন্ধ এড়ি।
ঊষার নর্ত্তনে বলে একটা লাচারী ॥

মনসার কপটে ঊষার নৃত্য ভঙ্গ ও
ঊষার প্রতি ইন্দ্রের শাপ।

লাচাড়ী—ত্রিপদী।

পটমঞ্জরী রাগ।

নাচে ঊষা সানন্দিত মন।
রঙ্গে অঙ্গ ভঙ্গি করি, ঊষা নাচে পাক ফিরি,
যুবকের হরিল চেতন ॥
মৃদঙ্গেতে দিয়া ঘা, কাঁচা শরায় দিয়া পা,
নৃত্য কর বলে পুরন্দর।
চিত্রসেন ধেয়ে গেল, নৃত্য সজ্জা আনি দিল,
উঠে ঊষা শরার উপর ॥
ঊষা কাঁচা শরায় নাচে, দেবগণ চেয়ে আছে,
নানা মতে করিছে নর্ত্তন।
দেখিয়া ঊষার ঠাম, রতি নিন্দে পতি কাম,
নাচে ঊষা যেমন খঞ্জন ॥
বলে পুনঃ পুরন্দর, নাচ শরার উপর,
পদ্মাবতী নাট দেখিবারে।
পুরন্দর বাক্য শুনি, নাচে ঊষা সুবদনী,
পাক লয় ভ্রমর আকারে ॥
মনেতে ভাবে মনসা, তাল ভঙ্গে করি আশা,
আঁখি ঠারে বলে পুরন্দর।
মনসা হুঙ্কার ছাড়ে, শরাভাঙ্গে ঊষা ভরে,
পড়ে ঊষা সভার ভিতর ॥
শাপ দিল পুরন্দর, জনম মনুষ্যের ঘর,
পদ্মাকে ভাবিবে এক মনে।
হারাইলে ধন পাবে, মরিলে মরা জীয়াবে,
পণ্ডিত জানকি নাথ ভণে ॥

মনসার কপটে অনিরুদ্ধের তালভঙ্গ ও
অনিরুদ্ধের প্রতি ইন্দ্রের শাপ।

ধুয়া।

মরি! কি দোষেতে হরি আমায় ত্যজিল।

পয়ার।

পুনঃ নাচে ঊষা ঘুচাইয়ে অন্তঃপট।
ততক্ষণে পদ্মাবতী করিলা কপট ॥
রাক্ষসের মূর্ত্তি সৃষ্টি করিলা আকাশে।
রাক্ষস দেখিয়া তবে পড়িল তরাসে ॥
তাহা দেখি অনিরুদ্ধ বিমনা হইল।
রাক্ষস কারণে তার তাল ভঙ্গ হল ॥
তাল ভঙ্গ দেখি ইন্দ্র মনে পায় তাপ।
সন্ধান পাইয়া ইন্দ্র দিল মহাশাপ ॥
যাও যাও অনিরুদ্ধ পৃথিবী ভিতর।
মর্ত্তলোকে থাক গিয়া দ্বাদশ বৎসর ॥
পাইয়া দারুণ শাপ সেই দুই জন।
বজ্রাঘাতে পড়ি যেন হ'ল অচেতন ॥
চেতন করায় দোঁহে গঙ্গাজল দিয়া।
কহিতে লাগিল ঊষা কাঁন্দিয়া কাঁদিয়া ॥
বাপ মোর বাণ রাজা শূন্যে তাঁর ঘর।
নিরন্তর থাকে তথা উমা মহেশ্বর ॥
তপবলে হরগৌরী থাকে তাঁর ঘরে।
শূল হস্তে কার্ত্তিক আপনে রক্ষা করে ॥

তপবলে শূন্যে তাঁর পুরি স্থিতি হ'ল।
সেই তপঃফলে বুঝি, বিধি বিড়ম্বিল ॥
কহে বিপ্র জগন্নাথ পদ্মাপদ তলে।
পড়ুক সভার শত্রু পদ্মার কবলে ॥

উষা অনিরুদ্ধকে মনসার প্রবোধ।

লাচাড়ী ত্রিপদী।

ভাটিয়াল রাগ।

ত্যাগ করি সুরপরি, অনেক দেবতা ছাড়ি,
কিমতে বঞ্চিব ধরাতলে।
মনসা ছলিল কাজে, যেন ছলি বলিরাজে,
দামোদর লইল পাতালে ॥
পদ্মা বলে দোহাকারে, জন্মাইব মর্ত্যপুরে,
বাদ সাধি দিবা শীঘ্রগতি।
পুনঃ পাবে সুরপুর, পিতামহ মহেশ্বর,
বাপ বাণ অনিরুদ্ধ পতি ॥
জন্মিয়া বণিক্য ঘরে, বাদ সাধি দিবা মোরে,
ত্রিভুবনে রহিবে সুখ্যাতি।
শুন অনিরুদ্ধ উষা, না ছাড় স্বর্গের আশা,
এবলি প্রবোধে পদ্মাবতী ॥
উষা বলে শুন পিসী, কহিতে আশঙ্কা বাসি,
সত্যকর অগ্নির গোচর।
হারাইলে দ্রব্য দিবে, মরিলে মরা জীয়াবে,
স্মরণেতে আসিবে সত্বর ॥

উষা অনিরুদ্ধের দেবগণের নিকট বিদায়
ও মনসার সাক্ষাতে অগ্নিকুণ্ডে
প্রাণত্যাগ।

পয়ার।

উষা বলে শুন দেবী ঈশ্বরকুমারী।
তোমার দাসের দাসী ইন্দ্রবিদ্যাধরী ॥
যে কার্য্য দেবতা হারে না পারে করিতে।
সে কার্য্য মনুষ্য হ'য়ে সাধিব কিমতে ॥
উষা বলে পদ্মাবতী নাহি তব ব্যথা।
আপনার হস্তে কাটি দুই জন মাথা ॥
পৃথিবীতে নরে তুমি জিনিতে না পারি।
ছলে হরি নিতে এলে স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
পদ্মা বলে উষা তুমি কহিয়াছ ভাল।
দেবস্থান বিদায় হইয়া শীঘ্র চল ॥
দোহাকারে বিদায় দিলেন দেবরাজ।
ফিরিয়া না চাহে পুনঃ মনে বাসি লাজ ॥
উষা গিয়া শচীস্থানে বিদায় মাগিল।
শচীর দ্বিচক্ষে জল, করে টলমল ॥
বিনাদোষে শাপ মোরে দিল পুরন্দর।
থাকিতে মর্ত্তেতে গিয়া দ্বাদশ বৎসর ॥
মনসাকে পূজে যদি চাঁদ সদাগর।
সাধিয়া তাঁহার কার্য্য আসিব সত্বর ॥
হেনকালে রতি আসি করয়ে ক্রন্দন।
বিনয়ে প্রবোধ তারে যত দেবগণ ॥
ক্রন্দন না কর রতি স্থির কর মন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন ॥
অনিরুদ্ধ বলে মাতঃ, না কর ক্রন্দন।
ললাট লিখন দুঃখ না হয় খণ্ডন ॥
তুমি হও গুণবতী পে'লেছ আমারে।
ললাট লিখন দুঃখ কে খণ্ডাতে পারে ॥

আমি মর্ত্ত্যলোকে যাই দেবের বচনে।
বিদায় করহ মাতা নিবেদি চরণে॥
অহঃরহঃ আশীর্ব্বাদ করিবা অপার।
সেবিব তোমার পদ আসি আর বার॥
হেন মতে অনিরুদ্ধ বুঝায় মায়েরে।
সেই স্থানে পদ্মাবতী আসিলা সত্বরে॥
যখন যা হবে তাহা খণ্ডান না যায়।
অনিরুদ্ধ ঊষা হরি পদ্মা ল'য়ে যায়॥
নির্দ্ধনী পুরুষ যেন ধন পায় হাতে।
মহাপুণ্য ফলে যেন যায় বৈকুণ্ঠেতে॥
বায়ুগতি লয়ে গেল সমুদ্রের কূলে।
রথ হতে নামি ঊষা মনসাকে বলে॥
ঊষা বলে সাবধানে শুন পদ্মাবতী।
কাম্য করি প্রাণ দিব, হয়ে একমতি॥
কুণ্ড সাজাইতে পদ্মা বলে অনন্তেরে।
পদ্মার আদেশে কুণ্ড সাজায় সত্বরে॥
কুণ্ড কাটি কাষ্ঠ আনি দিল ভারে ভারে।
অগুরু চন্দনে অগ্নি জ্বালিল সত্বরে॥
তৈল ঘৃত ঢালি দিল কলসে কলসে।
অনিরুদ্ধ ঊষা বলে মনসার পাশে॥
বিদ্যাধর রূপ হই আমার সাধন।
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
ঊষা বলে প্রাণ আমি ত্যজিব নিশ্চয়।
একবর মাগি আমি করিয়া বিনয়॥
হারাইলে পাব মৈলে মরা জীয়াইব।
তব কার্য্য সিদ্ধি করি দেবপুরে যাব॥
বিপদে পড়িলে তুমি হইবে সহায়।
পদ্মাকে করায়ে সত্য মরিবারে যায়॥
স্নান করি ঊষা তবে আসিল সত্বরে।
গাত্র মাংস কাটি লাগে অগ্নি পূজিবারে॥
কাটিয়া বুকের মাংস পূজে রসবতী।
জন্মে জন্মে হয় যেন অনিরুদ্ধ পতি॥
কাটিয়া পৃষ্ঠের মাংস দিলেন পাবকে।
সুখে যেন থাকে মোর যত বন্ধুলোকে॥
দুই বাহু মাংস কাটি দিল এক ঠাঁই।
সুখে যেন থাকে মোর মা ও বাপ ভাই॥
তবে অনিরুদ্ধ স্নান তর্পণ করিল।
দেবগণ পিতৃগন সবাকে পূজিল॥
তিনবার প্রদক্ষিণ করি হুতাশন।
অগ্নিতে পড়িল করি শ্রীরাম স্মরণ॥
প্রভুর মরণে ঊষা না চিন্তিল আন।
অনলে ত্যজিল প্রাণ পদ্মা বিদ্যমান॥
দুইজন মনসার অগ্রে প্রাণ দিল।
পদ্মা দুই প্রাণী, পাণ্ডু নাগে গছাইল॥
রথভরে যায় পদ্মা চম্পক নগরে।
অনিরুদ্ধে দিতে দেবী সনকা উদরে॥
কলহেতে প্রিয় বড়, নারদ মুনিবর।
যম পদ্মা সনে বাদ বাধায় সত্বর॥
ত্বরিত গমনে গেল যমের গোচরে।
আস্তে ব্যস্তে উঠে যম দেখি মুনিবরে॥
কবি হরিদাস দ্বিজ মনসার দাস।
পয়ার প্রবন্ধে করে লাচাড়ী প্রকাশ॥

নারদ মুনি কর্ত্তৃক মনসা সহ যমের
বিবাদ লাগান।

লাচাড়ী ত্রিপদী—কামদ রাগ।

মুনি বলে রবিসুত, বৃথা কার্য্যে পোষ দূত,
তব সম নাহিক নির্ব্বোধ।
যত মরে ত্রিসংসারে, সব আসে তব ঘরে,
পদ্মা লয় ঊষা অনিরুদ্ধ॥ ৬

মোর মনে হেন লয়, খণ্ডিল তব বিষয়,
হেন আমি মনে অনুমানি।
গিয়া পদ্মা ইন্দ্রপুরি, ঊষা অনিরুদ্ধ হেরি,
লয়ে যায় তোমাকে নামানি ॥
সুবর্ণের ঘটে ভরি, পাণ্ডু নাগ লেজে জড়ি,
লয়ে যায় দোঁহার পরাণ।
তুই দূত পাঠাও ঝাটে,প্রাণী আন নাগ কেটে,
যেন পদ্মা পায় অপমান ॥
তবে মহামুনি বলে, তুই দূত শীঘ্র চলে,
বিবাদ লাগিল নাগ সনে।
নাগে দূতে জড়াজড়ি,প্রাণী লয়ে কাড়াকড়ি,
রঘুনাথ দ্বিজরস ভণে ॥

নাগগন সহ দূতের বিবাদ ও পরাজয় এবং
মনসা সহ দূতের বাক্‌চাতুরী।

পয়ার।

হেন কালে চিত্রগুপ্ত বসিয়া সভাতে।
কহিতে লাগিল কথা যমের সাক্ষাতে ॥
কাগজ পঠিয়া গুপ্ত যমেরে কহিল।
অনিরুদ্ধ ঊষার যে আয়ু শেষ হ'ল ॥
তুই দূত ধর্ম্মরাজ পাঠাও সত্বর।
আত্মা কাড়ি আনিবারে নাগের গোচরে ॥
দূতগণ লৌহদণ্ডে নাগেরে প্রহারে।
নাগের শকতি দূতে কি করিতে পারে ॥
ত্রিভুবনে যত মরে যমের বিষয়।
মরিলে সকল যায় যমের আলয় ॥
নাগ বলে মাটি দূত খাও মুখভরি।
দেখিব কিমতে আজ আত্মা লও কাড়ি॥

কুপিলেক যম দূত এসব শুনিয়া।
নাগগণে মারি আত্মা লইল কাড়িয়া ॥
ততক্ষণে বলে নেতা পদ্মার গোচর।
নাগ মারি আত্মা লয় যমের কিঙ্কর ॥
তাহা শুনি বিষহরি কুপিল অন্তরে।
নাগগণে আদেশিল দূতে ধরিবারে ॥
মনসার বাক্যে নাগ দূতে ধরে গিয়া।
আছাড়ি ফেলায় দূতে লেঙ্গুরে জড়িয়া ॥
পুনরপি বলে নেতা পদ্মার গোচর।
আত্মা লয়ে ছাড়ি দেও যমের কিঙ্কর ॥
নেতার বচনে পদ্মা দূতে দিল ছাড়ি।
কহে বৈদ্য জগন্নাথ সরস লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী ত্রিপদী।

ধানসী রাগ।

ধুয়া।

'বল গিয়া ওহে দূত যমরাজ আগে।
সুখেতে থাকিতে কেন,বিধি তাঁরে লাগে ॥'

মোর সঙ্গে বাদ করে,বিধাতা লাগিল তাঁরে,
ভালমন্দ না করে বিচার।
যদ্যপি করে সংগ্রাম, ঘুচাব যমের নাম,
মারিয়া করিব ছারখার ॥
যম বেটা কেন বৈরী, হয় পাপ অধিকারী,
গোদা পচা বিদিত সংসারে।
না জানে আমার বল, পাইবে উচিত ফল,
পাঠাইব রসাতলপুরে ॥
দূত বলে পদ্মাবতী, ত্রিভুবনে তব কীর্ত্তি,
ভালমন্দ কেবা নাহি জানে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, আর দেব পুরন্দর,
ধর্ম্ম নাম রাখে দেবগণে ॥
গোদা পচা বল তারে, ভাল কেবা এসংসারে,
তুমি কেন হইয়াছ কাণী।
নরায়ণ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
মনসাকে বলে মন্দবাণী ॥

পয়ার।

দূতের বচনে পদ্মা উঠিল জ্বলিয়া।
বলিতে লাগিল দূতে তর্জ্জন করিয়া ॥
নেতা বলে শুন ভগ্নী শিবের নন্দিনী।
ভাল মন্দ যাহা বল দূতের বাখানি ॥
ছাড়ি দেও যাক দূত আপনার ঘর।
চল যাই তুমি আমি চম্পক নগর ॥
নেতার বচনে পদ্মা দূতে ছাড়ি দিল।
যম অগ্রে গিয়া দূত কহিতে লাগিল ॥
তোমার বচনে যাই আত্মা আনিবার।
অকারণে দুঃখ পাই, এই মাত্র সার ॥
কবি হরিদাস দ্বিজ বন্দি বিষহরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী ॥

দূতের অপমান শ্রবণে যমের সৈন্যসাজনে আদেশ ও রোগগণ এবং সৈন্যগণের সাজন।

লাচারী। ভাগ।

তোমার বচনে যাই আত্মা আনিবারে।
উচিত বলিতে পদ্মা মারিল দোঁহারে ॥
মস্তিষ্ক ভাঙ্গিল পদ্মা মারিল বিস্তর।
ব্রহ্মাস্থানে কহে গিয়া এসব খবর ॥
দূতের দুর্গতি যম দেখিয়া বিস্মিত।
সাজ সাজ বলি যম উঠিল ত্বরিত ॥
যাত্রা করি যুঝিবারে যমরাজ যায়।
মনসার পদে নারায়ণ দেব গায় ॥

গোড় লাচাড়ী—ত্রিপদী।

সাজ সাজ করি বলে, সাজে যম আত্মবলে,
যাত্রা করি করিলেন সাজ।
সাজিলেক যত সেনা, রোগের নাহি গণনা,
সাজ সাজ বলে যমরাজ ॥
যমের আদেশ পে'য়ে, রোগগণ চলে ধে'য়ে,
উত্তরিল রাজার গোচরে।
শূলপিত্ত আশীয়ারি, লয়ে চলে বাটাঝারী,
পাণ পানী যোগায় রাজারে ॥
প্রথমে চলিল জ্বর, যার তাপ ভয়ঙ্কর,
মস্তক বেদনা তার সনে।
বাহনে সোয়ার হ'য়ে কামড়ি চলিল ধেয়ে,
ভিন্নে ভিন্নে প্রাণ ধরি টানে ॥
নানা দাউদের গতি, পেচড়া যে নানা জাতি,
ধলিকুষ্ঠ গায়ের পেচড়া।
নয়নে সোয়ার হ'য়ে, কেতুর চলিল ধেয়ে,
পিলাই চলিল আর জাড়া ॥
বড়কুষ্ঠ চলে কোপে, মাছি পরে স্তুপে স্তুপে,
বসন্ত চলিল লড় দিয়া।
রক্তপিত্ত, পিত্তশূল, মাথা ব্যথা দন্তশূল,
অতিসার চলে ডাক দিয়া ॥

দ্বিজ বলরাম বলে, যত রোগ সাজি চলে,
কি করিবে নাগ কাছে গিয়া।
যেই নাগ ফণা ধরি, যার দৃষ্টে দহে গিরি,
দেখি রোগ যাবে পলাইয়া॥

পয়ার।

যাত্রা করি যমরাজ চলিল সত্বরে।
সৈন্যগণ সাজি চলে যুদ্ধ করিবারে॥
সাজ সাজ বলিয়া দগড়ে পড়ে কাঠি।
তোলপাড় করিলেক যমপুরী মাটি॥
কোটি কোটি দূত চলে বিকৃত আকার।
চর্ম্ম, দড়ি, লৌহ ডাঙ্গা হাতে সবাকার॥
এই মতে যাত্রা করি যমরাজ চলে।
প্রণাম করিয়া তাঁরে চিত্রগুপ্ত বলে॥
পদ্মা আনে উষা অনিরুদ্ধে ছল করি।
পুনরপি যাবে দোহে, দেবের নগরী॥
যম বলে চিত্রগুপ্ত থাকহ অন্তরে।
জীবন মরণ তুমি বুঝিবা সত্বরে॥
সেনাগণ লয়ে যুদ্ধ করিব আপনে।
মনসাকে জিনি আত্মা আনিব এক্ষণে॥
কহে বৈদ্য জগন্নাথ মনসার দাস।
বিবাদ পদ্মার জয় করিল প্রকাশ॥

যমের যুদ্ধে গমন ও দূত প্রমুখাৎ মনসাকে ভয় দর্শানে দূতগণের মাথা মুণ্ডন ও লাঞ্ছনা।

লাচাড়ী ত্রিপদী, পটমঞ্জুরী রাগ।

সাজ করি যম রায়, যুদ্ধ করিবারে যায়,
রণস্থলে হ'ল উপনীত।
এত শক্তি আছে কার, যম দূতে মারিবার,
নাগ পেলে মারিব নিশ্চিত॥
কাণী লয়ে কত সর্প, করয়ে এতেক দর্প,
জীবন মরণ নাহি গণে।
যম সঙ্গে বাদ করে, বিধাতা লাগিল তারে,
আজি তাঁকে রাখে কোন জন॥
মৃষল ঝগড়া সাজে, চৌদিগে মৃদঙ্গ বাজে,
ডাবুসের নাহিক গণন।
রণমধ্যে চলে দাপে, দেবাসুর ডরে কাঁপে,
যম সনে আঁটে কোন জন॥
কামান মুদ্গর জাঠি, ধনু চলে কোটী কোটী,
সৈন্য চলে দেখিতে অদ্ভুত।
ধনুক টঙ্কার শুনি, কম্পিতা হয় মেদিনী,
সত্বরে সাজিল যমদূত॥
শুনিয়া নারদের মুখে, দেবতা চলে কৌতুকে,
যম পদ্মা রণ দেখিবার।
পদ্মার চরণ মাথে, গায় বৈদ্য জগন্নাথে,
যম হল বৈতরণী পার॥

ধুয়া।

'বিষম শমন ভয়ে প্রাণ কাঁপে ডরে।
মুখতরি রাম নাম লও ধীরে ধীরে ॥'

পয়ার।

এই মতে যম দূত হাজার হাজার।
সত্বরে হইল গিয়া বৈতরণী পার ॥
বৈতরণী পার যদি হল যমদূত।
চর পাঠাইয়া তবে বলে চিত্রগুপ্ত ॥
চিত্রগুপ্ত বলে বাক্য শুন যমরাজ।
নারী সনে যুদ্ধ করি পাব বড় লাজ ॥
চর পাঠাইয়া দেও বুঝিতে কারণ।
দেখিয়া ডরাবে পদ্মা তোমার সাজন ॥
চিত্রগুপ্ত মুখে যম বচন শুনিয়া।
ছুর্ম্মুক দ্রোমক দূতে দিল পঠাইয়া ॥
পদ্মাকে বুঝাও গিয়া করি অহঙ্কার।
পৃথিবীতে যত মরে সকল আমার ॥
যদি কাণী জ তে ইচ্ছা থাকে তব মনে।
প্রাণ ল'য়ে যাও আত্মা দিয়ে মম স্থানে।
যমের বচনে দূত চলিল তখন।
মনসার স্থানে কহে যত বিবরণ ॥
পদ্মা বলে কার দূত কার সখা হও।
প্রাণেতে বাঁচিবা যদি পরিচয় দেও ॥
দূত বলে শুন পদ্মা আমার উত্তর।
যমের প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর ॥
দেখ যত রাজ্য যমরাজ অধিকার।
যথা যত জীব মরে সকল তাঁহার ॥
যথাযথা প্রাণী মরে তথা চলি যাই।
পাপপুণ্য বিচারিয়া নরক ভুঞ্জাই ॥
নারী জাতি অল্প বুদ্ধি না জান সে কথা।
যম সনে বাদ কর মুড়াইতে মাথা ॥
বাঁচিতে বাসনা যদি থাকে তোর মনে।
ঊষা অনিরুদ্ধ দিয়া পলাও এক্ষণে ॥
দূতমুখে শুনি পদ্মা কুপিত অন্তর।
চারি পাঁচ নাগে পদ্মা বলে ধর ধর ॥
ধর ধর বলি পদ্মা নাগ পানে যায়।
হেনকালে নেতাদেবী তাঁহাকে বুঝায় ॥
নেতা বলে শুন ভগ্নি আমার বচন।
দূত মারি অপঃযশ রাখি কি কারণ ॥
বচনে প্রবোধি দূতে দেও পাঠাইয়া।
ছুই দূতে ছাড়ি দেও মাথা মুড়াইয়া ॥
তাহা দেখি যমরাজ মরিবে পুড়িয়া।
দূতমাথা মুড়া দেখি বুঝিবে আসিয়া ॥
মনসাকে এত যদি বুঝাইল নেতা।
পাঠাইয়া দিল দূত মুড়াইয়া মাথা ॥
চর্ম্ম দড়ি লৌহ ডাঙ্গা ফেলাইল দূরে।
কান্দিয়া কহিল দূত যমের গোচরে ॥
কবি দ্বিজ হরিদাস বন্দি বিষহরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী ॥

যমের নিকট দূতের অপমান বর্ণন।

লাচাড়ী, ত্রিপদী।

পট মঞ্জুরী রাগ।

কান্দে দূত ভূমি লোটাইয়া।
যত দিল অপমান, তাহা বলি তব স্থান,
নিবেদন শুন মন দিয়া ॥
লাগ পে'য়ে পাণ্ডু নাগে, লইল পদ্মার আগে,
তব বার্ত্তা কহি বিস্তারিয়া।
শুনে কোপে বিষহরী, নেতা সনে যুক্তি করি,
পাঠাইল মাথা মুড়াইয়া ॥

আরো বলিল মনসা, ছাড়িয়া না দিবে ঊসা,
কহ গিয়া যমরাজ আগে।
আর না যাইব তথা, ধরিয়া মুড়াব মাথা,
প্রাণ লবে গিলি যত নাগে ॥
শুনিয়া দূতের মুখে, জ্বলিয়া উঠিল কোপে,
রণ করিবারে যম যায়।
কাণীকে পাইব যথা, ধরিয়া মুড়া'ব মাথা,
হরিদাস দেব দ্বিজ গায় ॥

যমের যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া মনসার ও
নাগগণের সাজন।

পয়ার।

দেখি জয় বিষহরী যমের সাজন।
হরষিতে পরে পদ্মা নাগ আভরণ ॥
অনন্ত বাসুকিনাগ মুকুট উজ্জ্বল।
পায়েতে পরিল দেবী নুপুর তোড়ল ॥
দুই হাতে শঙ্খ হ'ল নাগ যে শঙ্খিনী।
কেশেতে জড়িয়া রয় সে কাল নাগিনী ॥
সুতলিয়া নাগ হ'ল পদ্মা-গলে হার।
হইল বিচিত্র নাগ কাঁচলী পদ্মার ॥
কাজলিয়া নাগ হল কাজল প্রচুর।
মহাসিন্ধু নাগ হল সিঁতিতে সিন্দুর ॥
হেমন্ত বসন্ত নাগ পৃষ্ঠেতে থোপনা।
সর্ব্বাঙ্গে বাহির হয় অগ্নিকণা ফণা ॥
অমৃত নয়ন এড়ি বিষদৃষ্টে চায়।
সূর্য্যতেজে দেখি যেন তারকা লুকায় ॥
পদ্মা বলে শুন নেতা বিষম সঙ্কট।
চেয়ে দেখ যম আসি মিলিল নিকট ॥
আমার যতেক নাগ শীঘ্রগতি আন।
যম সনে যুদ্ধ করি রাখিব সম্মান ॥

পদ্মার বচনে নেতা কোন কর্ম্ম কৈল।
বিষমুখ নাগেতে নাগ, পশ্চিমে পাঠাল।
পূর্ব্বমুখে যাও তুমি ধামনা দুয়ারি।
ডাকি আনি যত নাগ বসে উদয়গিরি ॥
পাতালেতে যাও নাগ পাণ্ডু বলবন্ত।
শীঘ্রগতি আন তুমি নাগ সে অনন্ত ॥
স্বর্গে চলে মহাপদ্ম দেখিবা না দেখি।
মহাদেব কণ্ঠ হ'তে আনহ বাসুকি ॥
পদ্মার চরণ নাগ বন্দিলেক শিরে।
সত্বরে চলিল সবে নাগ আনিবারে ॥
হিমালয় কৈলাশ দ্বিপর্ব্বত যুড়িয়া।
সদাই তক্ষক থাকে লেঙ্গুরে বেড়িয়া ॥
পঞ্চ সহস্র ফণা করিয়া বিস্তার।
গগণ যুড়িয়া আসে করি অন্ধকার ॥
অন্ধকার দেখি লোক কাঁপয়ে তরাসে।
সূর্য্যের গ্রহণ যেন হইল আকাশে ॥
অষ্ট কোটি নাগ হয় যাঁর অনুচর।
পদ্মার আদেশ পেয়ে চলিল সত্বর ॥
তক্ষকে পাঠা'য়ে দ্বারা চলিল কাননে।
যথা আছে মণি নাগ আপনার স্থানে ॥
চন্দ্র সূর্য্য তেজ টুটে যার মণিজ্যোতি।
যথা থাকে মণিনাগ নাহি দিবারাতি ॥
সুবর্ণের মুখ নাগ হরিতাল গলা।
লেজ পীতবর্ণ তার, অঙ্গ হয় কালা ॥
দেখিতে উজ্জ্বল নাগ আরক্ত লোচন।
বিষ বরিষণ করি, চলে ততক্ষণ ॥
নব কোটি নাগ হয় যাঁর অনুচর।
পদ্মার আদেশ পেয়ে চলিল সত্বর ॥
অদ্ভুত পর্ব্বত হতে অনন্ত চলিল।
তার যত অনুচর সঙ্গে করি নিল ॥

অজাগর চলিলেক সমুদ্রেতে বাস।
পাতাল সদৃশ মুখ করিয়া প্রকাশ ॥
দরশনে ভস্ম হয় স্পর্শনে সংশয়।
যাঁহার মুখের লালে এক নদী বয় ॥
জলস্থলবাসি নাগ কেউটিয়া গিমা।
শঙ্খচূড় শঙ্খনাগ যার নাহি সীমা ॥
গোমা যে গোক্ষুর চলে মণ্ডলা আগড়া।
শুণ্ডলী কুণ্ডলী নাগ বিগতিয়া বোড়া।
কবি রুহিদাস দ্বিজ রচিয়া পয়ার।
কহে এক লাচাড়ী চরণে মনসার ॥

——————

লাচাড়ী ত্রিপদী, কামোদ রাগ।

সাজন বাজনা বাজে, ঘন ডাকে নাগরাজে,
বাদ্য শব্দে কাঁপে সুরপুরি।
ছোট বড় নাগভাগে, চলিল পদ্মার আগে,
যুদ্ধে যাবে জয় বিষহরী ॥
প্রথমে অনন্ত চলে, শিরে ফণা মণিজ্বলে,
গর্জ্জনে ধরণী টলমল।
যুগান্তের মেঘ যেন, গর্জ্জিয়া চলিল হেন,
ঢাকি চলে গগন মণ্ডল ॥
চলিল তক্ষক নাগ, দিয়া জয় জয় ডাক,
বিশেষ ঢাকিয়া রবি শশী।
যত বৃক্ষ আশ পাশ, বিষজ্বালে হ'ল নাশ,
গগনে উঠিল ভস্মরাশি ॥
নিষ্ঠুর যে নিকরুণ, বড় দুষ্ট নিদারুণ,
কালীয় নাগের চারি ছেলে।
যাহার বিষের তাপে, দেবাসুর ডরে কাঁপে,
কালীদহে কৃষ্ণ মোহ পে'লে।
আর নাগ মহাকাল, যাহার বাস পাতাল,
পদ্মাকে প্রণাম করি বলে ॥
যদি আজ্ঞা কর মোরে, যমে পারি গিলিবারে,
পদ্মার আদেশে যুদ্ধে চলে ॥
লৌহজঙ্ঘ মহাদৃষ্টি, উক্ষুর গোক্ষুর পৃষ্টি,
উপাই সুপাই দুই ভাই।
আঙ্গুটিয়া চলে জোড়ে, সাত পাঁচ লেজে জড়ে,
আত্মপর যার ভেদ নাই ॥
চলিল বাসুকি নাগ, সঙ্গে লয়ে নাগ ভাগ,
বিষলাড়ু লয়ে ভারে ভার।
চারি নাগ চলে আগে, সঙ্গে নিয়ে নাগভাগে,
যার ঘায় নাহিক নিস্তার ॥
ওড়া, ধোড়া বোড়া চলে, কেউটিয়া চলে বলে,
আলু মালু আর ব্রহ্মজাল।
যে ছিল শিবের শিরে, ধন্বন্তরি বধ করে,
সে নাগ চলিল উদয়কাল ॥
দিব্য রথে পদ্মা চড়ে, নাগেতে যোগান ধরে,
নাগের পতাকা শোভে শিরে।
পদ্মার চরণ মাথে, গায় বৈদ্য জগন্নাথে,
নাগে সাজে যুদ্ধ করিবারে ॥

——

পয়ার।

ত্রিভুবন নাগগণ হ'ল একস্থান।
হেনকালে নেতা বলে পদ্মা বিদ্যমান ॥
নেতা বলে শুন পদ্মা আমার বচন।
যমে বন্দি করি তুমি জয় কর রণ ॥
কবি রুহিদাস দ্বিজ বন্দি বিষহরা।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী ॥

——————

লাচাড়ী, ত্রিপদী।

শ্রীরাগ।

শুনিয়া নেতার বাণী, নাগগণ কাণাকাণি,
দর্পকরি বলে পদ্মাবতী।
যমে মারি সেনাগণ, বান্ধি লবে জনে জন,
কি করিবে যমের শকতি॥
অনন্ত তক্ষক শাপ, সূর্য্য সম যার তাপ,
বাসুকি কর্কোট যোদ্ধাপতি।
মহাশঙ্খ পদ্মনাগ, চলিল সভার আগ,
যাহার অনন্ত সেনাপতি॥
নাগ করে আস্ফালন, বিষকরে বরিষণ,
দেবগণ করেন কাকুতি॥
জীবনের নাহি আশ, সৃষ্টি স্থিতি হবে নাশ,
কম্পিতা হইলা বসুমতী॥
শুনিয়া দেবের বাণী, কহে পদ্মা ঠাকুরাণী,
ভয় সবে না কর কাহারে।
রুহিদাস দ্বিজ কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
দেব চলে হরিষ অন্তরে॥

যমের সহিত মনসার বাক্‌যুদ্ধ ও ঘোরতর
সংগ্রামে যমের পরাজয় ও
নাগ-পাশে বন্দী।

পয়ার।

বিষের ভাণ্ডার ভাঙ্গি দিলা পদ্মাবতী।
কেহ তোলা, কেহ মামা, কেহ পায় রতি॥
বিষ লাড়ু খেয়ে নাগ ধরিলেক ফণা।
মুখ হ'তে খসি পড়ে অগ্নি কণা কণা॥
পদ্মার আদেশে নাগ, ধাইল তখন।
যমের কটক সনে হ'ল দরশন॥
পদ্মাযমে দেখা হ'ল বৈতরণী পার।
বলিতে লাগিল যম ইঙ্গিত আকার॥
লঘু জাতি কাণী তোর লাগিল দিবস।
মোর সনে বাদ কর অসীম সাহস॥
পদ্মা বলে জীতে যদি থাকে তোর মনে।
সম্ভ্রমে প্রণাম কর, আমার চরণে॥
বায়সে গরুড়ে দেখ অনেক অন্তর।
সিংহ আর শৃগালে প্রভেদ বহুতর॥
ব্যাঘ্রেতে বিড়ালে কোথা হয় সমতুল।
এই যুদ্ধে যম তুমি হইবা নির্ম্মূল॥
শুনিয়া পদ্মার কথা যম কোপে জ্বলে।
কোপেতে পতঙ্গ যেন পশিল অনলে॥
চতুরঙ্গ সেনাসনে ধায় রবিসুত।
নাগগণে মারিবারে পাঠাইল দূত॥
আসি যম দূতগণ নাগেরে বেড়িল।
লেজের আঘাতে নাগ দূতে পরাজিল॥
তাহা দেখি ধেয়ে চলে ভুগ্নশ লোচন।
নাগের শরীরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণাঘাতে নাগগণ পড়ে ঘনপাকে।
হরিণ দেখিয়া যেন ব্যাঘ্র ক্রোধে কাঁপে॥
ধাইয়া চলিল নাগ ক্রোধযুক্তমন।
একাঘাতে দুই দূতে করিল নিধন॥
তাহা দেখি রবিসুত ক্রোধেতে জ্বলিল।
কাঞ্চন সদৃশ ধনু হাতে তুলি নিল॥
ক্রোধেতে কম্পিত যমে দেখিয়া সাক্ষাতে।
দিব্য ধনু-শর পদ্মা তুলি নিল হাতে॥
দুইজনে বলাবলি হইল বিস্তর।
দুইজনে এড়ে বাণ দোহার উপর॥
পদ্মার দক্ষিণ দিকে থাকিয়া অনন্ত।
শতে শতে দূত গিলে নাহি তার অন্ত॥

মনসার আড়ে যুঝে কেহ নাহি দেখে।
পাছে থাকি চিত্রগুপ্ত অনন্তে নিরীক্ষে ॥
চিত্রগুপ্ত বলে শুন শেষ বিষধর।
পাছে থাকি যুঝ কেন হও অগ্রসর ॥
শেল আন বলি ডাক দিল চিত্রগুপ্ত।
লক্ষ দূতে বহি শেল আনিল ত্বরিত ॥
শেল হাতে চিত্রগুপ্ত করয়ে গর্জ্জন।
শেল দেখি ভয়াতুর হ'ল নাগগণ ॥
হুহুঙ্কার দিয়া শেল করিল প্রহার।
ইন্দ্র যেন এড়ে বজ্র পর্ব্বত মাঝার ॥
মহাতেজে আসে শেল নাগগণ আগে।
হাঁ করিয়া শেল ধরে সে অনন্ত নাগে ॥
হাঁ করিয়া আসে নাগ শেল গিলিবার।
তাহা দেখি চিত্রগুপ্ত হ'ল চমৎকার ॥
অনন্তে এড়িয়া মারে কালীয়ের বুকে।
লেজাঘাতে ভাঙ্গে শেল কালী নাহি চুকে ॥
বাণ খেয়ে কালীনাগ ধাইল সত্বর।
লাফ দিয়া পড়ে চিত্রগুপ্তের উপর ॥
নাকে মুখে কালীনাগ মারিল কাপড়।
বিষজালে চিত্রগুপ্ত হইল ফাফর ॥
নাগবিষে চিত্রগুপ্ত অচেতন হ'ল।
কৃষ্ণের সেবক হেতু পরাণ রহিল ॥
চিত্রগুপ্ত পড়ে দেখি দূত ধায় ডরে।
কতদূত পশে মরা হস্তীর উদরে ॥
দূত ভঙ্গ দেখি নাগ বলে জয় জয়।
চিত্রগুপ্ত প্রথমে পাইল পরাজয় ॥
দূত ভঙ্গ দেখি যম জ্বলে মহাকোপে।
রক্ত বর্ণ তুই চক্ষু বলে বীরদাপে ॥
কেন কৈল দূতগণ কুলের খাঁখার।
যুদ্ধে হারি পলাইয়া হাঁসালে সংসার ॥
এত বলি দূত যম দিল পাঠাইয়া।
ভঙ্গ দিল যত দূত আনে বাহুড়িয়া ॥
মহিষ বাহনে যম করি আস্ফালন।
হুহুঙ্কার শব্দ করি প্রবেশিল রণ ॥
তাহা দেখি ধাইল হিঙ্গলী বিষধর।
হিঙ্গলিয়া পর্ব্বতেতে হয় যার ঘর ॥
তিন কোটী নাগ চলে যার পরিবার।
মহাকোপে প্রবেশিল সংগ্রাম মাঝার ॥
তাহাকে দেখিয়া ক্রোধ হ'ল যমমনে।
সন্ধান পুরিয়া বাণ হানে মর্ম্মস্থানে ॥
আকর্ণ পুরিয়া বাণ, মারিল ত্বরিত।
বুকে পৃষ্ঠে বান বিন্ধি হল জর্জ্জরিত ॥
বাণ খেয়ে নাগগণ পায় বড় দুঃখ।
দশ যোজন শাল গাছ দেখিল সম্মুখ ॥
টান দিয়া শাল গাছ তুলি নিল হাতে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে কালী যম মাথে ॥
বাড়ি খেয়ে কাল যম পড়িল ভূমিতে।
তাহা দেখি ছয় যম আসিল ত্বরিতে ॥
বৈবস্বত সর্ব্বভূত আর বৃকোদর।
ওড়ম্বুর বসন্ত যে রাম গজবর ॥
কালান্তক ছয় যম ধায় লড় দিয়া।
মার মার করি বলে দন্ত পাকাইয়া ॥
দেখি তাহাদের কোপ ক্ষুদ্র নাগগণ।
সংগ্রাম এড়িয়া তারা পলায় তখন ॥
অনন্ত তক্ষকনাগ রণেতে ভাজন।
যমের সহিতে তারা করে মহারণ ॥
তক্ষকের চক্ষু যেন অরুণ উদয়।
তাহা দেখি যমগণ মনে পায় ভয় ॥
খাড়া জাটী এড়ে যত তক্ষক উপরে।
নাগের শরীরে অস্ত্র কি করিতে পারে ॥

ভাঙ্গিয়া পড়িল খাড়া ফিরিলেক ধার।
কোপ খেয়ে নাগ হ'ল রক্তিম আকার॥
যমের উপরে বিষ এড়িল অপার।
বিষ দেখি যমগণ করে হাহাকার॥
বিষজ্বালে অচেতন হ'ল যমগণ।
তাহা দেখি কুপিলেক রবির নন্দন॥
মহাকোপে যমরাজ ধনু নিল করে।
সংসার সংহার বাণ বরিষণ করে॥
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া পুরিল সন্ধান।
প্রথমে এড়িল যম শূলচক্র বাণ॥
যত বাণ যমরাজ এড়িলেক রোষে।
পথে যেতে নাগগণ ধরিয়া গরাসে॥
যত বাণ এড়ে যম পদ্মার উপরে।
দূরে থাকি কাটে পদ্মা আসিতে না পারে॥
কাটিল বরুণ বাণ পদ্মা অনায়াসে।
অগ্নিবাণ এড়ে তবে যম মহারোষে॥
মহাকোপে সন্ধান পুড়িয়া এড়ে বাণ।
নাগের শিকল কাটি করে খান খান॥
বাণ খেয়ে বিষহরী ক্রোধিতা হইয়া।
মারিলেন শূলশর যমে উদ্দেশিয়া॥
ছিদ্র পেয়ে বাণ পদ্মা এড়ে বহুতর।
যমের শরীর বিন্ধি করে জড়জড়॥
বাণ খেয়ে যমরাজ মোহিত হইল।
মহিষ বাহন হ'তে ভূমিতে পড়িল॥
কতক্ষণে যমরাজ পাইয়া চেতন।
পদ্মার উপরে করে বাণ বরিষণ॥
যত বাণ এড়ে যম, পদ্মাকে মারিতে।
আসিবার কালে পদ্মা কাটিপাড়ে পথে॥
বাণ ব্যর্থ দেখি যম কুপিত হইয়া।
হাতের যতেক অস্ত্র ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥

অস্ত্র ভাঙ্গি যমরাজ মুদ্গর লইল।
তাহা দেখি নাগগণ ত্রাসিত হইল॥
লোহার গঠিত শর জড়িত কাঞ্চনে।
লক্ষ লক্ষ দূত সে মুদ্গার বহি আনে॥
আনিয়া দিলেক শর যমের সদনে।
হাতেতে লইয়া শর পাকায় সঘনে॥
পৃথিবী দহিতে যেন অগ্নি উথলিল।
আকাশেতে দেবগণ ত্রাসিত হইল॥
পাক দিয়া মুদ্গার এড়িল দর্প করি।
তাহা দেখি কুপিলেন জয় বিষহরী॥
মহ'তেজে আসে বাণ দেখি পদ্মাবতী।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ হাতে লয় শীঘ্রগতি।
মনসার অর্দ্ধচন্দ্র অতি দীপ্তিমান।
যমের মুদ্গার কাটি করে খান খান॥
বাণব্যর্থ দেখি যম ধনু নিল করে।
বাণ বরিষণ করে পদ্মার উপরে॥
তাহা দেখি পদ্মাবতী পুরিল সন্ধান।
হেনকালে নেতা বলে পদ্মা বিদ্যমান॥
নেতা বলে শুন ভগ্নী আমার বচন।
যমসনে যুদ্ধ করি মর কি কারণ॥
আপনা না জান তুমি কেন বা পাসর।
নাগপাশ দিয়া শীঘ্র যমে বন্দি কর॥
নেতার বচনে পদ্মা সন্তুষ্ট হইল।
অনন্তে সাজায়ে পদ্মা নাগপাশ কৈল॥
সহস্রেক ফণা ধরে দেখি ভয়ঙ্কর।
নাগের মুখেতে বিষ ঝরে নিরন্তর॥
চতুর্দ্দিক কম্পবান নাগের গর্জ্জনে।
তপস্বী ছাড়য়ে তপ সন্ধ্যা মুনিগণে॥
ত্বরিতে এড়িল পদ্মা নাগপাশ বাণ।
দেখি যম গরুড়াস্ত্র করিল সন্ধান॥

গরুড়ে দেখিয়া নাগ ত্রাসিত হইয়া।
ফিরিয়া চলিল নাগ নিশ্বাস ছাড়িয়া॥
দেখিয়া মনসা দেবী হইল বিমন।
হেনকালে বিষ্ণুঅস্ত্র হইল স্মরণ॥
দেখিয়া বিষ্ণুর মূর্ত্তি গরুড় পলায়।
এই ছিদ্রে যমেরে বান্ধিল হাতেপায়॥
যমে জিনি পদ্মাবতী হরষিত মন।
পদ্মার বিজয়া নাম রাখে দেবগণ॥
যমে জিনি বিষহরী হরষিত হয়ে।
বান্ধিয়া লইল যমে রথেতে তুলিয়ে॥
কবি রুহিদাস দ্বিজ বন্দি বিষহরী।
পদ্মার কৌতুকে বলে একটা লাচাড়ী॥

যমরাজাকে ভর্ৎসনা।

লাচাড়ী ত্রিপদী, রাগ গান্ধার।

কেন এ'লে করিতে সংগ্রাম।
হারিয়া পদ্মার করে, কোন লাজে যাবে ঘরে,
লুকাইলে যমরাজা নাম॥
কেন অহঙ্কার কর, আপনা রাখিতে না'র,
মিছা কাজে এলে মরিবারে।
যাঁহার স্থাপিত তুমি, তাঁহার নন্দিনী আমি,
তুমি কেন না চিন আমারে॥
আন যত পাপীগণ, আমি নহি সেই জন,
পাপভোগ ভুঞ্জ পুনিঃপুনিঃ।
যমসঙ্গে এ'লে রণে, যুক্তি কৈলে কার সনে,
না চিনিলা মনসা ব্রাহ্মণী॥
শিবপত্নী মহামায়া, মম তত্ত্ব না জানিয়া,
কত মন্দ বলিল আপনে।
যে অবস্থা হ'ল তাঁর, বিদিত এ ত্রিসংসার,
তাহা তুমি শুন নাহি কাণে॥
নারায়ণ দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
যমেরে জিনিল পদ্মাবতী।
পদ্মার প্রসাদ পেয়ে, যায় পাপী মুক্ত হয়ে,
সবার করেন অব্যাহতি॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যমের বন্ধন মোচন ও মনসার চম্পকে গমন।

পয়ার।

যমে বন্ধি করি পদ্মা হরিষ অন্তর।
আউদর চুলে দূত উঠি দিল লড়॥
নাগপাশে চৌদ্দ যমে বান্ধিল আটিয়া।
নাগগণে কহে তবে ইঙ্গিত করিয়া॥
নেতা বলে বৃথা যম বিক্রম করিলা।
এক্ষণে মারিতে পারি করি অবহেলা॥
কেহ বলে চৌদ্দ যমে ফেলিব কাটিয়া।
কালীনাগ বলে যমে খাইব গিলিয়া॥
নাগপাশে চৌদ্দ যমে লইল বান্ধিয়া।
যমপুরে যায় দূত কান্দিয়া কান্দিয়া॥
তিন দিন বান্ধিয়া রাখিল যম রাজা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করে কোন প্রজা॥
নারদ কহিল গিয়া ব্রহ্মার গোচর।
দেবগণসহ ব্রহ্মা চলিল সত্বর॥
ব্রহ্মাকে দেখিয়া পদ্মা করিলেন স্তুতি।
কি কারণে এথা আগমন প্রজাপতি॥
ব্রহ্মা বলে শুন পদ্মা আমার বচন।
সৃষ্টিনাশ হয় যমে করহ মোচন॥

ব্রহ্মার গোচরে যমে দিলা পদ্মাবতী।
পদ্মাকে সম্ভাষি যম গেলা শীঘ্রগতি ॥
নেতা বলে শুন পদ্মা আমার বচন।
পূর্ব্ব বিবরণ কিছু নাহিক স্মরণ ॥
নেতার বচন পদ্মা শুনিয়া শ্রবণে।
আত্মা ল'য়ে চলি গেল চাঁদের ভবন ॥
কবি রুহিদাস দ্বিজ বন্দি বিষহরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী ॥

নেতার মন্ত্রণায় সনকার গর্ভে অনিরুদ্ধকে
ও সুমিত্রার গর্ভে ঊষাকে জন্মান।

লাচাড়ী ত্রিপদী।

পটমঞ্জুরী রাগ।

পদ্মা চলহ সত্বর, বিলম্ব না কর আর,
ঋতুমতী সনকা বাহ্মণী।
অনিরুদ্ধ আত্মানিয়া, সনকা উদরে গিয়া,
স্বপ্নে তারে দেখাও আপনি ॥
যদি পুত্র জন্মে তোর, নাম রাখ লক্ষীন্দর,
স্বপ্নে তারে কহ বিবরণ।
শুনিয়া নেতার কথা, হরষিত নাগ মাতা,
আত্মা লয়ে চলিল তখন ॥
ধরিয়া মক্ষিকা বেশ, আত্মা করিল প্রবেশ,
সনকার গর্ভে হ'ল স্থিতি।
সেই কালে ঊষা নিয়া, উজানী নগরে গিয়া,
সুমিত্রার গর্ভে দিলা সতী ॥
সাহে রাজার ঘরেতে, সুমিত্রার উদরেতে,
ঊষা হ'ল বিপুলা সুন্দরী ॥
রুহিদাস দ্বিজ কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
হরষিত জয় বিষহরী ॥

সনকাকে মনসায় স্বপ্ন দেখান।

পয়ার।

রাত্রিকালে সনকা সুখে নিদ্রা যায়।
বিধবা ব্রাহ্মণী রূপে স্বপন দেখায় ॥
উঠ উঠ সনকা হে কত নিদ্রা যাও।
আমি পদ্মা আসিয়াছি চক্ষু মেলি চাও ॥
বাণিজ্যে যাইব সাধু দক্ষিণ পাটন।
ঝাটে করি লও তুমি পত্র নিদর্শন ॥
এত বলি গেলা পদ্মা আপন ভবন।
প্রভাত সময় রামা পাইল চেতন ॥
চৈতন্য পাইয়া রামা চক্ষে জল দিল।
স্বপ্ন কথা চাঁদ স্থানে কহিতে লাগিল ॥
কবি রুহিদাস দ্বিজ বন্দি বিষহরী।
সনকার বাক্যে বলে একটা লাচাড়ী ॥

সনকাকে চন্দ্রধরের পত্র প্রদান ও
বাণিজ্যে গমনোদ্যোগ এবং যাত্রা গণনা।

লাচাড়ী—ত্রিপদী—বরাড়ি রাগ।

লিখি দেও পত্র একখানি।
বাণিজ্যেতে সদাগর, রহিবা বার বৎসর,
আসিয়া বলিবা তুষ্ট বাণী ॥
নিশাভাগ রাত্রি কালে, স্বপ্নেতে ব্রাহ্মণী বলে,
উঠ উঠ সনকা সত্বর।
তুষ্ট হ'য়ে দেই বর, পুত্র হবে তোর ঘর,
নাম তার রাখ লক্ষীন্দর ॥
শুনি সনকার বাণী, সাধু লিখে পত্র খানি,
তার সাক্ষী ব্রাহ্মণ সকল।
আশ্বিনের দশ দিন, বুধবার শুভক্ষণ,
গনে সাধু অতি কৌতূহল ॥

পত্র দিয়া সনকারে, সাধু চলিল বাহিরে,
সভাতে বসিল সদাগর।
নারায়ণ দেব বলে, যত সৈন্য যার তলে,
আহ্বান করিল চন্দ্রধর॥

পয়ার।

হিরণ্যগর্ভ, শ্রীগর্ভ, পণ্ডিত জশাই।
কবিরাজ, বীরভদ্র, সুমিত্র রামাই॥
শুভঙ্কর শুভানন্দ, পাত্র ভগবান।
পঞ্চ পাত্র ল'য়ে সাধু করিল দেয়ান॥
চাঁদ বলে শুন লেঙ্গা আমার বচন।
ঢোলে কাটি দিয়া কর কটক সাজন॥
চাঁদের বচনে লেঙ্গা ঢোলে দিল কাটি।
তোলপাড় করিলেক চম্পকের মাটি॥
উজির নাজির আসে যত পাত্রগণ।
মির যে বহর আসে হস্তী আরোহণ॥
শতে শতে চলে রায় বাঁসিয়া কটক।
পর্ব্বতিয়া সৈন্যগণ আসিল অনেক॥
এক লক্ষ হস্তী আসে পর্ব্বত প্রমাণ।
পদ ভরে বসুমতী হয়ে কম্পবান॥
খাশদার চলি আসে কাঁধে কেরবাল।
দোলাতে চড়িয়া আসে বর্ণিক কোটাল॥
বিস্তর কামান ছাড়ে গহন গম্ভীর।
হস্তী ঘোড়া নাদেতে পৃথিবী হয় চিড়॥
যত সৈন্য আসিলেক হিসাব করিয়া।
অর্দ্ধ সৈন্য চম্পকেতে রাখিল বাঁটিয়া॥
আর অর্দ্ধ সৈন্য চাঁদ করিয়া গনণ।
আদেশিল নৌকাতে করিতে আরোহণ॥
চাঁদ বলে শুন তেড়া বচন আমার।
দৈবজ্ঞ ডাকিয়া আন যাত্রা গণিবার॥
দৈবজ্ঞ লইয়া হস্তে সুবর্ণ পঞ্জিকা।
চন্দ্রধর নিকটতে আসি দিল দেখা॥
চাঁদ বলে শুন বিপ্র বচন আমার।
শুভক্ষণ করি দেও ডিঙ্গা মেলিবার॥
দশমী মঙ্গলবার মাসদগ্ধা হয়।
ডিঙ্গা মেলিবারে সাধু উচিত না হয়॥
দুষ্টা সরস্বতী চাঁদ কণ্ঠেতে বসিল।
কোপ করি দৈবজ্ঞের পঞ্জিকা চিরিল॥
কবি রুহিদাস দ্বিজ বন্দি বিষহরী।
পয়ার প্রবন্ধে বলে একটা লাচাড়ী॥

লাচাড়ী, ত্রিপদী, শ্রীরাগ।

কুক্ষণেতে কেন যাত্রা কর।
দশমী মঙ্গলবারে, মাসদগ্ধা বলি তারে,
ইতে সাধু দোষ নাহি মোর॥
শনিবারে দ্বিতীয়াতে, নিষেধ উত্তরে যেতে
দক্ষিণে নিষেধ গুরুবারে।
আদিত্যে পশ্চিমে যায়, ধনে জনে নাশ পায়,
সপ্তমী নিষেধ বুধবারে॥
একাদশী সোমবারে, পূর্ব্বে যাত্রা যেবা করে,
তার সিদ্ধি নাহিক নিশ্চয়।
যাত্রাকালে করে রোষ, ঘটয়ে অনেক দোষ,
কবি রুহিদাস দ্বিজ কয়॥

বাণিজ্যে যাইবার জন্যে চন্দ্রধরের ডিঙ্গা মেলন ও বাণিজ্যে গমন।

পয়ার।

পূজা করি গিয়া সাধু বলি বহুতর।
প্রথমে মেলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর॥

শঙ্খচুড় নামে ডিঙ্গা দ্বিতীয়ে মেলিল।
অঙ্গে লাগ নাহি পায় সমুদ্রের তল ॥
তৃতীয়ে মেলিল ডিঙ্গা নামে রত্নাবর্ত্তী।
যাহাতে ভরিছে সাধু ফল নানাজাতি ॥
চতুর্থে মেলিল ডিঙ্গা নামে দুর্গাবর।
পাঁক হাড়ী শস্য মেথী ভরিছে বিস্তর ॥
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা নামে খরষাণ।
বহু যত্নে তাতে সাধু রুপিয়াছে পাণ ॥
ষষ্ঠেতে মেলিল ডিঙ্গা পাঠান পাগল।
যাহার প্রসাদে সাধু ধনেতে আগল ॥
সপ্তমে মেলিল ডিঙা নামে গুঞ্জাছটি।
চলনে তাহার সঙ্গে কেহ নাহি আটি ॥
অষ্টমে মেলিল ডিঙ্গা মাণিক্য কেরুয়া।
উভ হ'তে বাহে দাড় ষোড়শ দারুয়া ॥
নবমে মেলিল ডিঙ্গা নামে লক্ষ্মীপাশ।
যাহাতে থাকিয়া দেখে রাবনের বাস ॥
দশমে মেলিল ডিঙ্গা নামে উদয়তারা।
তারা হেন ছুটে ডিঙ্গা অত্যন্ত প্রখরা ॥
মেলিল চন্দন পাট ডিঙ্গা একাদশে।
নদীপারে বৃক্ষ লড়ে যাহার বাতাসে ॥
দ্বাদশে মেলিল ডিঙ্গা নামে কাজল রেখী।
সাতালী পর্ব্বত হেন মাস্তুল নিরক্ষি ॥
ত্রয়োদশে মেলে ডিঙ্গা নামে কোড়ামোড়া।
শীতল সুগন্ধি দ্রব্যে ভরিয়াছে ভরা ॥
চতুর্দ্দশে যাত্রাসিদ্ধি মেলিল সত্বর।
যাত্রা করি ডিঙ্গাতে উঠিল সদাগর ॥
একে একে চৌদ্দডিঙ্গা মেলি চন্দ্রধর।
হরিষে বাণিজ্যে চলে বণিক কোঙর ॥
কবি রুহিদাস দ্বিজ ভাবি বিষহরী।
চাঁদের চলনে শুন একটা লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী ত্রিপদী।

পটমঞ্জরী রাগ।

ডিঙ্গামেলে চন্দ্রধর, গতি অতি খরতর,
দক্ষিণ পাঠনে যাইবারে।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বায়, দুই কুলে লোকে চায়,
তোল-পাড় গুঞ্জরী সাগরে ॥
গুঞ্জরীতে দিয়া ভাটি, ছাড়ায় কামারহাটি,
দুর্জ্জয় নগর করে বাম।
দক্ষিণে গোপালপুর, তাতে ব'সে দৈত্যাসুর,
পূর্ব্বে যাহা সৃজিল শ্রীরাম ॥
যত যত নদী বায়, দ্রুতগতি চলি যায়,
বহুগ্রাম বহে ডাণে বামে।
কালীদহে পঁহুছিয়া, সুরেশ্বরী ছাড়াইয়া,
মিলে সাধু সাগর সঙ্গমে ॥
প্রণমিয়া সুরেশ্বরী, সাগর সঙ্গমে তরি,
যায় সাধু মনের কৌতুকে।
রুহিদাস দ্বিজ কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
শিব বাকে গিয়া ডিঙ্গা ঠেকে ॥

সাগর সঙ্গমোপাখ্যান, সমুদ্রের মধ্যে মনসার পুরী নির্ম্মাণ ও চন্দ্রমাণিক্য রাজাকে নেতার স্বপ্ন দেখান রাজা কর্ত্তৃক মনসা পূজা।

পয়ার।

চাঁদ বলে শুন সবে আমার বচন।
এখানে এমন কেন কহ বিবরণ ॥
সহস্র বাহিণী গঙ্গা হ'ল কি কারণে।
বিস্তারিয়া বিবরণ বল মম স্থানে ॥
শুনিয়া পণ্ডিত বলে শুন বিবরণ।
সহস্র বাহিণী গঙ্গা হ'ল যে কারণ ॥

সূর্য্যবংশ নরপতি নামেতে সগর।
মুনিশাপে মরে তার সহস্র কোঙর॥
একে একে তাহাদের উদ্ধার চিন্তিয়া।
এগার পুরুষ হ'ল গঙ্গা আরাধিয়া॥
ভগীরথ পিতৃগণে মুক্ত করিবারে।
অনেক প্রকারে গঙ্গা আনিল সংসারে॥
জাহ্নু মুনি পেয়ে গঙ্গা করিল ভক্ষণ।
মুনির গোচরে রাজা গেল ততক্ষণ॥
মুনির নিকটে রাজা করে নানা স্তুতি।
গঙ্গা গিয়া পিতৃগণে কর অব্যাহতি॥
রাজার বচন মুনি শুনিয়া তখন।
জানু চিরি দিল গঙ্গা তাঁহার সদন॥
পিতৃগণ অস্থি যথা আছিল পড়িয়া।
সহস্র বাহিণী গঙ্গা নিল প্রক্ষালিয়া॥
গঙ্গার পরশে মুক্ত হ'ল পিতৃগণ।
পশ্চাতে মিলিল গঙ্গা সাগর সদন॥
সাগর সঙ্গম তীর্থ হল তেকারণে।
দান ধর্ম্ম কর সাধু যদি লয় মনে॥
শুনি চাঁদ স্নান করি ডাকিয়া ব্রাহ্মণ।
পিতৃমাতৃ নাম লয়ে করিল তর্পণ॥
সূর্য্য অর্ঘ্য দিয়া করে শরীর শোধন।
পুনরপি তিনবার করে আচমন॥
গণপতি ধ্যান করি দেবতা সহিতে।
পূজা সাঙ্গ করি সাধু পুষ্প দিল মাথে॥
ইন্দ্র আদি পূজিলেক অষ্ট লোক পাল।
রাহু শনি পূজিলেক যম কালাকাল॥
আপনা শরীর কাটি রক্ত নিকালিয়া।
ভবাণী শঙ্কর পূজে ভক্তি যুক্ত হ'য়া॥
একে একে পূজিল ত্রিদেশ দেবগণ।
হেন কালে পদ্মা আসি দিল দরশন॥
পদ্মা ব'লে শুন বাক্য চাঁদ সদাগর।
একমুষ্টি পুষ্প দিয়া মম পূজা কর॥
চাঁদ বলে কেবা তুমি আমি নাহি চিনি।
পরিচয় দিয়া অগ্রে লও ফুল পাণী॥
পদ্মা বলে আমাকে না চিন সদাগর।
ঈশ্বরের কন্যা আমি পদ্মানাম মোর॥
পদ্মানাম শুনি চাঁদ আড় হ'য়ে রয়।
হেমতাল বাড়ি সাধু কান্ধে তুলি লয়॥
বিনা দোষে মুনিবর ছাড়ি গেল তোরে।
এক্ষণে এসেছ তুমি সাঙা বহিবারে॥
জাতিতে বর্ণিক আমি সাঙা নাহি জানি।
হরের সম্বন্ধে হও আমার ভগিনী॥
শুনিয়া চাঁদের হেন নিষ্ঠুর বচন।
রথ ভরে গেলা পদ্মা শিবের সদন॥
মনসাকে দেখি হর চমকিত মন।
বলে কেন দেখি তব বিষাদ বদন॥
পদ্মা বলে শুন পিতা দেব ত্রিলোচন।
চন্দ্রধর মন্দ মোরে বলে ঘন ঘন॥
শুনিয়া চাঁদের নাম কুপিল শঙ্কর।
সাত পাঁচ নাহি মোর একটি কিঙ্কর॥
রাত্রি দিন কর পদ্মা তাহার গোহারি।
জানিলাম জ্ঞান হীন তুমি বিষহরী॥
চলি যাও ঘরে দুঃখ না ভাব হৃদয়।
কহিতে চাঁদের কথা উচিত না হয়॥
শিবের শুনিয়া হেন নিষ্ঠুর বচন।
অন্তঃরীক্ষে বিষহরী করিলা গমন॥
পদ্মা বলে শুন নেতা ধোপার কুমারী।
মোর নামে সমুদ্রে নির্ম্মাও এক পুরি॥
তাহাতে অচলা লক্ষ্মী হবে অধিষ্ঠান।
কণকে রচিত কর মম পুরিখান॥

নানা বাদ্য ধ্বনি যেন বাজে নিরন্তর।
তাহা দেখি মোরে যেন পূজে সদাগর॥
আদেশ পাইয়া নেতা করিল পয়াণ।
সমুদ্রের মধ্যে পুরি করিল নির্ম্মাণ॥
অস্টনাগ সহিতে নিম্মাণ বিষহরী।
স্বপন কহিতে গেলা রাজার নগরী॥
চন্দ্রমাণিক্য নামেতে রাজ্য অধিকারী।
স্বপ্ন কহে তার স্থানে নেতালো সুন্দরী॥
স্বপনে তাহাকে নেতা লাগে বলিবার।
সমুদ্রেতে হইয়াছে পুরি মনসার॥
তোমাকে সদয় হ'ল জয় বিষহরী।
অস্ট নাগ সহিতে আসিছে তব পুরি॥
নানা উপহারে তাঁরে পূজ দণ্ডধর।
মনের অভীস্ট মত মাগি লও বর॥
স্বপন দেখিয়া রাজা প্রভাতে উঠিল।
পাত্রগণ সম্বোন্ধিয়া বলিতে লাগিল॥
হেন কালে পদ্মা পুরি দেখি এক চর।
সত্বরে জানা'ল গিয়া রাজার গোচর॥
চর মুখে শুনি রাজা সন্তোষ হইয়া।
লইয়া পূজার সাজ চলিল ধাইয়া॥
নানা বলিদান রাজা করে এক মনে।
চণ্ডীপাঠ করে তথা দ্বাদশ ব্রাহ্মণে॥
নানা বাদ্য ধ্বনি তথা বাজয়ে বিস্তর।
ডিঙ্গাতে থাকিয়া তাহা শুনে চন্দ্রধর॥
হেন কালে সম্মুখেতে দেখিয়া ডিঙ্গরে।
তাহাকে ডাকিয়া চাঁদ জিজ্ঞাসে সত্বরে॥
চাঁদ বলে কার পুরি কোন দেব থাকে।
সত্য করি তার তত্ত্ব বলহ আমাকে॥
শুনিয়া ডিঙ্গর বলে করযোড় করি।
শিবের কুমারী থাকে জয় বিষহরী॥
পদ্মা নাম শুনিয়া অবোধ সদাগর।
হেমতাল স্কন্ধে করি বলে ধর ধর॥
দেখিয়া ডিঙ্গর তাহা লড় পাড়ি ধায়।
পিছে লাগ পায় বলি ফিরি ফিরি চায়॥
মাথে হাত দিয়া বেটা বলে বুক বুক।
হিন্দু নহে এই বেটা কেবল তুরুক॥
কাণ ফোঁড়া দেখি বলি দেবীর কাহিণী।
মাথা যে না মুড়াইল ভাগ্য করি মানি॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ফিরাইল থাক বাড়ি দিয়া।
লাগাও লাগাও বলি দিলেক বাহিয়া॥
সরস পাঁচালী রচি দেব নারায়ণ।
পয়ার প্রবন্ধে করে লাচাড়ী রচন॥

চন্দ্রধরকে দেখিয়া মনসার ও রাজার পলায়ন ও চাঁদ কর্ত্তৃক মনসার ঘট ভগ্ন।

লাচাড়ী, ত্রিপদী, শ্রীরাগ।

চাপাও চাপাও করি, হাঁক ছাড়য়ে কাণ্ডারী,
তটে উঠে চন্দ্রধর রাজা।
ধামনা ভাতারী পদ্মা, পুরী স্বজে করি শ্রদ্ধা,
দিব আজি হেমতাল পূজা॥
স্কন্ধে হেমতাল বাড়ি, ধায় চাঁদ অধিকারী,
মস্তকের কেশ নাহি বাঁধে।
বারে বারে আসি কাণী, মাগে নিত্য ফুল পাণী,
আজি সে পড়িল মোর ফাঁদে॥
সেই হেমতাল বাড়ি, ল'য়ে বাম কাঁধে করি,
প্রবেশিলা মণ্ডপ ভিতর।
আউলা মাথার কেশ, দেখিয়া মলিন বেশ,
রথে উঠি পদ্মা দিল লড়॥

দেখি চাঁদে বিপরীত, নৃপতি হইল ভীত,
ব্রাহ্মণ সংহতি দিল লড়।
চাঁদের ভ্রুকুটি দেখি, ধায় মাও বাপ ডাকি,
চন্দ্রধর বলে ধর ধর॥
ভাঙ্গিয়া যে ঘটবারি, বলে চাঁদ অধিকারী,
কোথা গেল কেমন মনসা।
মনে মোর যাহা আছে, পদ্মাকে পাইনু কাছে,
ঘুচাইব তার মন আশা॥
ঘট ভাঙ্গি সত্বরেতে, ফেলাইল সাগরেতে,
ডিঙ্গাতে উঠিল সদাগর।
রুহিদাস দ্বিজ কয়, সুকবি বল্লভ হয়,
পদ্মাবতী রথে কৈলা ভর॥

নেতার মন্ত্রণায় চাঁদের ডিঙ্গা বন্দী করিতে
বীর প্রেরণ ও কাঁকড়া কর্ত্তৃক ডিঙ্গা
বন্দী এবং শৃগালের শব্দে
ডিঙ্গা মোচন।

পয়ার।

নেতা বলে শুন ভগ্নি জয় বিষহরী।
চারি বীর দিয়া ডিঙ্গা রাখ বন্দী করি॥
মৎস্য কাঁকড়া জোঁক কুম্ভীর প্রভৃতি।
চারি বীর পাঠাইয়া দিল পদ্মাবতী॥
কাঁকড়া সমুদ্র জলে ভাসাইল গা।
পদ্মা বলে বন্দী করি রাখ চোদ্দ না॥
চাঁদ বলে শুন ভাই দুলাই কাণ্ডারী।
বিপাকে আনিয়া ডিঙ্গা রাখে বিষহরী॥
তেরা বলে শুন সাধু আমার বচন।
কাঁকড়ার বাঁক ছাড়ি যাইব এখন॥
কবি রুহিদাস দ্বিজ বন্দি বিষহরী।
পয়ার প্রবন্ধে রচে মধুর লাচারী॥

লাচাড়ী ভাগ, পটমঞ্জুরী রাগ।

শুনিয়া তেড়ার বাক্য চাঁদ মহামতি।
ডিঙ্গা বাহিবারে সবে দেয় অনুমতি॥
কাঁকড়া দেখিয়া সাধু মনে পায় ডর।
পর্ব্বত প্রমাণ দেখে সমুদ্র ভিতর॥
চাঁদ বলে মাঝি ভাই উপায় না দেখি।
কাঁকড়ায় ডিঙ্গা রাখে জলমধ্যে থাকি॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া সবে যুক্তি করে সার।
কিমতে ইহাতে ডিঙ্গা করিব উদ্ধার॥
জনে জনে দিব আমি স্বর্ণ আভরণ।
যখন পৌঁছিবে ডিঙ্গা দক্ষিণ পাঠন॥
তেড়া বলে সদাগর শুন মন দিয়া।
কাঁকড়ার বাঁক দেখ যাই ছাড়াইয়া॥
গাভী চড়াইতে শুনি বালক সময়।
পলায় কাঁকড়া পেলে শৃগালের ভয়॥
ডিঙ্গাতে থাকিয়া তেড়া শিবা শব্দ করে।
শুনিয়া কাঁকড়া যায় পলাইয়া ডরে॥
রুহিদাস দ্বিজ কহে পদ্মার চরণ।
জোঁকের বাঁকেতে চাঁদ দিল দরশন॥



শ্রীশ্রীমনসা—প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।